পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com   কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 228 Saturday, 19 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২২৮ সংখ্যা ❋ ২ শ্রাবণ ১৪৩২, শনিবার, ১৯ জুলাই ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘তৃণমূল গেলে তবেই আসল বদল’

‘জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা’ বলে ভাষণ শুরু মোদির, ২৬ এ বাংলায় পরিবর্তনের ডাক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ জুলাইঃ ‘জয় শ্রীরাম’ নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এ দিন দুর্গাপুরের জনসভায় বক্তৃতা শুরু করলেন সম্পূর্ণ বাংলায়, ‘‘বড়দের প্রণাম, ছোটদের ভালবাসা, জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা’’ উচ্চারণ করে। এর পর রাজ্যের দুর্নীতি, অনুন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও তথাকথিত ‘গুন্ডা ট্যাক্স’ প্রসঙ্গে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, ‘‘বাংলার সংস্কৃতির এত ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, তৃণমূল সরকারের শাসনে দুর্নীতিই দিশা দেখাচ্ছে। এই বাংলা তো এমন ছিল না। বাংলার যুবসমাজ শান্তি, কাজ, সুশাসন চায়।’’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘এক সময় বাংলা দেশের বাণিজ্যে দিশা দেখাত। অথচ আজ এখানকার ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট চাকরির জন্যও বাইরে যেতে হচ্ছে। তৃণমূল সরকার যত দিন থাকবে, তত দিন শিল্প আসবে না, কর্মসংস্থান হবে না।’’ তিনি জানান, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট-সহ একাধিক শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানো হবে। বাংলায় স্লোগান তোলেন, ‘তৃণমূল হঠাও, বাংলা বাঁচাও’। মোদির বার্তা, ‘‘পশ্চিমবঙ্গকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে এখানে নতুন বিনিয়োগ আসে, নতুন উদ্যোগ তৈরি হয়। বাংলার যুবকদের ভবিষ্যতের জন্য এখনই তৃণমূলকে সরানো জরুরি।’’ তাঁর দাবি, ‘‘বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলা দেশের অন্যতম শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হবে।’’ শুধু শিল্প নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও রাজ্যের তীব্র অবনতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মোদি। তাঁর অভিযোগ, ‘‘তৃণমূলের জমানায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা- সব রসাতলে যাচ্ছে।’’ রাজ্য থেকে তৃণমূলকে সরানোই একমাত্র বিকল্প বলে দাবি করে মোদি বলেন, ‘‘বাঙালির ভবিষ্যৎ, বাংলার উন্নয়নের জন্য এই সরকারকে বিদায় জানাতেই হবে।’’ মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক অশান্তি

নিয়েও এদিনের সভা থেকে ফের রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুলিশ ও প্রশাসনকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘সেখানে পুলিশ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। বাংলায় আজ আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। তৃণমূলের গুন্ডাগিরির জন্য বিনিয়োগকারীরা ভয় পান। সিন্ডিকেটরাজ, কাটমানি-এই সবই বাংলাকে পিছিয়ে দিচ্ছে।’’ এদিনের সভা থেকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও কসবাকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে মোদি বলেন, ‘‘বাংলার হাসপাতালও মেয়েদের জন্য সুরক্ষিত নয়। সেই সময়ও দেখা গিয়েছে কীভাবে তৃণমূল অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। এরপর কলেজেও একটি মেয়ের উপর চরম অত্যাচার চলে। তাতেও দেখা গিয়েছে তৃণমূলের লোকজন জড়িত।’’ প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্যে অপরাধ ও নারী-নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে এবং প্রশাসন রাজনৈতিক স্বার্থে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছে। এর পাশাপাশি অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গও টেনে আনেন মোদি। কড়া ভাষায় বলেন, ‘‘তৃণমূল নিজের স্বার্থে বাংলার পরিচয়কেই সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। অনুপ্রবেশে উৎসাহ দিচ্ছে, তাদের ভুয়ো পরিচয়পত্র বানিয়ে দিচ্ছে। পুরো ইকো সিস্টেম নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু বাংলা নয় গোটা দেশের জন্য এটা বিপজ্জনক। তুষ্টিকরণের জন্য তৃণমূল সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে। কান খুলে শুনে রাখুন, সংবিধান অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।’’ ৩৪ মিনিটের ভাষণে একাধিকবার ‘মোদি গ্যারান্টি’র কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘বিকশিত বাংলা মোদির গ্যারান্টি। বিকশিত বাংলা বিজেপির সঙ্কল্প। এটা পশ্চিমবঙ্গের নবজাগরণের মুহূর্ত। সবাই মিলে নতুন সকাল আনতে হবে। পরিবর্তনের নতুন পদ্ম ফোটাতে হবে। তবেই বাংলার বিকাশ সম্ভব।’’ সভামঞ্চে প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে, দুর্গা ও কালীমূর্তি, বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা ঘোড়া এবং গণেশমূর্তি উপহার দিয়ে স্বাগত জানান শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও।

কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এসএসসি মামলা সুপ্রিম কোর্টে!

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাইঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে ফের আইনি লড়াই শুরু হল। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সম্প্রতি এই নিয়োগ বিধিকে বৈধতা দিলেও, তাতে সন্তুষ্ট নন একাংশ চাকরিপ্রার্থী। তাঁরা এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে স্পেশাল লিভ পিটিশন। আগামী সপ্তাহেই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পরে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত ৩০ মে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এসএসসি। অনলাইন আবেদন শুরু হয় ১৬ জুন বিকেল ৫টা থেকে এবং প্রাথমিকভাবে আবেদনের শেষ দিন নির্ধারিত ছিল ১৪ জুলাই। পরবর্তীতে এই সময়সীমা বাড়িয়ে করা হয় ২১ জুলাই পর্যন্ত। তবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে একাধিক শর্ত এবং নতুন বিধি সংযোজন নিয়ে উঠে আসে প্রশ্ন। হাই কোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় অভিযোগ তোলা হয়, ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তির আওতায় হওয়া নিয়োগ, ২০২৫ সালের নিয়মে করা যাবে না। যাঁরা বয়সে ছাড় পাননি, কিংবা যাঁদের নম্বর কম, তাঁদের প্রতি অবিচার হচ্ছে বলেই অভিযোগ ছিল মামলাকারীদের। তাঁদের দাবি, বয়সে ছাড়, শূন্যপদ বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার বিষয়টি ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তিতে ছিল না। তাই নতুন করে এই নিয়ম কার্যকর হলে তা অযৌক্তিক ও পক্ষপাতদুষ্ট হবে। পাশাপাশি, নিয়োগের জন্য ন্যূনতম নম্বরের মানদণ্ড ৪৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়েছে, যা নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেয় বলে অভিযোগ। হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার এই মামলাগুলি খারিজ করে দেয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ‘কমিশন ও পর্ষদ এই অচলাবস্থার জন্য দায়ী হলেও, দ্রুত শূন্যপদ পূরণ করাটাই এখন অগ্রাধিকার। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করলে সমস্যা আরও বাড়বে।’ আদালত আরও জানায়, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র ‘আনটেন্টেড’ (অযোগ্য বা দাগি নন) এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের বয়সে ছাড় দেওয়ার বিষয়টি প্রযোজ্য। অন্য কাউকে এই ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়নি। মামলাকারীরা এই দুটি ক্যাটেগরিতে পড়েন না। তবে কমিশন নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নতুন নিয়ম তৈরি করতে পারে, এবং ভবিষ্যতে শূন্যপদ বাড়ানোতেও কোনও বাধা নেই বলেই জানিয়েছিল হাই কোর্ট। ডিভিশন বেঞ্চের সেই রায় অনুযায়ী, ১০ নম্বর অতিরিক্ত নম্বর ও বয়সে ছাড় সংক্রান্ত বিধিগুলিও সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত হিসেবে বৈধতা পায়। এই রায় মেনে নিতে পারেননি বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। তাই তাঁরা কলকাতা হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। তাঁদের বক্তব্য, নতুন নিয়মে পুরনো প্রার্থীদের প্রতি অবিচার হচ্ছে এবং এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। এখন নজর শীর্ষ আদালতের দিকে। শোনা যাচ্ছে, আগামী সপ্তাহেই এই মামলার শুনানি হতে পারে।

সকাল ৯টা থেকে ১১টা কোনও মিছিল করা যাবে না

২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবস নিয়ে শর্ত হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ সকাল ৮টার মধ্যে সমস্ত মিছিলকে পৌঁছতে হবে ২১ জুলাই সভামঞ্চে। কলকাতা হাইকোর্ট এবং উত্তর কলকাতার কোনও অফিসের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে যানজট রাখা চলবে না। এই শর্তে তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার উচ্চ আদালতের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দিয়েছেন, গোটা কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থা যাতে কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাও কলকাতা পুলিশকে নিশ্চিত করতে হবে। বস্তুত, শহিদ দিবসকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সেই আবেদন মান্যতা পায়নি আদালতে। সূত্রের খবর, সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে আজই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্য সরকার। বস্তুত, একুশে জুলাই তৃণমূলের শহিদ সমাবেশের জেরে শহরের জনজীবন ব্যাহত হতে পারে, এমন আশঙ্কা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বামপন্থী আইনজীবীদের সংগঠন। ওই মামলায় বৃহস্পতিবার কড়া পর্যবেক্ষণ সামনে আনেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সভার অনুমতি নিয়ে আপত্তি না থাকলেও, শহরবাসীর দুর্ভোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন, ‘‘জনগণ কতক্ষণ সহ্য করবে?’’ বিচারপতির এই মন্তব্যে যেন রাজ্যের উপর চাপ বেড়েছে আরও খানিকটা। শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল যুক্তি দেন, ‘‘সমস্ত নিয়ম মেনেই সভার অনুমতি নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির সফরেও এমন ট্র্যাফিক বিধিনিষেধ থাকে। এই সভা তো গত তিন দশক ধরেই হচ্ছে।’’ কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নয় আদালত। বিচারপতি পাল্টা বলেন, ‘‘তাহলে কি কলকাতার পুলিশ কমিশনার মুচলেকা দেবেন যে, কোনও যানজট হবে না? জনগণ কতটা সহ্য করবে, সেটাও ভাবতে হবে।’’ মামলাকারির আইনজীবী শামিম আহমেদের পক্ষ থেকে হলফনামা জমা দিয়েছেন আদালতে। যেখানে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গত ১৬ জুলাই কলেজে স্কোয়ার থেকে ডরিনা ক্রসিং মিছিলে পুলিশের ভূমিকা ও কলকাতা ট্রাফিক ব্যবস্থা কেমন ছিল, ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বহু গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেসি দাস থেকে ভিক্টোরিয়া হাউস পর্যন্ত ১৪৪ ধারা, তাই সেখান রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সভা সমাবেশ করা যাবে না পুলিশের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি রয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, পার্ক সার্কাস স্কুল, ফেরি সার্ভিস ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরই বিচারপতি জানতে চান, ২১ জুলাই নিয়ে পুলিশের কাছে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কিনা। উত্তরে অ্যাডভোকেট জানান, নেওয়া হয়েছিল। মামলাকারিদের সংগঠন আইনি বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। ফলে মামলার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘‘কত মানুষের জমায়েত হতে পারে? গাড়িগুলি, ট্রাম, বাস, কোথা থেকে যাবে? উত্তর কলকাতা স্তব্ধ হয়ে যাবে। ১০ লক্ষ মানুষের জমায়েত হলে কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থা কী হতে পারে তা পরিষ্কার।’’ বিচারপতি আরও বলেন, ‘‘হাইকোর্ট সমাবেশ বন্ধ করার পক্ষে নয়। কিন্তু মানুষ জানবেন কী করে তাঁদের গন্তব্যের জায়গায় পৌঁছবেন?’’ তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এটা একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা। প্রচার পাওয়ার জন্যই এই ধরণের মামলা করা হয়েছে। এটা জনস্বার্থ মামলা হওয়া উচিত। অতীতে এমন কোনও ঘটনা নেই যেখানে এই দিনে যাতায়াত করতে গিয়ে কেউ বাধা পেয়েছেন অথবা আহত হয়েছেন। সেটা মামলাকারি দেখাতে পারেননি। বিচারপতি বলেন, ‘‘যদি কোথাও কোনও ট্রাফিক ব্যবস্থায় মানুষের সমস্যা হয় তাহলে সে দায়িত্ব নিতে হবে। কলকাতা ধর্মতলা চত্বরে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা নিয়েও কোনও প্রশ্ন নেই।’’ মামলাকারী জানান, ‘‘আমি বলছি পুলিশ ১০ লক্ষ মানুষের জামায়াতের অনুমতি দিচ্ছে। অথচ ২০০ মানুষের মিছিলের অনুমতি দেয় না। পুলিশি অনুমতি চাইলে বলে ট্রাফিক ব্যবস্থা সমস্যা হবে। অথচ এক্ষেত্রে পুলিশ আগেই অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। কেন এই দ্বিচারিতা পুলিশের? সিধু কানু ডহর কলেজের পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে। আমি এই সমাবেশের প্রতিবাদ করছি না। আদালতের কাছে অনুরোধ করছি সোমবার কাজের দিনে মানুষ তাঁদের কাজে যেন যোগদান করতে পারেন। আদালতেও পৌঁছতে পারেন।’’

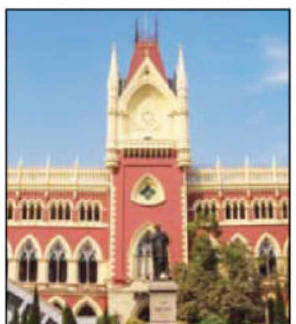

‘রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে সমাজ কী করবে!’ কলকাতা পুলিশকে তীব্র ভর্ৎসনা বিচারকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় এবার আদালতে হাজিরা দিলেন নারকেলডাঙ্গা থানার তৎকালীন ওসি শুভজিৎ সেন, তৎকালীন সাব ইন্সপেক্টর রত্না সরকার ও হোমগার্ড দীপঙ্কর। তবে হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করায় হাজিরা দেননি বেলেঘাটা বিধায়ক পরেশ পাল ও দুই কাউন্সিলর। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন ২ মে বিকালে কাঁকুড়গাছিতে বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। তখনই পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন অভিজিতের দাদা বিশ্বজিৎ সরকার। সিবিআইকে দেওয়া বয়ানে তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ ছিল, দুষ্কৃতীরা তাঁর ভাইকে পিটিয়ে খুনের পর ঘটনাস্থলে থাকা রক্ত ধুয়ে দেওয়া হয়। আর তা করেন নারকেলডাঙা থানার তৎকালীন ওসি শুভজিৎ সেন। বিশ্বজিতের আরও দাবি ছিল, তদন্তের জন্য ঘটনাস্থল থেকে নমুণা সংগ্রহের বদলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অভিযুক্তদের দিয়ে প্রমাণ নষ্টের চেষ্টা করেন শুভজিৎ সেন। গুরুতর অভিযোগ ওঠে নারকেলডাঙা থানার সাব ইন্সপেক্টর রত্না সরকারের বিরুদ্ধেও। অভিজিতের মাকে দিয়ে তিনি সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে ছিলেন ওই হোমগার্ডও। আগেই এই সব তথ্য উঠেছিল আদালতে। যা নিয়ে চাপানউতোরও কম হয়নি। এদিন ফের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক রোহন সিনহাকে। তাঁর সাফ কথা, ‘‘রক্ষকই যদি ভক্ষক হয় তাহলে সমাজ কী করবে! সমাজ অর্থাৎ আপনি-আমি।’’ প্রসঙ্গত, শুরুতে এই মামলার তদন্ত কলকাতা পুলিশ করলেও পুলিশের বিরুদ্ধেই গুরুতর অভিযোগ তুলে থাকে সরকার পরিবার। তাঁদের সাফ অভিযোগ, তদন্তে পক্ষপাতিত্ব করছে পুলিশ। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের কাছে।

মোদি বাংলায়, দিল্লিতে দিলীপ! নাড্ডা সাক্ষাতের পর শুধু চারটি শব্দ বললেন

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাইঃ প্রথম দফায় সর্বভারতীয় সভাপতির বাড়ি নির্ধারিত সময় পৌঁছে দেখা না পেলেও দ্বিতীয় দফায় প্রায় ৫০ মিনিট জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক করলেন দিলীপ ঘোষ। বৈঠক শেষ হওয়া মাত্রই বেরিয়ে গেলেন গাড়ি নিয়ে। তবে গাড়ির কাঁচ নামালেন না। কোনও প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না। কিছুটা এগিয়ে গাড়ির কাজ একটু নামিয়ে শুধু বললেন, খুব ভাল গল্প হয়েছে। ক্যামেরার সামনে সদা সাবলীল যে দিলীপ ঘোষ কখনও কোন প্রশ্নই পিছপা হন না, তিনি হঠাৎ মুখে কেন কুলুপ আঁটলেন? তবে কি আপাতত মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে? বাড়ছে চাপানউতোর। এদিকে এদিনই আবার বাংলায় এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি ভোটমুখী বাংলায় দলীয় সভা করারও কথা রয়েছে। শমীক থেকে শুভেন্দু, সকলেরই লোকেশন এখন দুর্গাপুর।

কিন্তু, দেখা গেল না দিলীপ ঘোষকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে দিলীপের দুর্গাপুর গমন নিয়ে চাপানউতোর কম হয়নি। এই শোনা যাচ্ছিল যাচ্ছেন, এই শোনা যাচ্ছিল যাচ্ছেন না। গত মঙ্গলবার যদিও দিলীপ নিজেই বলেছিলেন তিনি যাবেন। যদিও শেষ পর্যন্ত জানা গেল দিল্লি উড়ে যাচ্ছেন তিনি। যাওয়ার সময় আবার দুর্গাপুর নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছিলেন, ‘‘হয়তো পার্টি চায় না আমি যাই’’। তা নিয়ে জল্পনার পারদ চড়তে চড়তেই এবার একেবারে নাড্ডার সঙ্গে করে ফেললেন বড় বৈঠক। কিন্তু, বৈঠক নিয়ে বিশেষ কোনও কথা না বলাতেই বাড়ছে চাপানউতোর। আগামীদিনে সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার আশ্বাস দিয়েই কি দিলীপের মুখ বন্ধ করা হল? না কি দলের ঐক্যের আপাত ছবি ধরে রাখতেই দিলীপের মুখ বন্ধ করলেন নাড্ডা? প্রশ্ন ঘুরছেই। দিলীপ ঘোষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এই পরিস্থিতিতে কী হবে, তা নিয়ে দলের ভিতরে নানা অনুমান চলছে। আদি-নব্য দ্বন্দ্ব এবং দিলীপ ঘোষের সঙ্কটে পড়া, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে বিজেপি খুঁটি শক্ত করার জন্য দিলীপ ঘোষ অনেক কিছু করেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর নিজস্ব দলের মধ্যে এভাবে অবহেলা কিংবা রাজনৈতিক একক কর্তৃত্বের অভাব প্রকাশ পেলে, তা দলের ঐক্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

২০২৫ সালে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসের এক অপূর্ব সঙ্গম প্রত্যক্ষ করেছে দেশঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৮জুলাই ঃ চলতি বছর স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসের এক অপূর্ব সঙ্গম প্রত্যক্ষ করেছে দেশ। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার ভীত হল পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেওয়া। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা আমার সংস্কৃতি ও প্রকৃতির এবং আমার মতো কোটি কোটি দেশবাসীর সংস্কৃতি ও প্রকৃতির একটি অংশ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে মর্যাদাপূর্ণ স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫ পুরস্কার প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টারও উপস্থিত ছিলেন।টানা অষ্টমবার স্বচ্ছ শহরের খেতাব জিতল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর। এবার দ্বিতীয় হয়েছে গুজরাটের সুরাট এবং তৃতীয় মহারাষ্ট্রের নভি মুম্বই। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার মর্যাদাপূর্ণ স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫ পুরস্কার প্রদান করেছেন। ইন্দোর টানা অষ্টমবারের মতো ভারতের সবচেয়ে স্বচ্ছ ও পরিস্কার শহরের খেতাব জিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক স্বচ্ছতা সমীক্ষায় সুরাট দ্বিতীয় এবং নভি মুম্বই তৃতীয় স্থানে রয়েছে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু এদিন বলেছেন, যে কোনও জিনিস ন্যূনতম পরিমাণে ব্যবহার করা, বারবার ব্যবহার করা, পুরনো হয়ে গেলে একই জিনিস অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা এবং ফেলে দেওয়া এবং নষ্ট করা এড়িয়ে চলা আমাদের জীবনধারা।রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সফল স্টার্ট-আপগুলি আবির্ভূত হচ্ছে, জেনে আমি আনন্দিত। শূন্য বর্জ্য উপনিবেশগুলি ভালো উদাহরণ স্থাপন করছে। স্কুলে পড়া শিশুরা বাড়িতে বয়স্কদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার পাঠ দিচ্ছে। স্বচ্ছতার ওপর জোর দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছি। কিন্তু আমাদের এখনও অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। প্লাস্টিক এবং ইলেকট্রনিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ করা এবং এগুলির কারণে সৃষ্ট দূষণ রোধ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়।

ডিজিটাল গ্রেফতারি এবং বিনিয়োগ প্রতারণার মামলায় সাফল্যের দাবি হাওড়া সিটি পুলিশের

হাওড়া, ১৮ জুলাই ঃহাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানা দুটি বড় মামলায় বড় সাফল্য পেয়েছে। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশহাওড়া সিটি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, একটি ডিজিটাল গ্রেফতারের অভিযোগ ছিল এবং আরেকটি বিনিয়োগে প্রতারণা। সম্প্রতি সাইবার ক্রাইম থানার একটি দল দিল্লি এবং কানপুর, উত্তর প্রদেশে অভিযান চালিয়েছে এবং এই প্রতারণাগুলির সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। উদ্ধার হয়েছে প্রতারণায় ব্যাবহৃত মোবাইল ও সিম কার্ড। বর্তমানে ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চলছে এবং খতিয়ে দেখা হচ্ছে এই প্রতারণাগুলির সঙ্গে আরও কারা জড়িত আছে।

শ্রাবণী মেলার বিশেষ ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ আসানসোল বিভাগের তালওয়া বাজার স্টেশনে নিম্নলিখিত শ্রাবণ মেলা বিশেষ ট্রেনগুলির অতিরিক্ত স্টপেজ দিতে শুরু করল। পূর্ব রেল সূত্রে শুক্রবার এ খবর জানা গিয়েছে। ০৩১৫৭ মধুপুর - বেনারস শ্রাবণী মেলা স্পেশাল এবং ০৩১৫৮ বেনারস - মধুপুর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল তালওয়া বাজার স্টেশনে পৌঁছাবে যথাক্রমে ১৩ঃ০০ টায় এবং ১২ঃ৩৬-এ। যথাক্রমে দুটি ট্রেনই তালওয়া বাজার স্টেশনে ০১ মিনিটের জন্য থামবে। ০৫৫৯৭ জয়নগর - আসানসোল শ্রাবণী মেলা স্পেশাল এবং ০৫৫৯৮ আসানসোল - জয়নগর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল তালওয়া বাজার স্টেশনে পৌঁছাবে ০৮ঃ২৪ টায় এবং ১৪ঃ৫৫-তে। এই দুটি ট্রেনই তালওয়া বাজার স্টেশনে ০১ মিনিটের জন্য থামবে বলেন।

রজার বিন্নির জন্মদিন

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ রজার মাইকেল হামফ্রে বিন্নি। জন্মঃ১৯ জুলাই ১৯৫৫। তিনি একজন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। ১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ এবং ১৯৮৫ সালের ক্রিকেট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। দুটো টুর্নামেন্টেই ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী ছিলেন। তিনি ২০০০ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের প্রধান কোচও ছিলেন এবং জাতীয় নির্বাচক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া তিনি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের একজন উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করেছেন।

রায়পুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি যুব কংগ্রেস নেতা আশীষ শিন্ডের উপর আক্রমণ

রায়পুর, ১৮ জুলাই ঃ রায়পুরের কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি যুব কংগ্রেস নেতা আশীষ শিন্ডে এবং আরও এক বন্দির উপর আক্রমণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কারাগারের ভেতরে বিচারাধীন বন্দিদের সঙ্গে বিরোধের সময় এই ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত হন আশীষ। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কারাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিরোধের সময় এক বন্দি তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শিন্ডের মুখ, হাত এবং বুকে গুরুতর আঘাত লেগেছে। কংগ্রেস নেতা কে কে শ্রীবাস্তবকে সাহায্য করার অভিযোগে আশিষ শিন্ডে কারাগার বন্দি, যিনি আগেই পলাতক ছিলেন। শ্রীবাস্তব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের ঘনিষ্ঠ বলে মনে করা হয়েছে। তার

আবার শুরু অমরনাথ যাত্রা, ষোড়শ দল রওনা দিল জম্মু থেকে কড়া নিরাপত্তায়

শ্রীনগর,১৮জুলাইঃ জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া বিঘ্ন ঘটালেও থামানো যায়নি ভক্তি ও বিশ্বাসের পথ। একদিনের বিরতির পর ফের শুরু হলো অমরনাথ যাত্রা। শুক্রবার ভোরে জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ষো।শ দল রওনা দিল পবিত্র অমরনাথ গুহার উদ্দেশে। এই দলে রযেছেন ৭ হাজার ৯০৮ জন তীর্থযাত্রী। দীর্ঘ অপেক্ষার পর, ফের একবার যাত্রাপথে মানুষের ঢল।সূত্র অনুযায়ী, এই যাত্রীরা ৩৩৫টি গাড়িতে চড়ে রওনা দেন। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁদের গন্তব্য কাশ্মীরের পহেলগাম ও বালতাল বেস ক্যাম্প। আবহাওয়া কিছুটা উন্নতি করায় শুক্রবার সকাল থেকেই ফের চেনা গতিতে শুরু হয়েছে বার্ষিক এই ধর্মীয় যাত্রা।এর আগে, বৃহস্পতিবার প্রবল বৃষ্টির কারণে শ্রী অমরনাথজি যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পহেলগাম ও বালতাল, দুই মূল বেস ক্যাম্প থেকেই কোনও তীর্থযাত্রীকে গুহার দিকে যাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়নি।কাশ্মীরের বিভাগীয় কমিশনার বিজয় কুমার বিধুরী জানিয়েছিলেন, ক্রমাগত বর্ষণের ফলে যাত্রাপথের কিছু অংশে ক্ষতি হয়েছে। সেখানে জরুরি মেরামতের প্রয়োজন ছিল। নিরাপত্তা ও যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই বৃহস্পতিবারের জন্য যাত্রা বন্ধ রাখা হয়।তবে শুক্রবার সকাল থেকে আকাশ পরিস্কার হওয়ায় প্রশাসনের তরফে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গেই জম্মুর ভগবতী নগর থেকে পুনরায় শুরু হয় যাত্রা।শ্রী অমরনাথ যাত্রা ভারতের অন্যতম পবিত্র হিন্দু ধর্মীয় তীর্থযাত্রা। প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্ত এই গুহা মন্দিরে পাড়ি দেন বরফে গঠিত শিবলিঙ্গ দর্শনের জন্য। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই যাত্রার মাহাত্ম্য এতটাই গভীর যে মানুষ থামেন না।চলতি বছরেও ব্যতিক্রম নয়। আবহাওয়া বারবার বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু ভক্তদের উৎসাহে তার প্রভাব পড়েনি। ২৯ জুন শুরু হওয়া এই যাত্রা শেষ হবে ১৯ আগস্ট, রাখি পূর্ণিমার দিন।প্রশাসনও সবরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন রয়েছে গোটা যাত্রাপথে। প্রতি বছর কিছু না কিছু আতঙ্ক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাত্রায় বাধা দেয়। তাই এই বছর প্রস্তুতি আরও বেশি সুসংগঠিত ও পদ্ধতিগত।যাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিশ্রামাগার, খাবার সরবরাহ, মেডিকেল ক্যাম্প এবং পর্যাপ্ত ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।এদিন, ষোড়শ দলের যাত্রা ঘিরে জম্মুর যাত্রী নিবাস চত্বরে উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে। অনেকেই বলছেন, গত যখন জানানো হয়েছিল যাত্রা বন্ধ থাকবে, তখন খুবই মন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু আজ যখন আবহাওয়া একটু ভালো হযেছে এবং যাত্রা শুরু হযেছে, তখন তাঁরা ঈশ্বরের কৃপা বলেই মনে করছেন।এক তীর্থযাত্রী বলেন, আমরা বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম এই যাত্রার জন্য। গতকাল অনেকটাই হতাশ হয়েছিলাম। আজ সকালে যখন শুনলাম যাত্রা আবার শুরু হচ্ছে, তখন সত্যিই আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল।এভাবে বিশ্বাস আর নিষ্ঠার সমান্তরালে অমরনাথ যাত্রা যেন পরিণত হয়েছে জাতীয় ঐক্যের এক মহাউৎসবে। হিন্দু ধর্মের এই বার্ষিক পবিত্র যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের আবেগ, যারা বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসে অংশগ্রহণ করেন।প্রতিবছর এই তীর্থযাত্রাকে ঘিরে যেমন ধর্মীয় উন্মাদনা থাকে, তেমনই সরকারের কাছে এটি বিশাল এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। নিরাপত্তা, পরিবহন, স্বাস্থ্য এবং আবহাওয়ার অবস্থা-এই সব কিছুই যাত্রার সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত।এবছর যাত্রার প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে আবহাওয়া বেশ ভালো থাকলেও, গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাত যাত্রার উপর প্রভাব ফেলেছে। তবে প্রশাসন জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও আবহাওয়ার ওপর নজর রাখা হবে এবং প্রয়োজনে অস্থায়ী স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে, কিন্তু সমগ্র যাত্রা ব্যাহত হবে না।অমরনাথ যাত্রার পেছনে শুধু ধর্মীয় অনুভবই নয়, রয়েছে দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী জম্মু ও কাশ্মীরের স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্যও একটি বড় সুযোগ নিয়ে আসেন। পর্যটন, ছোট ব্যবসা, পরিবহন থেকে শুরু করে বহু মানুষ এই যাত্রার সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত। ফলে যাত্রা বন্ধ থাকলে তার প্রভাব শুধু ভক্তদের ওপর নয়, পড়ে হাজার হাজার স্থানীয় মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপরও।ফের শুরু হওয়া যাত্রা তাই শুধুই ধর্মীয় উৎসব নয়, এক সামাজিক স্বস্তির বার্তাও বয়ে আনছে। জম্মুর পথে নেমেছে পুলিশ, সেনা, প্রশাসনিক আধিকারিক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এক সম্মিলিত দল। তাঁদের চোখে শুধু দায়িত্ব নয, রয়েছে ভক্তদের প্রতি এক শ্রদ্ধাবোধ। এইভাবেই সব প্রতিকূলতা পেরিযে, ফের এগিয়ে চলেছে অমরনাথ যাত্রা। তীর্থযাত্রীদের মনেও জেগেছে নতুন আশার আলো। আবহাওয়া ভালো থাকুক, মেঘ কাটুক-এই প্রার্থনাতেই

কলকাতার হকারদের বড় স্বস্তি, মিলছে ছবিযুক্ত পরিচয় পত্রঃপুরসভার উদ্যোগে ফের নয়া দিশা

কলকাতা,১৮জুলাইঃকলকাতা শহরের বুকে ফুটপাথ আর হকারদের ইতিহাস যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পুজোর আগে সেই হকারদের জন্য এল বড় খবর। এবার ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র পেতে চলেছেন কলকাতার রাস্তার হকাররা। দীর্ঘদিনের দাবির পর অবশেষে কলকাতা পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বৈধভাবে বসা হকারদের সনাক্ত করতে এবং তাঁদের একটা নির্দিষ্ট পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র ইস্যু করবে। এই উদ্যোগ শুধু হকারদের সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিচয় নিশ্চিত করবে না, বরং শহরের ফুটপাথ ব্যবস্থাপনাতেও আনবে শৃঙ্খলা।পুরসভার এই প্রকল্প কার্যকর হতে চলেছে এই বছরের আগস্ট মাস থেকে। প্রথম ধাপে প্রায় ৯ হাজার হকারকে এই পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবে কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ টাউন ভেন্ডিং কমিটি এবং হকার পুনর্বাসন বিভাগ। পুরসভা সূত্রে জানানো হযেছে, দুর্গাপুজার প্রথম পর্যায়ের আগেই এই কাজটি শুরু করা হবে।এর পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ প্রেক্ষাপট। বিগত বছরগুলিতে ফুটপাথ দখল, যত্রতত্র হকার বসা এবং পথচলতি মানুষের চলাচলে সমস্যা হওয়ায় একাধিকবার প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। ২০২৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই হকারদের অনিয়ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফুটপাথ সাধারণ মানুষের জন্য ছেড়ে রাখতে হবে, আর যারা বেহাতভাবে জায়গা দখল করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী পুরসভা ও পুলিশ যৌথভাবে একাধিক উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল শহরের বিভিন্ন অংশে।এই ধরনের অভিযানে অনেক হকারের জীবিকা সমস্যায় পড়ে। তবে প্রশাসন জানিয়ে দিযেছিল, শুধুমাত্র যারা নিয়ম ভাঙছেন বা অবৈধভাবে বসছেন, তাঁদেরই উচ্ছেদ করা হবে। যাঁরা বৈধ এবং দীর্ঘদিন ধরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসছেন, তাঁদের প্রতি প্রশাসন সহানুভূতিশীল থাকবে।এমন পরিস্থিতিতে পরিচয়পত্রের এই উদ্যোগ হকারদের মধ্যে একটি স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি করেছে। এটি শুধু তাঁদের ‘ হকার’ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না, বরং ভবিষ্যতে কোনও ধরনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ বা পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াতেও এটাই হয়ে উঠবে প্রধান নথি।২০১৬ সালের কলকাতা পুরসভার একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, শহরে হকারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৪ হাজার। তবে বিভিন্ন হকার সংগঠন দাবি করে, এই সংখ্যা এখন ৬০ হাজারেরও বেশি। এত বড় সংখ্যার হকারকে একবারে নিযন্ত্রণে আনা বা পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব নয়। সেই কারণে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই পুরো প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে এগোবে।একটি সরকারি ডিজিটাল সমীক্ষার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রায় ১৫ হাজার হকারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁদের ছবি, আধার নম্বর ইত্যাদি ডিজিটাল রেকর্ডে রাখা হয়েছে। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে ৯ হাজার হকারকে পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। যাঁরা ইতিমধ্যেই সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন এবং সমস্ত নথি পূর্ণ করেছেন, তাঁরাই এই ধাপে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন।দ্বিতীয় ধাপে আরও ৬ হাজার হকারকে পরিচয়পত্র দেওয়া হবে, যা বছরের শেষদিকে বা আগামী বছরের শুরুতে হতে পারে। কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদের সদস্য দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, যাঁরা আইন মেনে ব্যবসা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। কিন্তু যাঁরা অবৈধভাবে ফুটপাথ দখল করে বসেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আবারও কড়া অভিযান চালানো হবে।এই ঘোষণার পর হকার সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে। কলকাতা স্ট্রিট ভেন্ডার্স ইউনিযনের এক নেতা জানিয়েছেন, আমরা বহুদিন ধরেই বৈধ হকারদের জন্য পরিচয়পত্রের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ স্বাগতযোগ্য। তবে যাঁরা এখনও সমীক্ষার আওতায় আসেননি, তাঁদের দ্রুত এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।তিনি আরও বলেন, একজন হকার দিনের পর দিন রোদে-বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ব্যবসা করেন। তাঁদের একমাত্র জীবিকা এটাই। অনেক সময় কোনও ধরনের কাগজপত্র না থাকায় তাঁরা প্রশাসনের চোখে 'অবৈধ' হয়ে পড়েন। এই পরিচয়পত্র তাঁদের সেই সমস্যার থেকে মুক্তি দেবে।ভ্ভএই উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার যেমন একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে হকারদের নিয়ে আসতে চাইছে, তেমনই নাগরিক জীবনও কিছুটা সহজ করতে চাইছে। কারণ, হকারদের আইনি স্বীকৃতি দিলে তাঁদের বসার স্থান নির্ধারিত হবে, যেখানে তাঁরা ব্যবসা করতে পারবেন। এর ফলে ফুটপাথে যত্রতত্র দোকান বসে যাওয়ার প্রবণতা রোধ হবে।তবে এর পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জও থাকছে। বহু হকার এখনো পর্যন্ত এই ডিজিটাল সমীক্ষার আওতায় আসেননি। অনেকেই গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে এসে হকারি করছেন, তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় নথি নেই। অনেকেরই আধার কার্ডে শহরের ঠিকানা নেই। এইসব সমস্যা দূর করে সকলকে একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিবন্ধিত করতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।এছাড়াও, হকারদের সংগঠনগুলির দাবি, পুরসভার পক্ষ থেকে একটি স্বচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক, যেখানে বলা থাকবে কে কোন এলাকায় বসবেন, কতটা জায়গা দখল করা যাবে, কোন সময়ে ব্যবসা করা যাবে ইত্যাদি। এতে করে হকারদেরও সমস্যা হবে না, আবার সাধারণ মানুষের পথ চলাও বাধা পাবে না।সব মিলিযে, কলকাতার হকারদের জন্য এই সিদ্ধান্ত এক নতুন দিগন্তের সূচনা বলেই মনে করছেন অনেকে। পরিচয়পত্রের মাধ্যমে যেমন তাঁদের জীবিকা কিছুটা সুরক্ষিত হবে, তেমনি প্রশাসনের চোখেও তাঁরা হবেন চিহ্নিত এবং নিযন্ত্রিত। শুধু পুজোর মরশুমে নয, ভবিষ্যতের শহর পরিকল্পনাতেও এই পদক্ষেপ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।এই উদ্যোগ যদি বাস্তবায়নে সফল হয, তাহলে অন্যান্য শহরও এই মডেল অনুসরণ করতে পারে। রাস্তার হকাররাও যে শহরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তা আবারও প্রমাণিত হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এখন দেখার, এই পরিকল্পনা কতটা দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কার্যকর করা যায, এবং সব হকারকে কত দ্রুত এই সুবিধার আওতায় আনা যায়।একজন হকারের কথায়, আজ আমরা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ব্যবসা করি, কাল কে জানে কোথায় থাকতে হবে! কিন্তু যদি আমাদের পরিচয়পত্র থাকে, তাহলে অন্তত এটুকু বিশ্বাস থাকবে যে আমরা এই শহরেরই একজন। এই শহরের ধুলো-মাটি-রোদ-বৃষ্টির মধ্যে আমাদেরও একটা স্বীকৃতি থাকবে।এই স্বীকৃতির সঙ্গেই কলকাতা এবার এগোচ্ছে আরও এক ধাপ আধুনিক ও মানবিক শহর হয়ে ওঠার পথে।

সরবরাহের নতুন উৎস আসার সঙ্গে সঙ্গেই অপরিশোধিত তেলের দাম কমবেঃহরদীপ পুরী

নয়াদিল্লি, ১৮জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী গত বৃহস্পতিবার তেলের দাম হ্রাসের সম্ভাবনার বিষয়ে আশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, তেলের দাম কমবে, কারণ সরবরাহের আরও উৎস আসছে। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত তেল আছে। মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন দেশ থেকে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ভারতের সক্রিয় কৌশল তুলে ধরে।সম্ভাব্য মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পুরী বলেন, আমি মোটেও চিন্তিত নই। যদি কিছু ঘটে, আমরা তা মোকাবেলা করব। তিনি আরও বলেন, এক দরজা বন্ধ হোতা হ্যায় তো দুসরা খুল জাতা হ্যায়। (যখন একটি দরজা বন্ধ হয় তখন আরেকটি দরজা খুলে যায়)।

গঙ্গার বেড়ে যাওয়া জলস্তর নিয়ে পর্যালোচনা করলেন জেলাশাসক

ভাগলপুর, ১৮ জুলাই ঃপবিত্র শ্রাবণ মাসে ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জে বাবা বৈদ্যনাথ ধামে আসা ভক্তদের ভিড়ের মধ্যে গঙ্গার জলস্তর বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে প্রশাসন সম্পূর্ণ সতর্ক।জেলাশাসক নব কিশোর চৌধুরী গত বৃহস্পতিবার মেলা এলাকা পরিদর্শন করেন এবং গঙ্গার জলস্তর বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। তিনি নগর প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ট্র্যাফিক নিযন্ত্রণের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।উল্লেখ্য, বিহারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বলব রয়েছে, মেলার মতো পবিত্র স্থানে নেশা করা হলে প্রশাসন ক।া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মদ নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে কঠোর হতে হবে।শ্রাবণী মেলা বিশ্বাস ও বিশ্বাসের প্রতীক, কিন্তু যদি নেশার এই ধরণের ঘটনা বারবার সামনে আসে, তাহলে মানুষ বিশ্বাসের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারে। প্রশাসনকে কেবল সতর্ক থাকতে হবে না, মদ নিষিদ্ধকরণ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কঠোর অবস্থান নিতে হবে।

টিআরএফকে নিষিদ্ধ ঘোষণা আমেরিকার, স্বাগত জানাল ভারত

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মহলে ফের মুখ পু।ল পাকিস্তানের। পহেলগামে জঙ্গি হামলায় জ।তি ‘ রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ (টিআরএফ)-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকা। লস্কর-ই-তইবার এই ছায়া সংগঠনটিকে ‘ জঙ্গি গোষ্ঠী’র তকমা দেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে নয়াদিল্লি। এর ফলে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা আরও মজবুত হবে বলে ভারতের তরফে জানানো হয়েছে।মার্কিন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে শুক্রবার ভারতের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং জঙ্গি কাঠামো ধ্বংস করতে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার প্রযোজনীযতার উপর জোর দিয়ে আসছে ভারত। টিআরএফ-কে জঙ্গি তালিকাভুক্ত করা একটি সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে গভীর সহযোগিতার প্রতিফলন।

আবগারি কেলেঙ্কারির তদন্তে ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ইডি-র হানা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেলের বাড়িতে ইডি-র হানা। শুক্রবার সকালে তাঁর ছেলে চৈতন্য বাঘেলের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে এই তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। অভিযোগ, এক মদ সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন চৈতন্য।জানা গিয়েছে, ছত্তিশগড়ের ভিলাই শহরে চৈতন্য বাঘেলের যে বাড়িতে তিনি এবং তাঁর বাবা ভূপেশ বাঘেল একসঙ্গে থাকেন, সেই বাড়িতে শুক্রবার তল্লাশি চলে। তদন্তকারীদের দাবি, মামলায় নতুন

মনোনয়ন ঘিরে সংঘাত, সমবায় নির্বাচনে একতরফা জয় তৃণমূলের

বাঁকুড়া, ১৮ জুলাই ঃ জেলার একের পর এক সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিরোধীশূন্য জয় তৃণমূলের। প্রশাসনিক পক্ষপাত, সন্ত্রাস এবং বিরোধীদের মনোনয়ন জমা না দিতে দেওয়ার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জেলা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পুরনো ছবি ফিরে আসছে বলেই অভিযোগ বিরোধীদের। বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসের দাবি সমবায় সমিতিগুলিতে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলছেন, নির্দল প্রার্থীরাও নাম তুলতে পারেননি। উল্টো দিকে শাসকদলের দাবি, তাঁদের উন্নয়নমূলক কাজ দেখে প্রার্থী ও প্রস্তাবকই পাচ্ছে না বিরোধীরা।বিগত ১৫ জুলাই জয়পুর ফারমার্স সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালন সমিতির ২৯টি আসনে একটিও বিরোধী মনোনয়ন জমা না প।ায় বিনা প্রতিদ্বঃদ্বতায় জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, সন্ত্রাস করে বিরোধীদের মনোনয়ন করতে দেয়নি তৃণমূল। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে এর জবাব দেবে মানুষ। তৃণমূলের জয়পুর ব্লক সভাপতি কৌশিক বটব্যাল বলেন, সব আসনের জন্য যথেষ্ট প্রার্থী ও প্রস্তাবক না পাওয়ায় বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি। তিনি দাবি করেন, জয় উন্নয়নেরই প্রমাণ।বামেদের অভিযোগ, ভোটে দাঁড়াতে না দেওয়ার ভয় দেখানো হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যর পর এবার সমবায় ব্যবস্থাকে কবজা করছে তৃণমূল। অন্যদিকে জয়লাভের পর বিজয় মিছিলে সবুজ আবিরে মেতে ওঠেন তৃণমূল কর্মীরা। ব।জোড়া ব্লকের পখন্না সমবায় সমিতির ৯টি আসনেও একই ছবি। সেখানে একটিও বিরোধী মনোনয়ন জমা না পড়ায় সব আসনেই জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। সিপিএম নেতা মনোরঞ্জন দে এবং বিজেপি নেতা ধনঞ্জয় গরাইয়ের অভিযোগ, মনোনয়ন জমার দিন সকলকে না জানিয়ে তৃণমূল নিজেদের মতো মনোনয়ন জমা দিয়ে নিয়েছে। ভোট হলে ফল অন্যরকম হতো, বলছেন তাঁরা। তালডাংরা কৃষি উন্নয়ন সমবায়ের ৯টি আসনেও তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী। সেখানে ২০১৯ সালের পর এই প্রথম নির্বাচন। এবারের জয়কে ভবিষ্যতের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি বলেই মনে করছে ঘাসফুল শিবির।বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের উত্তরবা। অঞ্চল সমবায় সমিতির ৫৯টি আসনেও একক আধিপত্য তৃণমূলের। অভিযোগ, বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দেওয়ার সুযোগই পাননি। জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, এটা উন্নয়নের জয়। ২০২৬-এ বিষ্ণুপুর মহকুমার ছয়টি আসনে জয়ের বার্তা দিল এই সাফল্য। অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সৌগত পাত্র বলেন, মনোনয়ন জমা না করতে দিয়ে ভোট বলে চালাচ্ছে তৃণমূল। গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করেছে। জবাবে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায়ের বক্তব্য, নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই দিনটি বিভিন্ন সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ হবে। এই দিন আপনি আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন এবং এটি আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে। আপনার শক্তির স্তর তুঙ্গে থাকবে, যা আপনি আপনার কাজে বা যে কোনও নতুন প্রকল্পে কাজে লাগাতে পারেন। বিবাহের যোগ।

বৃষঃবৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই দিনটি অনেক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসতে চলেছে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি ভাগ করে নিতে প্রস্তুত হবেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ধারণাগুলি সঠিক ভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে।

মিথুনঃএই দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা বিশেষ ভাবে শক্তিশালী হবে, যা কথোপকথনের সময় উপকারে আসবে। শুভ দিন।

কর্কটঃআজকের দিনটি কর্কট রাশির জাতক-জাতিকার জন্য শুভ দিন হতে চলেছে। আপনার সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময় আপনাকে আনন্দ দেবে। এই দিন আপনার সংবেদনশীলতা এবং মানসিক গভীরতা আপনার কাজ এবং কথোপকথনে দৃশ্যমান হবে।।

সিংহঃআজকের দিনটি বিভিন্ন সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি দিয়ে যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে সক্ষম হবেন।

কন্যাঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। তাই মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। নিজের উপর আস্থা রাখতে হবে এবং নিজের মনের কথা শুনতে হবে। কারণ এটি আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। বিবাহের যোগ হবে না ।

তুলাঃআজকের দিনটি তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মানসিক শান্তি রক্ষার দিন। আপনি আপনার অনুভূতিগুলি ভাল ভাবে বুঝতে পারবেন এবং অন্যদের সঙ্গে আরও ভাল ভাবে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারবেন। বিবাহের যোগ হবে।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী হবে এবং দলগত ভাবে কাজ করলে আপনি আরও সফল হতে পারবেন।। সংসারে শান্তি হবে

ধনুঃবিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে।

মকরঃমকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। আপনার কেরিযারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আসতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেয়ে আপনি খুশি বোধ করবেন। সংসারে শান্তি হবে

কুম্ভঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর আইটেমগুলিতে অর্থ ব্যয় করে আপনি অবশ্যই আজ আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হবেন তবে এটি আপনাকে ভবিষ্যতের অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচাবে।শুভদিন।

মীনঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। গার্হস্থ্য জীবন থাকবে শান্তিপূর্ণ এবং প্রশংসার যোগ্য। করার

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।শুক্র বার সকালেও আকাশ মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বেশ কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবি ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

তাপমাত্রা- ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতাংশ এবং ৭৮সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৭.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার- সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট । ভাটা- দুপুর ০৩টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২৪মিনিটে

চুঁচুড়ার দাসপাড়ায় মানুষের কঙ্কাল উদ্ধারে চাঞ্চল্য

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, ১৮ জুলাই ঃ চুঁচুড়া পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের দাসপাড়ায় মানুষের কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুরসভার সাফাই কর্মিরা ডাস্টবিন পরিস্কার করতে গিয়ে দেখে প্লাস্টিক মোড়ানো হাড় খুলি সমেত কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে,এলাকায় মানুষের ভীড় জমে যায়। চুঁচুড়া থানার পুলিশ গিয়ে কঙ্কাল উদ্ধার করে। কে কঙ্কাল ফেলে গেলো তা জানা যায়নি। এলাকায় কোনো সিসি ক্যামেরা নেই তাই কখন এই কঙ্কাল ফেলা হয়েছে তাও বোঝা যায়নি। স্থানীয়রা জানান,এলাকায় কেউ মারা গেছে এমন খবর নেই।ওয়ার্ডের বাইরে থেকে কেউ ফেলে গেলো কিনা তা দেখছে পুলিশ।চিকিৎসা বিজ্ঞানের পড়াশোনার জন্য কঙ্কাল প্রয়োজন হয়। উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল যেহেতু পুরোনো তাই এই কঙ্কাল সেই রকম কোনো কাজে ব্যবহার করার জন্য আনা হয়েছিল কিনা তা তার খোঁজ নিচ্ছে পুলিশ। জানা গেছে,কঙ্কালের ফরেনসিক পরীক্ষা হবে।

জয়নগরে বাড়িতে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত এক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৮ জুলাই ঃ জয়নগরে বাড়িতে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত এক। জয়নগর বিধানসভার গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের বকুলতলা থানার অন্তর্গত পূর্ব রঘুনাথপুর হানারবাটি সেখ পাড়া গ্রামে মঙ্গলবার দুপুরে কালাম শেখের বাড়িতে বোমা তৈরির সময় আচমকা বিস্ফোরণ ঘটেছিল।আর সেই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিল কালাম শেখ ও তার স্ত্রী মানসুরা বিবি সহ এক আত্মীয় ভাই আনিছ শেখ অরফে বাপি।তিন জনই গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলো কলকাতার পিজি হাসপাতালে।কিন্তু শুক্রবার সকালে আনিস সেখের মৃত্যু ঘটে। মৃতদেহ শুক্রবার ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।এদিকে কালাম শেখের অবস্থা সংকটজনক।তবে মানসুরার অবস্থা মোটামুটি।বৃহস্পতিবার সেই কালাম শেখের বাড়ি সংলগ্ন জায়গায় বোমার খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে বকুলতলা থানার পুলিশ।যদিও এই ঘটনাটি নিয়ে সিপিএম, বিজেপি সহ বিরোধী দল গুলি তৃনমূল কংগ্রেসকে এর জন্য দায়ী করেছে।তবে স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি তৃনমূল কংগ্রেসের হারুণ রশিদ মোল্লা তাদের বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচিতে সচেতনতা শিবির কাঁলেখাতলা এলাকায়

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৮ জুলাই ঃ পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পূর্বস্থলী থানার উদ্যোগে সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচির আওতায় এক সচেতনতা মূলক র‍্যালি ও আলোচনা শিবিরের আয়োজন করা হয় কাঁলেখাতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (আইসি) প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুমিতা কর দাস, বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষিকা সহ আরো অনেকে।অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয, যেখানে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং পুলিশ প্রশাসনের সদস্যরা।র্যালি কাঁলেখাতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে জামালপুর মোড় বাজার পর্যন্ত গিয়ে সচেতনতা বার্তা ছড়িয়ে দেয়। প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে পথচলতি মানুষজনকে সড়ক নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক বিধিনিষেধ মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয়। র‍্যালির শেষে বিদ্যালয় চত্বরে আয়োজিত হয় এক আলোচনা সভা, যেখানে বক্তারা সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ প্রকল্পের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। পথ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে হেলমেট, সিট বেল্ট ব্যবহারের গুরুত্ব, ট্রাফিক নিয়ম মানার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝেও সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন।অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও জন সচেতনতামূলক। ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদী আয়োজকরা।

পূর্বস্থলী কলেজে সাড়ম্বরে পালিত হলো অরণ্য সপ্তাহ

পূর্বস্থলী,১৮ জুলাই ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পূর্বস্থলী কলেজ প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে পালিত হলো অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠান। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ বিভাস চন্দ্র সাহা, কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্যামসুন্দর ব্যানার্জি, স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান সম্প্রীতা রাজবংশী, সহ আরও বহু বিশিষ্ট অতিথি।এই উপলক্ষ্যে কলেজ চত্বরে গাছের চারা রোপণ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত হয় একটি আলোচনা সভা, যেখানে বক্তারা বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও শিক্ষামূলক, যা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে দায়বদ্ধতা ও আগ্রহ সৃষ্টি করে। সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা নিয়ে এই কর্মসূচি শেষ হয় একযোগে গাছ লাগিয়ে এবং পরিবেশ রক্ষার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে।

রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় মৃত পথচারী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুলাই ঃ হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে হাটে এসে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় মৃত পথচারী। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ। শুক্রবার সকালে হাট চলাকালীন ওই ব্যক্তি রাস্তা পারাপার করছিলেন বলে জানা গেছে। সে সময় একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অঙ্কুরহাটিতে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে রাস্তার ধারে এদিন শুক্রবার হাট চলছিল। সকালে ওই ব্যক্তি হাটে এসে রাস্তা পারাপার করার সময় এক লরি এসে তাঁকে ধাক্কা মারে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। দুর্ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় মানুষ ওই অঞ্চলে ট্রাফিক সিগন্যালের দাবি জানান।জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বানিয়ে সরকারি প্রকল্পের প্রতারণার অভিযোগ কুলতলিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১৮ জুলাই ঃ এবার ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি করে সরকারি প্রকল্পে প্রতারণার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো কুলতলিতে।সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে জীবিত

মহিলাকে মৃত দেখানো হয়েছে।ওই মহিলার নামে ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে তা সরকারি দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে বলে ও অভিযোগ।অভিযোগ,এর পিছনে আছে কুলতলির কীর্তনখোলার বাসিন্দা সাহাদুল লস্কর। তিনিই ওই জাল সার্টিফিকেট বার করেন বলে দাবি করেছে ওই মহিলার পরিবার।কুলতলি ব্লকের কুন্দখালি গোদাবর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সাবানা নস্করের নামে গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে একটি ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয় বলে অভিযোগ।অথচ ওই মহিলা গোপালগঞ্জের বাসিন্দা নন। তার পরেও কী ভাবে ওই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা।তবেএ ব্যাপারে সাবানার বাবার দাবি, কৃষক বন্ধু প্রকল্পের অধীনে ২ লক্ষ টাকা এক কালীন সাহায্য পেতে নকল নথি জমা দেওয়া হয় কুলতলির এডিও অফিসে। জমা দেওয়া নথিগুলির মধ্যে আধার বাদে সবই জাল। এমন কী সাবানার নামে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে বলে ও অভিযোগ করেন তিনি।জানা যায়, সাবানার বাবা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তাঁর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানায় ট্রান্সফার করতে চেয়েছিলেন।তখনই তিন জানতে পারেন যে তাঁর মেয়ের নামে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়ে গিয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং সাবানার বাবার নাম একই। তবে তাঁদের দু'জনের বুথ নম্বর এবং পিতৃ পরিচয়ের মধ্যে ফারাক রয়েছে।এ ব্যাপারে শুক্রবার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিমল সরদার বলেন,এইভাবে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা নয়।তাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।একই কথা বলেন, কুলতলি ব্লকের এডিএলআর ও সৌরভ পাড়িয়া।তিনি বলেন,বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। এই নিয়ে তদন্ত চলছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।তবে সাবানার পরিবারের অভিযোগ,এই নিয়ে কুলতলি থানায় এবং কুলতলি বিডিও অফিসে জানানো হলেও শুরুতে তাঁদের কথার কোনো আমল দেওয়া হয় নি। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে অভিযুক্ত এবং জড়িতদের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।এব্যাপারে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিলেন।

পেশায় অটো চালক এক ব্যক্তিকে সাইবার জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পাণ্ডুয়া হুগলি, ১৮ জুলাই ঃ সাধারণ ভাবে দেখলে তফা খুঁজে পাওয়া কঠিন। একমাত্র খুঁটিয়ে দেখলেই হয়তো চোখে পড়বে তফাত। এই ভাবেই পাতা ফাঁদে পা দিয়ে দিয়ে হাজার হাজার টাকা খুইয়েছেন অনেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রল করতে করতে ভেসে আসা প্রতিষ্ঠিত ই-কমার্স সাইটের লোভনীয় বিজ্ঞাপনে ক্লিক করলেই সর্বনাশ। অভিযোগ, হুগলির পাণ্ডুয়ার এক বাসিন্দা এই ভাবেই পেতেছিলেন প্রতারণার ফাঁদ। পেশায় অটো চালক ওই ব্যক্তিকে সাইবার জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাঁর নাম মহম্মদ আফসার। তিনি পাণ্ডুয়ার শেখপুকুর বালি খাদ এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে বছর ছাব্বিশ বয়সি মহম্মদ আফসারকে অনলাইন সাইবার প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে পান্ডুয়া থানার পুলিশ। তাঁকে পান্ডুয়ার সামন্ত গলি এলাকায় একটি আবাসন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনতলা বাড়ির দোতলার ঘরে ঘর ভাড়া নিয়ে চলত অভিনব উপায়ে সাইবার প্রতারণা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ধৃত ওই ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির অনলাইন মার্কেটিং-এর ওয়েবসাইট-এর ক্লোন তৈরি করেছিল। তার পর তিনি সেটাকে নিজের ফেসবুকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করেন। যাতে সাধারণ মানুষ ওই অনলাইন সাইটে কেনাকাটা করতে ক্লিক করেন । তার মাধ্যমেই ধৃত ব্যক্তি বিভিন্ন মানুষের ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ডের সমস্ত তথ্য পেয়ে যেতেন বলে জানা গিয়েছে। পরবর্তীতে সেই তথ্য কাজে লাগিয়ে প্রতারিত ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ টাকা তুলে নেওয়া হতো। প্রায় দু'মাস ধরে এই কারবার চালাচ্ছিল আফসার। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৩ টি সিম কার্ড, ৮টা ব্যবহার করা মোবাইল, চারটি অব্যবহৃত মোবাইল এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, উচ্চমাধ্যমিক পাস করে অটো চালাতেন আফসার। পরে অটো চালানো বন্ধ করে রংয়ের কাজ শুরু করে। গত তিন মাসে তাঁর জীবন যাপনে ঘটেছিল আমূল পরিবর্তন। এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, কী ভাবে আফসার এই অনলাইন প্রতারণা চালাত তার উত্তর খুঁজছে পুলিশ। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার জানান, ' সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে একটি বাড়িতে সন্দেহজনক কিছু কারবার চলছে। সেখানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রথমে একজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।' তদন্ত করে জানা যায়, একটি নামী কোম্পানির ওয়েবসাইট নকল করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তার বিজ্ঞাপন দেয় প্রতারক। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করায় বেশ কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করে ওই ব্যক্তি। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

নাবালিকা নির্যাতনের দু'টি ঘটনায় ২০ ও ১০ বছরের সাজা ঘোষণা ডায়মন্ড হারবার আদালতের

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ১৮ জুলাই ঃ এবার নাবালিকা নির্যাতনের দুটি পৃথক ঘটনায় সাজা ঘোষণা হল দুই অভিযুক্তের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় বছরখানেক আগে ও উস্তিতে ১০ বছর আগে নাবালিকা নির্যাতনের দু'টি ঘটনা ঘটেছিল। ডায়মন্ড হারবার ফাস্ট ট্র্যাক আদালত ফলতার ঘটনায় অভিযুক্তকে ২০ বছর ও উস্তির ঘটনায় অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রমকারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে।এক বছর আগে ফলতায় গৃহশিক্ষিকার বাড়িতে টিউশন পড়তে গিয়েছিল তিন নাবালিকা।অভিযোগ,ওই গৃহশিক্ষিকার অনুপস্থিতিতে তাঁর ছেলের হাতে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল ওই ছাত্রীদের। ঘটনার কথা প্রকাশ করলে নির্যাতিতা নাবালিকাদের ভিডিও ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে। প্রাণহানির হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। ওই নাবালিকারা বাড়িতে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলে। এরপর পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়।তদন্তে নেমে পুলিশ ২২ বছরের দীপাঞ্জন দাসকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে, ১০ বছর আগের অন্য একটি ঘটনায় উস্তিতে মাঠে গরু চড়িয়ে ফেরার সময় যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এক নাবালিকা।আর অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অভিযুক্ত সইফুদ্দিন মোল্লা ওরফে বাবুলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন মামলার শুনানি চলার পর এদিন রায় দেওয়া হলো।পুলিশ, আইনজীবী ও ট্রায়াল মনিটরিং সেলের তৎপরতায় নাবালিকা নির্যাতনের এই দু'টি ঘটনায় সাজা ঘোষণা হওয়ায় খুশি নির্যাতিতাদের পরিবার ও স্থানীয় মানুষজন।ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিতুন কুমার দে সাধারণ মানুষজনের কাছে আবেদন জানান, এ ধরনের নারী নির্যাতনের কোনও ঘটনা ঘটলে সামাজিক লজ্জা ও ভয় না করে দ্রুত যেন স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।সেক্ষেত্রে পুলিশ অভিযোগ কারীদের সমস্ত গোপনীয়তা বজায় রেখেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবে।শুক্রবার সরকারি আইনজীবী দিবাকর পাখিরা ও কামাল শাহ জানান, ফলতায় পকসো মামলায় নির্যাতিতা তিন নাবালিকার পরিবারকে সাড়ে চার লাখ টাকা করে এবং বাকি দু'জনের পরিবারকে ৭৫ হাজার টাকা করে সরকারকে ক্ষতি পূরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এ দিকে উস্তির ঘটনায় সেসময় পকসো আইন চালু না থাকায় তৎকালীন আইন মেনেই বিচার প্রক্রিয়া চলে ও সাজা হয়।আর আইনের এই বিচারের খুশি নাবালিকাদের পরিবার।

উত্তর প্রদেশে উল্টে গেল স্কুল বাস

বিজনর, ১৮ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের বিজনর জেলার শেরকোটে একটি স্কুল বাস দুর্ঘটনার কবলে পরে। জানা গেছে, একটি গরুর গাড়িকে বাঁচাতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গর্তে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় প্রায় ১২ জন শিশু আহত হয়েছে, যার মধ্যে ৩ জন গুরুতর ভাবে আহত।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি স্কুলের বাস শিশুদের নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল। নয়াগাঁও এবং নন্দগাঁওয়ের মাঝামাঝি পৌঁছালে, সামনে থেকে আসা একটি গরুর গাড়িকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গর্তে উল্টে যায়। বাসটি খুঁটিটে ধাক্কা লাগার ফলে ১১ হাজার ভোল্টের লাইন ভেঙে যায় বাসের উপরে। লাইনে কোনও কারেন্ট না থাকায় বড়ো দুর্ঘটনা হয়নি। পথচারীরা আহত শিশুদের বাস থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে শিশুদের অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, বাসে একাধিক শিশু ছিল। বাসটির ফিটনেস ৫ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। অবহেলার জন্য বাস চালক অরবিন্দ কুমার এবং স্কুল অপারেটরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টির তদন্ত করছে।

শিমলার দুই এলাকা থেকে মাদক উদ্ধার গ্রেপ্তার ৪

শিমলা, ১৮ জুলাই ঃ হিমাচল প্রদেশের শিমলার দুই এলাকা থেকে মাদক (হেরোইন,গাঁজা) উদ্ধার করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে চারজনকে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে চৌপাল মহকুমার নেরভা থানা এলাকার। জানা গেছে ,গাড়ি তল্লাশির সময় দেইয়া কেঞ্চি এলাকায় বিশাল শর্মা (২৭) নামের এক যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় মাদক (১.৪৪ গ্রাম হেরোইন ও ২৮.৩১ গ্রাম গাঁজা)। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে, শিমলার ঠাকুর নিবাস এলাকায় গোপন সূত্রে হানা দিয়ে পুলিশ তিনজনের কাছ থেকে মাদক (৬.১৪০ গ্রাম হেরোইন) উদ্ধার করে। ধৃতদের নাম রবীন্দ্র কুমার, নবীন কুমার ও প্রিন্স ঠাকুর। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, কোথা থেকে এই মাদক আনা হচ্ছিল ও কার কাছে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানে জোর দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

রাজ্যের আবাসন প্রকল্প নিয়ে নেটিজেনদের কটাক্ষ

অশোক সেনগুপ্ত, কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ রাজারহাটে ৭ একর এলাকা জুড়ে বিশালাকার আবাসন তৈরি করছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন নিউটাউনে নিজন্ন-সুজন্ন আবাসন প্রকল্পের। শুক্রবার নেটনাগরিকদের একটা বড় অংশ এ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন সামাজিক মাধ্যমে। সঞ্জীব ঘোষ লিখেছেন, বাংলাদেশ থেকে আসা লোকেরা যাতে থাকতে পারে তারই ব্যাবস্থা করছেন আর কি। তাদের ভোটার কাড, আধার কার্ড সবিতো দিয়েছে, এটাই বাকি ছিল। দিলীপ কুমার লিখেছেন, সঞ্জীব ঘোষ একদম ঠিক। এটাই আসল লক্ষ্য। প্রদীপ দাস লিখেছেন, এইটা ঠিক বলেছেন, যা কিছু হবে সব কলকাতায় হবে । তবে এবার আর শেষ রক্ষা হবে না। সোমা কর্মকার পাল লিখেছেন, যাক্‌, শ্রী টা বাদ গেল তাহলে, এবাব থেকে ন্ন। অমিত কুমার দাস লিখেছেন, যাই তাই একটা নাম দিলেই হলো! এই টা বিভিন্ন স্কিম আনে যাতে পার্টির লোকগুলো টাকা মারতে পারে। সিন্ডিকেট রাজ চলবে ওখানে, লটারিতেও ঘাপলা হবে। প্রদীপ রাউথ লিখেছেন, দলের ছেলেদের ব্যবস্থা হবে। সঞ্জীব সরকার লিখেছেন, সব রোহিঙ্গাদের জন্য। বরুণ রায় লিখেছেন, আবার একটা সরকারি টাকার ঘাপলা করার ব্লুপ্রিন্ট। রুমা ভট্টাচার্য হালদার লিখেছেন, সব নিজেদের লোক পাবে কালো টাকা সাদা করে নেবে। প্রলয় মন্ডল লিখেছেন, বিহারীদের দখলে অর্ধেক চলে যাবে। দিলীপ কুমার লিখেছেন, বিহারি না, বাংলাদেশের দুধেলদের জন্য। পিনাকী ব্যানার্জী লিখেছেন, রোহিঙ্গাদের।

মেট্রো রেলওয়ে 'অনুবাদ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম' কর্মশালা আয়োজন করে

কলকাতা,১৮ জুলাই ঃ চলমান 'অনুবাদ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম'-এর অংশ হিসেবে কলকাতার মেট্রো রেলওয়েতে 'অনুবাদ ও ব্যাকরণ'-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ), ডঃ শ্যাম সুন্দর সাহু কর্মশালার অতিথি প্রভাষক ছিলেন। উল্লেখ্য, মেট্রো রেলওয়ের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগ কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০ দিনের 'অনুবাদের উপর ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম' আয়োজন করছে। আজ আয়োজিত এই কর্মশালার লক্ষ্য ছিল অনুবাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিবিড় ও ব্যাপক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। অতিথি বক্তা ডঃ শ্যাম সুন্দর সাহু মেট্রো রেলওয়ের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগের শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের সাথে অনুবাদ ও ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে এই বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান ভাগ করে নেন। বিষয়টি আলোচনা করার সময় তিনি অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন।অনুষ্ঠানে প্রবীণ রাজভাষা অধিকারী শ্রীমতী কিরণ বোসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা প্রদানের আমন্ত্রণটি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করার জন্য ডঃ সাহুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বেলুড় মঠ জেটিঘাট থেকে গঙ্গাবক্ষে নৌকা করে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিনব ২১শে জুলাইয়ের প্রচার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুলাই ঃ বেলুড় মঠ জেটিঘাট থেকে গঙ্গাবক্ষে দুটি নৌকা করে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিনব ২১শে জুলাইয়ের প্রচার, নেতৃত্বে বিধায়ক রানা চ্যাটার্জি। আগামী ২১শে জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহীদ সমাবেশের সমর্থনে অভিনব প্রচার এবার হাওড়ার বালিতে। বালির বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জী এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিকের উদ্যোগে শুক্রবার সকালে বেলুড় মঠ জেটিঘাট থেকে গঙ্গাবক্ষে দুটি নৌকা করে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিনব প্রচার হয়। গঙ্গার ধারে দাঁড়িযে থাকা মানুষজন বিধায়ককে এদিন স্বাগত জানান। বেলুড় মঠ থেকে বালি ব্রিজ পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে অভিনব এই প্রচার চলে এদিন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রাক্তন কাউন্সিলর বেবি প্রামাণিক এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি বলেন, একুশে জুলাই হাওড়ার বালি থেকেও হাজারে হাজারে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ধর্মতলার সমাবেশে প্রতি বছর যান। গঙ্গার এই পশ্চিমকুল হাওড়ার বেলুড় এবং বালি। এই এলাকার বহু মানুষ গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বসবাস করেন। তাদের কাছেও আমরা সবসময় পৌঁছতে পারিনা। তাই আমাদের এই অভিনব উদ্যোগ। গঙ্গাবক্ষে ২১শে জুলাই 'ধর্মতলা চলো'র প্রচার আমরা করলাম। বহু মানুষের যা উৎসাহ উদ্দীপনা আমরা পেলাম তাতে আমরা অভিভূত। ২০২৬ এ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ ২১ শে জুলাই। যেভাবে বিজেপি বাংলা বিরোধী এবং বাঙালি বিরোধী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে তাতে বাংলার মানুষ শপথ নিয়ে ফেলেছেন এবার অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ ধর্মতলা চলো'র সমাবেশে জমায়েত হবেন। হাওড়া থেকে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ ধর্মতলায় যাবেন এবং সেই মিছিলে বালিরও একটি বড় অবদান থাকবে। আজকের কর্মসূচিতে মানুষের যা সাড়া পেলাম তাতে আমরা নিশ্চিত যে ২১শে জুলাই বালি থেকে আমরা বড় সংখ্যক কর্মীদের জমায়েত নিয়ে যেতে পারব।

ডিজিটালি গ্রেফতারি এবং বিনিয়োগ প্রতারণার মামলার তদন্তে হাওড়া সিটি পুলিশের সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুলাই ঃ ডিজিটালি গ্রেফতারি এবং বিনিয়োগ প্রতারণার মামলার তদন্তে হাওড়া সিটি পুলিশের সাফল্য, দুটি ঘটনায় গ্রেফতার ২। সম্প্রতি সাইবার ক্রাইম থানার একটি দল দিল্লি, কানপুর এবং উত্তরপ্রদেশে অভিযান চালিয়ে ওই ঘটনার সাথে জড়িত দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার হয় প্রতারণায় ব্যাবহৃত মোবাইল ও সিম কার্ডস। বর্তমানে ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চলছে এবং খতিয়ে দেখা হচ্ছে এই প্রতারণাগুলির সাথে আরও কারা জড়িত আছে।জানা গেছে, সিবিআই অফিসার সেজে চারদিন ধরে এক মহিলাকে ডিজিটালি আটক করে ২৭ লক্ষ টাকার জালিয়াতির এক ঘটনায় পুলিশ উত্তরপ্রদেশের কানপুর থেকে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তের নাম বিশাল সিং। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি নর্থ (ডিডি) বিশপ সরকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, অভিযুক্তকে আট দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ২৭ লক্ষ টাকার মধ্যে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা বিশালের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। সে এই ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী। অন্য অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। ভুক্তভোগী এপ্রিল মাসে বি গার্ডেন থানায় যান। তিনি পুলিশকে জানান যে তিনি সাইবার জালিয়াতির শিকার। সিবিআই অফিসার সেজে অপরাধী ১৫ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁকে ডিজিটালি গ্রেফতার করে এবং অনলাইনের মাধ্যমে তার কাছ থেকে ২৭ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। এই চার দিন ধরে তাঁর মোবাইলের ভিডিও কল চালু ছিল। পুলিশ বিষয়টি সাইবার পুলিশ স্টেশনে পাঠা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়। পুলিশ একটি দল গঠন করে। যে অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করা হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা হয়। এরপর পুলিশের দল কানপুরে পৌঁছে অভিযুক্ত বিশাল সিংকে গ্রেপ্তার করে। এর পাশাপাশি অন্য একটি ঘটনায় কম টাকা বিনিয়োগ করে বেশি মুনাফা করার প্রলোভন দেখিয়ে এক মহিলাকে প্রতারণার ঘটনায .দিল্লির উত্তমনগর থানা থেকে প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের নাম সুরজি কুমার। অভিযুক্তকে ছয় দিনের রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ মামলার তদন্ত করছে। ডিসি আরও জানান, মার্চ মাসে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভিকটিমের

মোবাইল নম্বর যুক্ত করা হয়েছিল। এই গ্রুপে অনেক সদস্য ছিল। প্রতিদিন গ্রুপে কম বিনিয়োগ করে বেশি মুনাফা অর্জনের তথ্য দেওয়া হত। লাভের লোভে ওই মহিলা ৩৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। টাকা পাঠানোর পর, ভিকটিমকে গ্রুপ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রতারিত হওয়ার পর তিনি সাইবার থানায় পৌঁছে ঘটনাটি সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করেন। ভিকটিম দুই মাস পর অর্থাৎ মে মাসে অভিযোগ দায়ের করেন। যার কারণে তদন্ত দেরিতে শুরু হয়। এই মামলায় দিল্লির উত্তমনগর থেকে অভিযুক্ত সুরজি কুমারকে গ্রেফতার করা হয়। সুরজিতের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা গেছে। সে এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত এবং গ্রুপের অ্যাডমিনও ছিল। এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যাম। এই প্রতারণার ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই এই ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যাম ধরা হয়েছে। এই মামলার মোডাস অপারেন্ডি হল প্রতারিত একদিন দেখলেন তিনি একটি হোয়াটস অ্যাপে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। এটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। প্রতারকেরা যাদের টার্গেট করেছে তাঁদের ফোন নম্বর নিয়ে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ করে থাকে। সেই গ্রুপ চ্যাট হচ্ছে সেই গ্রুপ চ্যাট ফলো করে দেখলেন বহু লোকজন টাকা দিচ্ছে এবং তাঁরা রিটার্ন পাচ্ছেন। তদন্তে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে যারা চ্যাট করছে তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রতারক আছে এবং তাঁরা এই গ্যাংয়ের একজন সদস্য। এই দেখে প্রতারিত প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট বিনিয়োগ করতে থাকেন। সেখান থেকে বেশি সুদে রিটার্নও পেতে থাকেন। এরপর তিনি বেশি রিটার্ন পাওয়ার আশায় বেশি পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করতে থাকেন। একসময় উনি একটি ব্যাঙ্কে ৩৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। এরপর উনি আর সেই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের সদস্য আর থাকেন না। তাঁর সঙ্গে সমস্তরকম যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর উনি বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। হাওড়ার শিবপুরের বাসিন্দা ওই প্রতারিত আসেন সাইবার ক্রাইম থানায়। এরপর শুরু হয় তদন্ত। তিনি মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ওই টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে অভিযোগ করেন। সেই কারণে তদন্তে নেমে সমস্যায় পড়তে হয়। গোল্ডেন পিরিয়ডে কাজ করা যায় নি। সেই কারণে মাত্র কিছু টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সেই কারণে টাকা উদ্ধারের চেয়ে এই গ্যাংকে ধরার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়। তার ফলস্বরূপ এই প্রতারণার অভিযোগে সুরজিত কুমার (৩৫) নামের এক প্রতারককে দিল্লির উত্তমনগর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। সুরজিত স্বীকার করেছে তিনি এই গ্যাংয়ের সদস্য। এই গ্যাংয়ে কে বা কারা আছে তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুরজিত এই প্রতারণায় সরাসরি সুবিধাভোগী। পুলিশ ধৃতকে জেরা করে জানতে পেরেছে ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গিয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। আশা করা যায় এই টাকা প্রতারিতকে ফেরত দিতে পারা যাবে। একটি কোম্পানি চালাচ্ছিল যার মালিক ছিল সুরজি। এই কোম্পানির নাম করে ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যাম করে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২২৮, শনিবার, ২ শ্রাবণ ১৪৩২

কলকাতার পানীয় জল

কলকাতার শুরুতে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সেটা হল খাবার জল। কলকাতার এখানে সেখানে তখন পুকুরই ছিল জলের একমাত্র উৎস। কিন্তু সেই সব পুকুরের জলে প্রায়ই দূষিত হয়ে উঠত। সাহেবরা তাই খাবার জলের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। ১৭০৬ সালে কলকাতায় পাকাবাড়ি ছিল আটটা। কাঁচাবাড়ি ছিল আট হাজার। পুকুর ছিল সতেরটা। ১৭০৯ সালে লালদীঘি বা ট্যাঙ্ক স্কোয়ারকে ভাল করে কাটিয়ে সংস্কার করে কেল্লা আর কাছারির সাহেবেরা জলের ব্যবস্থা করে। তার আগে তারা জল খেত পুকুর আর গঙ্গা থেকে। শহর যত গড়ে উঠতে লাগল লোকসংখ্যা ততই বাড়তে লাগল। তাই শহরের নানা জায়গায় পুকুর কাটবার দায়িত্ব নিল শহর উন্নয়ন আর লটারি কমিটি। তৈরি হল কর্নওয়ালিশ স্কোয়ার বা হেদুয়া, ওয়েলিংটন স্কোয়ার বা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার বা গোলদীঘি, ওয়েলেসলি স্কোয়ার বা গোল তালাও। তবে আদি পুকুর লালদীঘি। লালদীঘির জলকে তখন লোকে বলত সাহেব পুকুরের জল। ১৮২০ সালে চাঁদপাল ঘাটে একটা পাম্প বসানো হয়েছিল। সেখান থেকে খোলা নর্দমার মধ্য দিয়ে জল সরবরাহ হত ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রীট, চিৎপুর, লালবাজার, বৌবাজারে। কলকাতার লোকেরা তখন কলসী নিয়ে নর্দমা থেকে জল তুলে বাড়িতে নিয়ে যেত। এছাড়া ভিস্তিওয়ালারা বাড়ি বাড়ি জল বেচতে যেত। বাড়ির গিন্নীরা জল কেনার আগে জেনে নিতেন সেই জল সাহেব পুকুরের কিনা। কারণ লালদীঘির জলই তখন ছিল সবচেয়ে ভাল। এদিকে ভিস্তিওয়ালারা বেশির ভাগ সময়েই ধর্মতলার নর্দমার জল ভরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত সাহেব পুকুরের জল বলে। সামান্য জল নিয়েও তখন জালিয়াতি চলত কলকাতায়। ১৮৪৮ সাল। কলকাতা তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভাল জলের সমস্যা তখনো মেটেনি। আইন তৈরি হল কলকাতায় জল সরবরাহ নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা পলতা থেকে কলকাতায় জল সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিলেন। কাজ শুরু হল। মাটির নীচে লোহার পাইপ বসল আর সেই পাইপ গেল ডালহৌসী স্কোয়ার, লালবাজার, ধর্মতলা, চৌরঙ্গিতে। পলতার ৭২০ একর জমিতে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হল। এটা অবশ্য ১৮৬৭ সালের কথা। পলতার জল থিতিয়ে সেই জল এসে জমা হত টালা আর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। ১৮৭০ সালে নানা পরীক্ষার পর কলকাতায় জল সরবরাহ শুরু হয়। তখন দৈনিক ষাট লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ হত। কলকাতার লোকসংখ্যা তখন ছিল ৬ লক্ষ ৩২ হাজার। প্রতি হাজার গ্যালনে জল কর ছিল দশ টাকা। জল সরবরাহ শুরু হতেই কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সিংহমুখওয়ালা কল বসে গেল। কল খুললেই জল। কলকাতার লোক অবাক হয়ে গেল। পলতার পরিকল্পনা তৈরি করেন পৌরসভার সেক্রেটারি ডব্লু- সি. ক্লার্ক। এরপর ১৯০৯ সালে টালার জলের ট্যাঙ্ক তৈরির কাজ শুরু হয়। ১৯১১ সালের ১২ জানুয়ারি ট্যাঙ্ক তৈরি শেষ হয়। কিন্তু জল সরবরাহ শুরু হয় ১৬ মে থেকে। টালার ট্যাঙ্ক তৈরি করতে খরচ হয়েছিল তেইশ লক্ষ টাকা। এই ট্যাঙ্কে ৯০ লক্ষ গ্যালন জল ধরে। এরপর ১৯২৩ সালে টালা পলতা জলসরবরাহ পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। কাজ শেষ হতে সময় লেগেছিল পনের বছর। আজও সেই টালার ট্যাঙ্ক কলকাতাবাসীদের পানীয় জল সরবরাহ করে চলেছে।

কঠিন হৃদয় আহত

অনেকেই বলেন স্যার আশুতোষ বাইরে যতটা রয়াল ভিতরে তিনি ততটা নরম প্রকৃতির বড় মনের মানুষ ছিলেন। পিতা হয়ে স্যার আশুতোষের হৃদয় প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করেছে কন্যার অকাল বৈধব্য । সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যত প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক তিনি তাঁর কন্যার আবার বিয়ে দেবেন। ক'জন জানেন ! সমাজ ও সময়ের বিরুদ্ধে গিয়ে বিধবা বড় মেয়ে কমলার আবার বিয়ে দিয়েছিলেন আশুতোষ ! সেই নিয়ে জল কম ঘোলা হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় তথা বাঙালি উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ কন্যা কমলার দ্বিতীয় বিয়েতে নাকি আসতে চেয়েছিলেন ! কিন্তু তিনিও সামাজিক ভাবে সেদিন বেশ বড় মাপের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাননি। বলা বাহুল্য গুরুদাসবাবুর গরহাজিরের বিষয়টি মোটেও আশুবাবু ভাল চোখে নেননি। সব বাবারা নিজের মেয়েকে ভালবাসেন। ব্যতিক্রম ছিলেন না স্যার আশুতোষ। তিনি সমাজসংস্কারক ছিলেন একথা জোর গলায় বলা যায় না। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিধবা- বিবাহ প্রথা চালুর কোনও চেষ্টা কখনও করেন নি। সেই বিষয়ে বক্তৃতাও দেননি অথবা দু'কলম লিখেছেন গবেষকরা খুঁজে পাননি। কিন্তু নিজের লক্ষ্মী - স্বরূপিণী কন্যার বৈধব্য বেশ পিতা হয়ে সহ্য করতে পারতেন না। তারা ভাল- মন্দ খাবেন ওদিকে তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় কন্যা কমলা পার্থিব সব সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে নির্জলা একাদশী ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করবেন এই অবিচার স্যার আশুতোষ মনের থেকে মানতে পারেন নি। পিতা হয়ে স্যার আশুতোষের হৃদয় প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করেছে কন্যার অকাল বৈধব্য। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যত প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক তিনি তাঁর কন্যার আবার বিয়ে দেবেন। আশুতোষের ' আগ্রহাতিশয্যে কতকটা দ্বিধা স্বত্বেও বাড়ির সকলে এমনকি তাঁর জননী জগত্তারিণী দেবী বিধবা বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন। কমলার বিয়ে হয়েছিল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে শরৎকুমারী দেবীর ছোট ছেলে শুভেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিছুদিন পরে শুভেন্দুসুন্দর মারা যায়। কমলার পিতা স্যার আশুতোষ মেয়ের দ্বিতীয় বার বিয়ে দিতে চাইলে আপত্তি উঠল। বিপন্ন পিতা আশুতোষ মেয়ের অভিভাবকত্ব আদায়ের জন্য আদালতে মামলা করলেন। রায় তাঁর পক্ষে যায়। মামলায় জিতলেন বটে কিন্তু সমাজ তখনও সেভাবে প্রস্তুত নয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল দেব দেবী অর্চনার মধ্যে দিয়ে। তাদের মধ্যে দিয়েই সনাতন ভারতের রূপটা দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ। সেই বিকাশের স্রোত ধারা এখনও প্রবাহিত। এই ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা সবাই করছে। কবিগুরু থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দও চেষ্টা করে চলেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশটাকে লালিত পালিত করার।

চণ্ডীদাসও বাংলায় কৃষ্ণ পদবলী রচনা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একটি পদাবলীর বইও রচনাও করেছিলেন। আসলে ভারতের

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। সিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিচুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। ভবতারিণী জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবাই জগতে টিঁকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ।

পরিচালক ঋত্বিক ঘটকই বলেছিলেন যে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য জানতেন মানুষের দায়িত্ববোধটি কী

বিশেষ প্রতিবেদক

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে বিজন ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, òDrawn to a last ditch they are compelled to revolt. The violence of their revolt I associated with the Deviós Garjan–

the roar of the angry Godess. As long as my people make the Gods and Godesses dance– I am prepared to accommodate the belief of my people.' যখন 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'-তে মুখোশ নির্মাতা জ্ঞানেশ বঙ্গবালার দিকে তাকিয়ে বলে, 'লাচো, তুমরা না লাচলে অসুর নিধন হবে না গো', তখন বোঝা যায় বিজন ভট্টাচার্য শুধু এই ছবির অভিনেতা নয়, ঋত্বিকের পরামর্শদাতাও।

বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন'-তে আমাদের নাটক লেখার রীতিটাই পাল্টে দিলেন। দেখার একটি মিশ্র নকশা তৈরি করেছিলেনঙ্ক এইটাই এই নাটকের মূল কৃতিত্ব। বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে আজ পর্যন্ত সবথেকে জরুরি কথা বলেছেন শম্ভু মিত্র, 'নবান্ন-এর আগে আমাদের সব ট্র্যাজেডিই ডোমেসটিক ট্র্যাজেডিঙ্ক নবান্ন-এ এল এপিক নাটকের ব্যাপ্তি' বিজন ভট্টাচার্য ফিরে দেখা।

যুদ্ধর সময় কলকাতায় আগত ইংরেজ সৈনিকদের অন্যতম বৈমানিক বিল বাটলার 'ভারতীয় গণনাটকের প্রথম স্রষ্টা' বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'নবান্ন' নাটকটি দেখে অন্তরাত্মার ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি আবেগপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন বিজন ভট্টাচার্যকে। শুধু বিলের চিঠিই নয়, এদেশে ঘটে যাওয়া ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের নীরবতায় ক্ষুব্ধ হয়ে সে দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানবতাবাদী নাগরিকদের বিভিন্ন সংবাদপত্রে একের পর এক লেখায় প্রকাশ পেতে থাকল পরিস্থিতির নির্মমতার কথা এবং তারই ফলে সৃষ্ট ব্যাপক জনমতের চাপে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল বাধ্য হলেন ১৯৪৪-এর 'দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন' গঠন করতে। কমিশনের রিপোর্টেও প্রতিফলিত হল বিল ও অন্যান্য সহমর্মী নাগরিকদের ক্ষোভের কথা। 'বাংলাদেশের পনের লক্ষ দরিদ্র নরনারী যে সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছিল, তার জন্য তারা নিজেরা দায়ী ছিল না। সমাজ তার দরিদ্র মানুষগুলিকে বাঁচাবার কোন ব্যবস্থা করে নি। প্রশাসনিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়।'

কমিশন শুধু পরিস্থিতির বিশ্লেষণেই আবদ্ধ থাকেনি, বরং ঘটনার নেপথ্য কারণ হিসাবে প্রকারান্তরে ইংরেজ সরকারকেও দায়ী করেছিল। 'বাংলার মন্বন্তরের জন্য দায়ী যুদ্ধের স্বার্থে ইংরেজ সরকারের সুপরিকল্পিত লুণ্ঠন ও কৃষকহত্যার নীতি, বেপরোয়া চোরাকারবার ও মজুতদারি।'

পৃথিবীর ইতিহাসে কোন নাটকের দ্বারা সামাজিক বিপর্যয়ের পিছনে ক্ষমতাসীন সরকারের মুখোশ উন্মোচন করার এ ছাড়া দ্বিতীয় নজির মেলে না। বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'নবান্ন' নাটক সেই অর্থে পৃথিবীর নাট্যইতিহাসে বিরলতম এক কৃতিত্বের অধিকারী। ঐতিহাসিকভাবে আলোড়ন ফেলে দেওয়া এমন একটি নাটক কিভাবে বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যমণ্ডলের আমূল দিকবদল ঘটিয়ে দিয়েছিল, সে স্বীকৃতি মেলে খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের কথায়,'অমরেন্দ্রনাথের মঞ্চসজ্জা ব্যবসায়িক চটকে পরিণত হয়ে পরবর্তীকালে নাট্যশালায় বহু সস্তা জিনিসের প্রবেশপথ করে দিয়েছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ স্রেফ চট টাঙিয়ে অভিনয় করে ঐ জীর্ণ ব্যবসায়িকতার মৃত্যুবাণ হানেন। বুর্জোয়া বাস্তববাদের বিরুদ্ধে 'নবান্ন' ছিল শ্রেণীসচেতন গণনাট্য সংঘের অভিযান।'

ইতিহাসস্পর্শকারী 'নবান্ন' নাটকটি বিজন ভট্টাচার্যের তৃতীয় রচিত নাটক, তার আগে প্রকাশিত হয় অন্য দুটি নাটক। 'অরণি' পত্রিকায় ২৩ এপ্রিল ১৯৪৩-এ প্রকাশিত হল বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক 'আগুন', যে নাটকের বিষয়ের বিস্তারে পঞ্চাশের মন্বন্তরের জীবনব্যাপী হাহাকারের কথাই শুনতে পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে খাদ্যাভাবে সাধারণ মানুষের প্রাণান্তকর লড়াই চিত্রায়নের সূত্রপাত এই নাটক থেকেই। এরপরে ১৯৪৩-এরই ২৮ অক্টোবর 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিজনের দ্বিতীয় নাটক 'জবানবন্দী', যেটি পরে নেমিচাঁদ জৈন হিন্দিতে অনুবাদ করেন 'অন্তিম অভিলাষ' নামে, 'নবান্ন' নাটকের বীজ যে নাটকগুলোর মধ্যে ছড়িয়েছিল বলে সমালোচকেরা অভিমত পোষণ করেন, তার অন্যতম হল এই 'জবানবন্দী' নাটকটি। একটা গ্রামের একটি কৃষক পরিবারের ছবির মধ্য দিয়ে নাটককার পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে গোটা গ্রামবাংলায় আছড়ে পড়া দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক দৃশ্য এঁকেছেন। একদিকে চিত্রিত হয়েছে দুর্ভিক্ষের হাহাকার, অন্যদিকে ফুটে উঠেছে আকালের করাল গ্রাসে মানুষের প্রাণ চলে যাওয়া ও জীবন থেকে সবকিছু হারিয়ে যাওয়া। 'জবানবন্দী' নাটকের সমালোচনায় মন্তব্য করেছিল (৭ জানুয়ারি, ১৯৪৪); ক্ষুঅন্নসমস্যা অবলম্বনে রচিত শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটকখানির রূপসজ্জা, বাকভঙ্গি, অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। পল্লীবাসী জীবনের ব্যথাবেদনাকে এমন সাফল্যের সহিত রূপায়িত করা কম কৃতিত্বের নহে।

প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা বলরাজ সাহানী নাটকটির অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন;জবানবন্দীতে বাস্তব যেন একেবারে কথা বলে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'অন্তিম অভিলাষ', কৃষণ চন্দরের 'জন্মদাতা' এবং বিজনের 'নবান্ন' নাটকের ভাবনায়, কল্পনায় জন্ম নেয় ভারতের ইতিহাসসৃষ্টিকারী চলচ্চিত্র; 'ধরতি কে লাল'; যেটি পরিচালনা করেন খাজা আহমেদ আব্বাস ও সঙ্গীত নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, রশিদ খান, ডেভিড এবং বলরাজ সাহানী।

'নবান্ন'-র আগে পরে মিলিয়ে কুড়িটিরও বেশি নাটক রচনা করলেও বিজনের অন্য কোন নাটক 'নবান্ন'র উচ্চতা স্পর্শ করতে পারেনি। 'নবান্ন'-র সূত্রেই বিজন নাটককার হিসাবে আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছে যান, এর অন্যতম কারণ বিশ্লেষণ করে বাংলা তথা ভারতীয় নাটকের অন্যতম প্রাণপুরুষ শম্ভু মিত্র মত প্রকাশ করেন,'নবান্ন' নাটকের আগে আমাদের ট্র্যাজেডিই ডোমেসটিক ট্র্যাজেডি, 'নবান্ন'-এ এল এপিক নাটকের ব্যাপ্তি।

এ হেন এপিক নাটকের রচনাকার বিজনের জন্মসন নিয়ে কিছুটা মতান্তর প্রচলিত আছে। ১৯১৫ সালের ১৫ জুলাই অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন খানখানাপুর সুরাজমোহিনী ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ও সুবর্ণপ্রভা দেবীর নয় সন্তানের অন্যতম বিজন। অন্য মতে সেই তারিখ শোনা যায় ১৯১৭ সালের ১৫ জুলাই। এ ব্যাপারে বিজনের লিখিত কোন প্রামাণ্য তথ্য না পাওয়া যাওয়ায় বহুপ্রচলিত ১৯১৫ সালকে জন্মবর্ষ বলে ধরে নেওয়া হলে এবছরই শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলেন ক্ষণজন্মা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য।

শিক্ষক পিতার সঙ্গীতপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চার মানসিকতা গভীরভাবে সঞ্চারিত হয় ছেলে বিজনের মধ্যেও, ছোট থেকেই বিভিন্ন গ্রাম গ্রামান্তরে নানান কথকতা, যাত্রা, লোকসঙ্গীত শোনার মধ্যেই বীজ রোপিত হয়েছিল ভাবী নাট্যকার বিজনের নাটকের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা মাটির টানের। শুধু 'নবান্ন'ই নয়, এই মাটির গন্ধ পাওয়া যায় পরবর্তীকালেও রচিত বিজনের যে কোন নাটকে;তা সে নাটকের প্রেক্ষাপটে শহর থাকলেও।

কেমন করে নাট্যের অন্দরে প্রবেশ করলেন বিজন ভট্টাচার্য, সে হদিশ পাওয়া যায় তাঁর নিজস্ব বয়ানে, '১৯৩০ থেকে আমি কলকাতায়, তার আগে গ্রামে ছিলাম। অনেকদিন ছিলাম বসিরহাট সাতক্ষীরায়। সেইজন্য পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা আমার জানা ছিল। আমার ভীষণ ভালো লাগত ঐ গ্রামের মানুষদের সঙ্গে থাকতে, ওদের সঙ্গে মিশতে। আমি লক্ষ করেছিলাম ওদের রিএ্যাকশন কী হয়, ওরা কেমন করে কথা বলে। অসুখে কেমন করে কষ্ট পায়। এই মাটিটাকে খুব চিনতাম, ভাষাটাও জানতাম। আমাকে যা ভীষণভাবে কষ্ট দিত, কোন্ আর্টফর্মে আমি এদের উপস্থিত করতে পারব। তারাশঙ্কর বা শরৎ চাটুজ্জের মত আমার কলম ছিল না, কিন্তু আমি দেখতাম তাঁরা তো কিছুই করছেন না। আমার জ্বালা ধরতো কারণ আমি বরাবরই জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম, কখনো 'ফ্রিন্‌জ'-এ কখনো ভেতরে ছিলাম।

১৯৩০-এ কলকাতায় পদার্পণ ঘটে জীবনপথিক বিজনের। প্রথমে আশুতোষ কলেজ ও পরে রিপন কলেজ। ছাত্র আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী বিজনের মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। এরপর ১৯৩৮-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করলেন সাংবাদিক হিসাবে। ১৯৪০-এ 'সরণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গল্প;'জালসত্ত্ব', আনন্দ বাজার পত্রিকায় কার্যকালীন সময়ে রেবতী বর্মণের সাম্যবাদ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি আলোচনার সময়ে বিজন মার্কসবাদী মতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যোগাযোগ ঘটে মুজাফফর আহমেদের সঙ্গে। ১৯৪২-এ পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন এবং ১৯৪৪-এ ছেদ ঘটে আনন্দবাজার সম্পর্কের। অন্যদিকে ১৯৪২-এ শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং একই সময়ে তাৎপর্য পূর্ণভাবে গঠিত হয় ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। ১৯৪৩-এ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন বিশিষ্ট লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে এবং সেই সম্পর্কের সূত্রে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের সন্তান, পরবর্তীকালে সাড়া জাগানো লেখক নবারুণ ভট্টাচার্য।

বিজন ভট্টাচার্য যখন বাংলা মঞ্চে কাজ শুরু করেন তখন বাংলা রঙ্গমঞ্চে পেশাদারি বাণিজ্যিক নাট্যশালায় চলেছে সমাজ জীবনের বিপর্যয় থেকে উটপাখির মত মুখ লুকিয়ে গতানুগতিক ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজজীবনের রঙিন ছবিসর্বস্ব নাটকের রমরমা। আবেগসর্বস্ব জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা, দেবলীলার ভক্তিভাষ্য, ধর্ম ও দেশাভিমান এবং সস্তা সেন্টিমেন্টের তরল আবেগসর্বস্বতার সীমাবদ্ধ গণ্ডিতেই চলছিলো বাংলা নাটকের চর্বিতচর্বণ।

অথচ কি অবস্থা ছিল সেই সময়ের বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার? শতাব্দীর বীভৎসতম মন্বন্তরে যেখানে মৃত্যু হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের, শহর কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় 'ফ্যান দাও মা'-র মর্মভেদী চীৎকারে চরম বীভৎসার মুখোমুখি হয় বাংলার মানুষ, শিল্পী সাহিত্যিকরাও দলমত নির্বিশেষে পথে নেমে পড়েছেন সেই দুঃসময়ের দিনে, 'আমাদের নবজীবনের গান'-এর স্রষ্টা কালজয়ী সঙ্গীতস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর মরমী কলমে পাওয়া যায় সেই অবস্থানের ছবি। ১৯৪৩ সাল, বাংলায় ১৩৫০। গোটা বাংলাদেশ জুড়ে বিশেষ করে শহর কলকাতায়, মহামন্বন্তরের করাল ছায়া চারদিক অন্ধকার করে দিল। আর ঘরে থাকা যাচ্ছিল না। জমাট সাহিত্যিক আড্ডা ও রিহার্সাল ছেড়ে আমরা সবাই রাস্তায় নেমে পড়লাম, চরম বিপর্যয় ও বীভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

এমন একটা চরম দুঃসময়ের দিনে কি অবস্থান ছিল বিজন ভট্টাচার্যের? জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর মতে ভারতীয় ভাষায় গণ নাটকের প্রথম স্রষ্টার আর এক জীবনসংবেদী শিল্পী প্রবাদপ্রতিম চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটকের বয়ানে শোনা যাক সেই ভূমিকার কথা,'বিজনবাবুই প্রথম দেখালেন কি করে জনতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হয়, কি করে সম্মিলিত অভিনয়-ধারার প্রবর্তন করা যায় এবং কি করে বাস্তবের একটা অংশের অখণ্ডরূপ মঞ্চের উপর তুলে ধরা যায়। আমরা যারা এমন চেষ্টা করেছিলাম, সেসব দিনের কথা ভুলব না। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলোড়ন বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠবৎ শিহরিত করে তুলল। ঋত্বিক ঘটক বর্ণিত সেই বিদ্যুৎশিখার নাম 'নবান্ন', যে নাটককে শম্ভু মিত্রও অভিহিত করেছেন 'এপিক নাটক' হিসাবে, যে নাটকে আঁকা রয়েছে মানুষের আত্মিক অপমৃত্যু, মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনার মর্মস্পর্শী ছবি, সে নাটক রচনার তাগিদ ও মানসিকতা বোঝাতে গিয়ে বিজন বলেছেন; সেই সময় ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারের পাশ দিয়ে রোজ আপিস যাই। রোজই দেখি গ্রামের বুভুক্ষু মানুষের সংসারযাত্রা, নারী-পুরুষ-শিশুর সংসার। এক একদিন এক একটা মৃতদেহ নোংরা কাপড়ে ঢাকা। মৃতদেহগুলো যেন জীবিত মানুষের চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। বয়স্ক কি শিশু, আলাদা করা যায় না, ... আপিস থেকে ফিরবার পথে রোজই ভাবি, এইসব নিয়ে কিছু লিখতে হবে। কিন্তু কীভাবে লিখব? ভয় করে গল্প লিখতে, সে বড় সেন্টিমেন্টাল প্যানপেনে হয়ে যাবে।

একদিন ফেরবার পথে কানে এলো, পার্কের রেলিঙের ধারে বসে এক পুরুষ আর এক নারী তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের গল্প করছে, নবান্নের গল্প, পুজো-পার্বণের গল্প। ভাববার চেষ্টা করছে তাদের অবর্তমানে গ্রামে এখন কী হচ্ছে। আমি আমার ফর্ম পেয়ে গেলাম। নাটকে ওরা নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে ক্ষ্ম ('গন্ধর্ব', বিজন ভট্টাচার্য বিশেষ সংখ্যা।)

বলিউডে থাকলেও শক্তি সামন্ত বাংলা ভাষার প্রতি রক্তের টানেই বাংলা চলচ্চিত্র করতেন

বিশেষ প্রতিবেদক

বলিউডের বাঙালি রাজা শক্তি সামন্ত। মহানায়ক উত্তম কুমার দিব্যি ছিলেন তার ভদ্র, শান্ত, রোমান্টিক ইমেজ নিয়ে; তাকে 'অমানুষ' বানালেন পরিচালক শক্তি সামন্ত। তার হাত ধরেই হিন্দি সিনে পাড়ায় পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছেন শর্মীলা ঠাকুর, শাম্মী কাপুর, রাজেশ খান্নারা। এভাবেই নতুন ইমেজ, নতুন ধারা, নতুন কাহিনি দিয়ে মুম্বাই সিনেজগতের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিলেন যে শক্তিশালী পরিচালক তার নাম শক্তি সামন্ত। বলিউডে রাজত্ব করা বাঙালি পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন তিনি। 'চায়না টাউন', 'হাওড়া ব্রিজ', 'কাশ্মির কি কলি', 'কাটি পাতাং','অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস', 'আরাধনা', 'অমানুষ', 'আনন্দ আশ্রম', ' অন্যায় অবিচার'-এর মতো একাধারে ব্যবসা সফল ও আলোচিত ছবির জনক শক্তি সামন্ত ছিলেন বলিউডের অন্যতম সেরা প্রতিভাবান পরিচালক ও প্রযোজক। তিনি শক্তি ফিল্মস-এর প্রতিষ্ঠাতা। মুম্বাইতে অনেক বাঙালি অভিনয় শিল্পী, সংগীতশিল্পী, কলাকুশলী পায়ের নিচে মাটি পান তার মাধ্যমেই। শর্মিলা ঠাকুর-এর মতো অভিনেত্রীও মুম্বাইতে শক্ত অবস্থান গড়েন তার সহায়তায়। বাপ্পী লাহিড়িকে মুম্বাইতে প্রতিষ্ঠার পিছনেও রয়েছে তার অনেক অবদান।

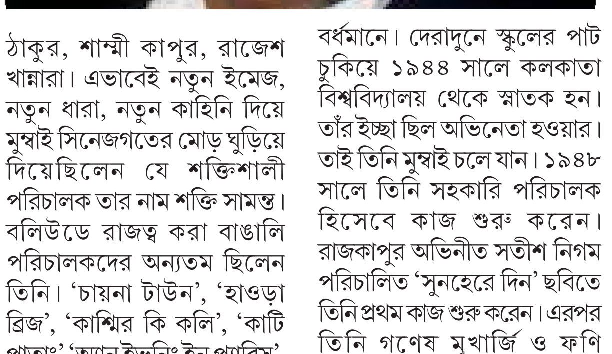

শক্তি সামন্তর জন্ম ১৯২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে। দেরাদুনে স্কুলের পাট চুকিয়ে ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল অভিনেতা হওয়ার। তাই তিনি মুম্বাই চলে যান। ১৯৪৮ সালে তিনি সহকারি পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন। রাজকাপুর অভিনীত সতীশ নিগম পরিচালিত 'সুনহেরে দিন' ছবিতে তিনি প্রথম কাজ শুরু করেন। এরপর তিনি গণেষ মুখার্জি ও ফণি মজুমদারের মতো নামজাদা পরিচালকের সহকারি হিসেবে কাজ করেন।

১৯৫৪ সালে শক্তি সামন্ত পরিচালিত প্রথম ছবি 'বহু' মুক্তি পায়। ছবিটি ব্যবসা সফল হওয়ায় পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে দ্রুত এগিয়ে যান তিনি। একে একে মুক্তি পায় তার পরিচালিত 'ইন্সপেকটর', 'শেরু', 'ডিটেকটিভ' এবং 'হিল স্টেশন'। প্রতিটি ছবিই ব্যবসা সফল হয়।

এরপর ১৯৫৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান- শক্তি ফিল্মস। শক্তি ফিল্মস থেকে মুক্তি পাওয়া প্রথম সিনেমা- 'হাওড়া ব্রিজ'। অশোক কুমার ও মধুবালা ছিলেন এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে। সিনেমার সংগীত পরিচালক ছিলেন ওপি নায়ার। আশা ভোঁশলের কণ্ঠে গানগুলো বিপুল জনপ্রিয়তা পায়।

ব্যবসায়িক দিক থেকে 'হাওড়া ব্রিজ' রীতিমতো ইতিহাস সৃষ্টি করে। দারুণ বাণিজ্যিক সাফল্য, রহস্য রোমাঞ্চ, নতুন ধরণের গল্প, অসাধারণ অভিনয় আর দুর্দান্ত পরিচালনা- সব মিলিয়ে সিনেমাটি দর্শকদের মন জয় করে নেয় খুব সহজেই। এছাড়া, মধুবালার সৌন্দর্য দারুণ গ্ল্যামারাসভাবে ফুটে ওঠে পর্দায়। অন্যদিকে, গীতা দত্তের প্লেব্যাকে 'মেরা নাম চিন চিন চু' গানের সঙ্গে অসাধারণ নৃত্য ভঙ্গিমা প্রদর্শন করে আবেদন ময়ীরূপে প্রতিষ্ঠা পান হেলেন।

সুনীল দত্ত-মধুবালা অভিনীত 'ইনসান জাগ উঠা' সিনেমায় শক্তি সামন্ত সমাজ পরিবর্তনের বক্তব্য তুলে ধরেন। কিন্তু সমালোচকদের প্রশংসা পেলেও ছবিটি বাণিজ্যিক সাফল্য খুব একটা পায়নি। ফলে শক্তি সামন্ত আবার বাণিজ্যিক ধারার ছবি নির্মাণে মনোযোগী হন। ১৯৬২ সালে সুপার ডুপার হিট হয় 'চায়না টাউন'। শাম্মি কাপুর অভিনীত ছবিটিকে বলা যায় হিন্দি ছবির এক ট্রেন্ডসেটার। নতুন ধারার এই ছবিতে খ্যাতির আলোয় চলে আসেন শম্মি কাপুর।

১৯৬৪ সালে 'কাশ্মীর কি কলি' ছবির মাধ্যমে বলিউডকে আবারও এক নতুন তারকা উপহার দেন শক্তি সামন্ত। তিনি হলেন বাঙালি মেয়ে শর্মিলা ঠাকুর। এর আগে শর্মিলা ঠাকুর সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসা ও সাফল্য পেয়েছেন । কিন্তু গ্ল্যামার, বাণিজ্যিক সফলতা ও চোখ ধাঁধানো বিনোদনের জগতে তাকে নিয়ে আসেন শক্তি সামন্ত। 'কাশ্মীর কি কালি'র জলপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায় শর্মিলা ঠাকুরকে নিয়ে তিনি কাজ করেন 'সাওয়ান কি ঘাটা', 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস', 'আরাধনা'র মতো সিনেমায়।

এর মধ্যে ১৯৬৭ সালে মুক্তি পাওয়া 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস'-এ ছবিতে বিকিনি পরিহিতা শর্মিলা ঠাকুরের আবেদনময়ী রূপ প্রথমবারের মতো দেখে হিন্দি ছবির দর্শক। বাণিজ্যিক সাফল্য পাওয়া এই সিনেমার মাধ্যমেই শাম্মি কাপুরও গড়ে তোলেন তার আধুনিক ইমেজ। ১৯৬৯ সালে মুক্তি পায় 'আরাধনা'। রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত অসামান্য প্রেমের ছবি। 'আরাধনা'কে বলা যায় রোমান্টিক ছবির জগতে এক মাইল ফলক। রাজেশ খান্নাকে রোমান্টিক নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিতই করেন শক্তি সামন্ত।

রাজেশ-শর্মিলা জনপ্রিয় জুটির যাত্রা শুরু হয় 'আরাধনা'র মাধ্যমে। এ ছবির গানগুলো আজও চিরসবুজ প্রেমের গানের তালিকায় রয়েছে। 'মেরে সপনে কি রাণী কাব আয়েগি তু' গানটির সঙ্গে ট্রেনের কামরায় শর্মিলা ঠাকুর ও জিপ গাড়িতে রাজেশ খান্নার দৃশ্যায়ন ছিল দারুণ সুন্দর। পরিচালকের মুন্সিআনায় 'আরাধনা' হয়ে ওঠে সর্বকালের অন্যতম সেরা প্রেমের ছবিঊ বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষায় নির্মিত হয় সিনেমাটি।

পাঠকদের কলমে বাঙালিয়ানায় চমক

শংকরলাল কর্মকার

সাংবাদিক পাপ্পু। লুচি, মাছ আর মুম্বই। মুম্বইয়ে আমাদের গেস্ট হাউস, লা জবাব। ওরলি সি ফেসের একটু পিছনে। ৩৭ তলায়। ঘরের পর্দা সরালেই মুম্বইয়ের মায়াবী স্কাইলাইন আর বহুরূপী আরব সাগর। এই গেস্ট হাউস আমার আর এক ঘরবাড়ি। আমি মুম্বইয়ে মানেই মস্ত ব্যালকনির ২ নম্বর ঘর আর আমার সাংবাদিক বন্ধু পাপ্পু।

পাপ্পুর সঙ্গে আমার পরিচয় ঠিক ১৬ মাস। কলিঙ্গ জয়ের পর, গত মার্চে বসেরা আমায় মারাঠাভূমে যুদ্ধ লড়তে পাঠালেন। আমার মুম্বই যাতায়াত বাড়ল। পাপ্পুর সঙ্গে আমার পরিচয়ও হল। পাপ্পু আমাদের গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার। কিন্তু বয়সে অনেক ছোট পাপ্পু আসলে আমার বন্ধু। পাপ্পুর বাড়ি ওড়িশায়। ভদ্রকে। পাপ্পু খবরের পোকা। খেয়াল করে দেখেছি, কাজের ফাঁকে ফাঁকে পাপ্পুর চোখ মোবাইলে। অবিরাম, অবিশ্রান্ত খবর দেখছে পাপ্পু। ওড়িশার রাজনীতি, সমাজ, আম ওড়িয়ার মনের গহীন কোণ নিয়ে পাপ্পুর ঈর্ষণীয় জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ। সে অর্থে পাপ্পু আমার শিক্ষকও। আমি মুম্বইয়ে, অথচ রাতের খাওয়ার সময় পাপ্পুর সঙ্গে আমার ঘণ্টাখানেক আলোচনা হল না, এমন দিন হাতেগোনা। গত বছর এপ্রিল মাসে, এমনই এক আলোচনায়, পাপ্পু খুব গম্ভীর মুখে বিবৃতি দিয়েছিল, নবীন পটনায়ক হারতে চলেছেন। আমার বিষম খাওয়ার জোগাড়। বলে কী রে ! নবীনবাবুর গভর্ন্যান্স রীতিমত চর্চার বিষয়। নারী ক্ষমতায়নে নবীনবাবুর কাজ নিয়ে উচ্ছ্বসিত খোদ বিশ্বব্যাংক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো নির্মাণ, শিল্প, কর্ম সংস্থান, নবীন পটনায়ক, সবেতেই ফার্স্ট ক্লাস। ক্রীড়াতে অভূতপূর্ব সাফল্য। ভুবনেশ্বর প্রশ্নাতীতভাবে দেশের ক্রীড়া রাজধানী। আর পাপ্পু বলছে, বিজেডি হেরে যাবে। কেন বলছিস ? পাপ্পু উত্তর দিল, ভোটের ময়দানে পান্ডিয়ানকে এগিয়ে দিয়েই নবীনবাবু মস্ত ভুল করেছেন। এই এক ভুলেই কিস্তিমাত। পাপ্পুকে বললাম, ধুর, তুই ভুলভাল বকছিস। পাপ্পু বলেছিল, স্যার আপসে নতিজে কে দিন বাত হোগি। ৪ জুন, ২০২৪। দিল্লিতে তৃতীয় মোদী সরকার হবে কি হবে না, পরিস্থিতি যখন এতটাই টাইট, ঠিক তখনই ওড়িশার ২১ টি লোকসভা আসনের ২০ টি জিতে নিয়ে তাক লাগিয়ে দিল বিজেপি। আর দুপুর গড়াতেই ২৫ বছরের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়ক প্রাক্তন ! সেদিন রাত প্রায় ১০। পাপ্পু যখন গেস্ট হাউসের দরজা খুলল, আমার চোখে চোখ রাখল, ওর চোখের কোণায় একটা অদ্ভুত হাসি। মানে একটাই, কী বস, আমি তোমার থেকে বড় সাংবাদিক তো !

সময় যত এগিয়েছে, পাপ্পুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও লম্বা হয়েছে তত। আমি মুম্বইয়ে মানেই পাপ্পুর নির্দেশে গেস্ট হাউসের রান্নাঘরে সর্ষের তেল, পাঁচফোড়ন। আমি আসা মানেই পাপ্পুর জুগাড়। ভারসোভার মছলি মান্ডি থেকে টাটকা মাছ। উপকূল লাগোয়া গ্রামের ছেলে পাপ্পুও আমার মতো মেছো। পাপ্পু এবার দুর্দান্ত পমফ্রেট খাইয়েছে। রুই মাছের ডিমের বড়া। আর মুম্বই এসে যে মাছ না খেলে পাপ হয়, সেই বম্বে ডাক।

এই গেস্ট হাউসে আমি টানা এক মাসও থেকেছি। সেই সূত্রেই পাপ্পু জানে, রবিবার ব্রেকফাস্টে কী থাকলে আমি বিরাট খুশি হয়ে যাই। সকালেই ব্রেকফাস্ট দিতে শুরু করল। রাতেও চমক।

বিজেপি বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুর.. হেনস্তা .. ধাক্কাধাক্কি .. অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৮ জুলাই ঃ কোচবিহারের বিরোধী বিধায়কদের উপর হেনস্তা ও আক্রমণের ঘটনার ছবি টা আর পরিবর্তন হলো না। এবার

মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মনের গাড়ি ভাঙচুর ধাক্কাধাক্কি ও হেনস্তার অভিযোগ উঠল শাসক দলের কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা বিধানসভার অন্তর্গত ঘোকসাডাঙ্গা রেল স্টেশনের ঠিক বিপরীতে যখন বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন গাড়ি করে টিকিট কাটার জন্য স্টেশনে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় তিস্তা - তোর্সা এক্সপ্রেস ২১ জুলাই উপলক্ষ্যে তৃণমূল কর্মীদের উঠিয়ে দিয়ে তৃণমূলের যুব নেতৃত্ব কর্মীরা এবং ব্লকের বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী বিধায়কের গাড়ি দেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরবর্তীতে তারা বিধায়কের গাড়ি আটকেও বিক্ষোভ দেখান। এমতাবস্থায় বিধায়কের গাড়ির চালক এবং তার নিরাপত্তের রক্ষীরা নিচে নেমে আসে। যদিও একজন নিরাপত্তারক্ষী তিনি ইউনিফর্মে ছিলেন না তিনিও গিয়েছিলেন টিকিট কাটতে এ যেন ঘটনা দেখে তিনি এগিয়ে আসতেই তৃণমূল কংগ্রেসর কর্মীরা সেই নিরাপত্তার রক্ষিত কলার ধরে ব্যাপক মারধর করে এবং তার জামা ছিঁড়ে দেয় বলে অভিযোগ বিধায়কের । পরবর্তীতে কোনরকমে সেখান থেকে সুশীল বর্মনের গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার গাড়ি লক্ষ্য করে ঢিলছোঁড়া হয় এবং তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও গাড়ি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় তৃণমূলের এক কর্মী সেই গাড়ির কাছে আঘাত করলে বাকি কাজটিও ভেঙে পড়ে এবং সেই আঘাতের ফলে তারা হাত বেশ কিছুটা জায়গা কেটে যায় এই ছবি ধরা পড়েছে সাংবাদিকদের ক্যামেরায়। স্বভাবতই এরপর বিধায়ক ঘোকসাডাঙ্গা থানায় আসেন এবং তৃণমূল কর্মীরা থানার বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে এলাকা। থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার করেন সুশীল বর্মন। এই প্রসঙ্গে সুশীল বর্মন বলেন - আমি সামান্য টিকিট কাটতে গিয়েছিলাম কলকাতা যাবার উদ্দেশ্যে তারপরেই আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করা হয় আমার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এমনকি আমার এক নিরাপত্তারক্তি ছিল যিনি উনিফর্মে ছিলেন না তিনিও টিকিট কাটতে গিয়েছিলেন তাকেও মারধর করে তার জামা ছিঁড়ে ফেলা হয়। এটাই তৃণমূলের কালচার। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে বলেন - এটা প্রথম ঘটনা নয় এর আগে আমার গাড়ি কিছুদিন আগে শীতলকুচির বিধায়কের গাড়ি এবং এখন মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুর ও আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে। তৃণমূল সন্ত্রাস করে কোচবিহার দখল করতে চাচ্ছে তারা ভুলে যাচ্ছে তাদের বিধায়ক রয়েছে বিজেপি হাতে চুরি পরে বসে নেই। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র পার্থ প্রতিম রায় বলেন - এই ঘটনার সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ জড়িত নয়। সাধারণ মানুষ বিধায়ককে প্রশ্ন করেছিলেন কেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রমিকদের বাংলা বলার কারনে হেনস্থা হতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আর এতেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে যান তার নিরাপত্তার এবং তার সাথে থাকা বেশ কয়েকজন উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন এতেই বচসার সৃষ্টি হয়। তার গাড়ি কারা ভেঙেছে সেটা আমার জানা নেই। যদিও তিনি বলেন সেই সময় আমাদের বেশ কিছু কর্মীরাও ছিল। প্রশ্ন উঠছে বারবার কেন বিরোধী বিধায়কদের বা বিরোধীদের গাড়ি ভাঙচুর বাড়ি ভাঙচুর অভিযোগ উঠছে শাসক দলের বিরুদ্ধে ? ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের পর ভয়ংকর সন্ত্রাসের ছবি দেখেছিল কোচবিহার। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন তার আগে কি তাহলে এই সমস্তটাই চলছে ট্রেলার। রীতিমতো আতঙ্কে জেলার সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে এক হ্যান্ডেলে টুইট করেছেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। যদিও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেফতারের খবর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেই। প্রশ্ন উঠছে একটাই বিরোধীদের দেখলেই কি বিক্ষোভ আর সন্ত্রাস করবে শাসক দল ? কেন বিভিন্ন বিধানসভায় আক্রান্ত হতে হচ্ছে বিরোধী বিধায়কদের ? তাহলে কি একুশের পুরনো ছবি আবারো দেখবে কোচবিহার। আতঙ্কে দিন গুনতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ।

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল অজয় কুন্ডু পিতা গোপাল কুন্ডু সাকিন কদমঘাটি, ছাতারকানালী, বাঁকুড়া, গত ১২.১১.২০২১ বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ৪০৮৩ /২১, ৪০৮৬/২১ নং কোবালা দলিল মূলে ১) অমূল্য নন্দন, ২) বঙ্কবিহারী নন্দন, সর্ব্ব পিতা হুলিহারি নন্দন, উভয় সাকিম বিকনা কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া ৩) উর্মিলা চৌধুরী, স্বামী নাড়ুগোপাল চৌধুরী, সাকিম রাধাবাঁধ মানকানালি, বাঁকুড়া, ৪) শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ, স্বামী গোপাল ঘোষ, সাকিম তাঁতকানালী, বনকাটি, বাঁকুড়া, উক্ত দাতাগণের পক্ষে গত ইংরাজী ০৬.১০.২০২০ তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের ২২৫০/২০ (১,২ নং দাতার নিযুক্ত আমমোক্তার) এবং ২২৫১/২০ (৩,৪ দাতার নিযুক্ত আমমোক্তার) নং রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী সোমনাথ কাপরী, পিতা জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, সাকিম জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে বাঁকুড়া, বিকনা মৌজায় (জে.এল-২৫৫) ৪৮২ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫৩, নং দাগে ০.৫০৮০ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

টেণ্ডার

E-TenderID:- 2025_ZPHD_879569_10 TS Construction of Overslab CC Drain for LWM Purpose near the house of Subal Mandal at Mouza Bagdanga Sansad No V UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.
E-TenderID:- 2025_ZPHD_879569_11 TS Construction of Overslab CC Drain for LWM Purpose near the house of Gandhi Pradhan at Mouza Bagdanga Sansad No VII UNDER MOUSHUNI GP. 15th FC.
E-TenderID:- 2025_ZPHD_879569_12 TS Construction of Overslab CC Drain for LWM Purpose near the Sukdeb Bera at Mouza Bagdanga Sansad No VI UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.
NIT No. :04/MGP/E-Tender/NIT 04/2025-26 Dated-18-07-2025
E-TenderID:-2025_ZPHD_879572_1 UT Construction of CC Road near the house of Halima Bibi to Mamtaj Bibi at Mouza Moushuni Sansad No II UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.
E-TenderID:-2025_ZPHD_879572_2 UT Construction of CC Road near the house of Sasanka Jana to Dibakar Jana at Mouza Bagdanga Sansad No VII UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.
E-TenderID:-2025_ZPHD_879572_3 UT Construction of CC Road near the house of Chandan Mandal to Manasa Mandir at Mouza Kusumtala Sansad No VIII UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.
E-TenderID:-2025_ZPHD_879572_4 UT Construction of CC Road near the house of Mariya Bibi to towards west river Side at Mouza Baliara Sansad No XIII UNDER MOUSHUNI GP.15th FC.
last date of online bid submission is **25-07-2025.**
Details on **www.wbtenders.gov.in.**

Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana. South 24 Pgs

যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে শিয়ালদহ বিভাগের ব্যাপক টিকিট চেকিং অভিযান

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ শিয়ালদহ বিভাগ সফলভাবে বারাসাত-বনগাঁ এবং শিয়ালদহ - নৈহাটি সেকশন জুড়ে একটি ব্যাপক টিকিট চেকিং অভিযান পরিচালনা করেছে। এই

অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার ড. উদয় শঙ্কর ঝা, এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিয়ালদহ বিভাগের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার শ্রী শশী রঞ্জন । এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল টিকিট সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করা, বিনা বুকিংয়ে লাগেজ বহনকে নিরুসাহিত করা এবং যাত্রীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বাড়ানো। এই কঠোর চেকিং অভিযানের ফলে বারাসাত-বনগাঁ সেকশনে ৬০৫টি এবং শিয়ালদহ-নৈহাটি সেকশনে ৬৪৪টি কেস ধরা পড়েছে। এই কেসগুলির মধ্যে প্রধানত টিকিট ছাড়া ভ্রমণকারী যাত্রী, বিনা বুকিংয়ে লাগেজ বহনকারী এবং রেল চত্বরে থুতু ফেলা সংক্রান্ত ঘটনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারাসাত-বনগাঁ সেকশন থেকে মোট টাকা ১,৫৪,৭২০ এবং শিয়ালদহ-নৈহাটি সেকশন থেকে টাকা ১,৭৫,১৯৫ রাজস্ব আদায় হয়েছে, যা বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধারের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। এই প্রসঙ্গে শিয়ালদহের ডিআরএম শ্রী রাজীব সাক্সেনা বলেছেন যে এই বিশেষ অভিযান শুধুমাত্র অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়, বরং জনসাধারণের মধ্যে সতর্কতা ও সচেতনতার বোধ জাগিয়ে তোলার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল যাত্রীদের বৈধ টিকিট রাখার গুরুত্ব, লাগেজ সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং জনসমক্ষে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে শিক্ষিত করা। শিয়ালদহ বিভাগ জোর দিয়ে বলেছে যে এই ধরনের অভিযান দায়িত্বশীল ভ্রমণের অভ্যাস গড়ে তুলতে এবং সমস্ত যাত্রীর জন্য একটি আরামদায়ক ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে অপরিহার্য।

জেলায় প্রথম থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্ণয়ের যন্ত্র শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ জুলাই ঃ বীরভূম জেলায় প্রথম HPLC পদ্ধতিতে অত্যাধুনিক Laffinite II model এর মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় এবার শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সুলভে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ায় শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মূল লক্ষ্য। যার জন্য প্রতিমুহূর্তে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সুলভে মানুষকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে চলেছে। HPLC পদ্ধতিতে অত্যাধুনিক Laffinite II model এর মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় সেরকমই আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। থ্যালাসেমিয়া একটি জিনগত রক্তের রোগ, যার ফলে দেহ পর্যাপ্ত সুস্থ হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে পারে না। এতে আক্রান্তদের রক্তাল্পতা দেখা দেয় এবং নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। এই রোগ মূলত বাবা-মা উভয়ের মাধ্যমে সন্তানের মধ্যে জিনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, তাই এটি বংশগত। ভারতের অনেক রাজ্যের মতো আমাদের রাজ্যেও এই রোগের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। সচেতনতার অভাবে বহু মানুষ বুঝতে পারেন না যে তারা থ্যালাসেমিয়ার বাহক। একমাত্র সময় মতো স্ক্রিনিং টেস্ট করালেই জানা সম্ভব কে বাহক

এবং কে নয়। পরিসংখ্যান বলছে আমাদের দেশে থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার হার ৩-৪ (প্রায় ৫-৬ কোটি মানুষ)। এই হার প্রতিদিনই বাড়ছে। চিকিৎসকেরা মনে করেন জনসচেতনতা, প্রাক -বিয়ের কাউন্সেলিং এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা এই রোগ প্রতিরোধে প্রধান অস্ত্র। এই রোগের প্রতিকার করতে সঠিক সময় স্ক্রীনিং প্রয়োজন। রক্তের সেই স্ক্রিনিং বা পরীক্ষা এবার অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে মানুষ পাবেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন যে থ্যালাসেমিয়া নির্ণয়ে HPLC পদ্ধতিতে অত্যাধুনিক Laffinite II model মেশিন বীরভূম জেলায় এই প্রথম। এই অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে সেই দিনই রক্ত পরীক্ষার ফলাফল হাতে পাওয়া সম্ভব হবে। বর্তমানে রক্তের এই পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে একাধিক দিন লেগে যায়। স্বাভাবিকভাবেই শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই নতুন পদক্ষেপে উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-০৪-২৫-২৬ তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-০৪-২৫-২৬; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনে - সুইচিং স্টেশন সহ কেন্দ্রীয়ভাবে সালাকটি ইয়ার্ডের লাইনে নং ১,৫ এবং ৬ এর অবশিষ্ট অংশের বিদ্যুতায়ন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৭,০৯,৬২,০৭২.১৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৫,০৩,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৮-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর: জিইএম/২০২৫/বি/৬৪৫৩৬৩০, তারিখঃ ১৬.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বিএমএস/লিলুয়া, কোচ মেন্টেনেন্স ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, ৮৮/১, অবর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০ ১৩৭ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেন। বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ মাসিক ভিত্তিতে ক্যাব এবং ট্যাক্সি ভাড়ার পরিষেবা-এসইউভি; ২৫০০ কিমি×৩২০ ঘন্টা; স্থানীয় ২৪×৭। অনুমিত বিড মূল্যঃ ১৩,৪৮,০২৪ টাকা। ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ইএমডি রাশিঃ ২৭,৩৬০ টাকা। ইপিবিজি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ইপিবিজি শতকরা (%): ৫.০০। ইপিবিজি-র জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা (মাস): ২৬। চুক্তির সময়সীমাঃ ২ বছর। বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে): ১২০ দিন। বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ০৬.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ ০৬.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য): ৭ লাখ টাকা। একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছর: ১ বছর। সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন: হাঁ। অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ না। অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ না। বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডদাতাদের বিডের জন্য আপলোড করা নথিপত্র আপনি কি দেখাতে চান?: হাঁ। অটোমেটিক্যালি প্রযুক্তিগত অকার্যকর করতে ন্যূনতম বিডের সংখ্যা প্রয়োজনঃ ১। দিনের সংখ্যা যার জন্য বিডের অটোএক্সটেনশন হবেঃ ৭। বিড থেকে আরও সক্রিয়ঃ না। বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ অভিজ্ঞতার মানদণ্ড, বিডারের টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। *কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার থেকে যোগ্যতার ছাড় চাইলে তাকে কর্তৃক তার যোগ্যতার প্রমাণপত্র সমর্থিত নথিপত্র জমা করতে হবে ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য আবশ্যিক। বিডের ধরনঃ সিঙ্গল প্যাকেট বিড। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ন। কারিগরী মূল্যায়ন চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ ২ দিন। আরবিট্রেশন ক্লজঃ না। মিডিয়েশন ক্লজঃ না।

MISC-133/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টিবি রোগে নতুন দিশা, বর্ধমান মেডিক্যালে শুরু হল আধুনিক ড্রাগ রেজিমেন্ট

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ জুলাই ঃ টিউবারকুলোসিস (টিবি) রোগে নতুন চিকিসা পদ্ধতির সূচনা হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। রাজ্যে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই আধুনিক ড্রাগ রেজিমেন্ট চালু করা হলো পূর্ব বর্ধমান জেলার এই সরকারি হাসপাতালে। এর আগে শুধুমাত্র কলকাতার আর.জি. কর মেডিক্যালে এটি চালু হয়েছিল। বৃহস্পতিবার বর্ধমান হাসপাতালের বক্ষ রোগ বিভাগে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই রেজিমেন্টের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের সিএমওএইচ ডাঃ জয়রাম হেমব্রম, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়, বক্ষ বিভাগের প্রধান ডাঃ শান্তনু ঘোষ সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। এদিন দু'জন টিবি রোগীর হাতে প্রতীকীভাবে নতুন রেজিমেন্টের ওষুধ তুলে দেওয়া হয়। ডাঃ শান্তনু ঘোষ জানান, এই ড্রাগ রেজিমেন্ট ব্যবহার করলে ওষুধ সেবনের সময়কাল অনেকটাই কমে যাবে। আগে যেখানে রোগীকে টানা দুই বছর ওষুধ খেতে হত, সেখানে এখন তা মাত্র ছয় মাসেই সম্ভব। পাশাপাশি, আগের রেজিমেন্টের তুলনায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম হবে। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, নতুন ওষুধ সম্পর্কে নার্স ও চিকিৎসকদের প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর জানাচ্ছে, গত বছর জেলায় টিবি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪০০০-র বেশি, চলতি বছর সেই সংখ্যা আরও ৮০০-৯০০ জন বেড়েছে। তাই প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে এই আধুনিক রেজিমেন্ট দ্রুত বিস্তৃত করে বৃহৎ জনগণের কাছে পৌঁছানো যাবে? টিবি নির্মূল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের 'দিনের কর্মসূচি' গ্রহণ করা হলেও আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশেষ সাফল্য মেলেনি। তবে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত ক্যাম্প ও প্রচার চলছে। রোগ সনাক্তকরণ থেকে চিকিৎসা ও যত্ন- সব দিকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৮ জুলাই ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জাহান্নগর কুমারানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সহ নানান সামাজিক ইস্যু নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাবনা অ্যাসোসিয়েশন তথা বাপু সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (আইসি) বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপাল মন্ডল, বাপু সংস্থার ডিরেক্টর প্রতিক চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। এই অনুষ্ঠানে মূলত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। বক্তারা তাদের বক্তব্যে সমাজে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে শিক্ষার মাধ্যমে কিশোর ও কিশোরীদের সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার আহ্বান জানান। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়। বাপু সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিক চৌধুরী বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধু বাল্যবিবাহ নয়, সমাজে যেসব সামাজিক কুসংস্কার ও সমস্যাগুলি আজও প্রবলভাবে টিকে রয়েছে, সেগুলির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা। তিনি জানান, ভবিষ্যতেও এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্কুলে সংগঠিত করা হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপাল মন্ডল বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য এই ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয় সর্বদা এরকম সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে পাশে থাকবে।

মামার বাড়িতে এসে ধর্ষিত ৪ বছরের শিশুকন্যাঃ গ্রেপ্তার অভিযুক্ত কিশোর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ জুলাই ঃ পাশের গ্রামে মামার বাড়িতে এসে ধর্ষিত হল চার বছরের এক শিশুকন্যা। ঘটনায় অভিযুক্ত ১৭ বছরের এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে মাধবডিহি থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে শুক্রবার পেশ করা হয় বর্ধমান জেলা আদালতে। অভিযুক্ত ওই কিশোরের ফাঁসির দাবি তুলেছে ওই নাবালিকার পরিবার। বৃহস্পতিবার রাতে এই নক্কারজনক ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে। জানা গেছে, পাশের গ্রাম থেকে মামার বাড়ি এসেছিল ওই শিশুকন্যা। তার পাশের বাড়িতেই থাকতো ওই কিশোর। সেই সূত্রে কিশোর তার পূর্ব পরিচিত ছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ওই শিশুকন্যাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জোর করে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এরপর ওই শিশুকন্যা তার মাকে সব ঘটনা জানায়। তখন গোপনাঙ্গ থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। তক্ষনা তাকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে, পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছে সেই শিশুকন্যাটি। ঘটনার পর অভিযুক্ত কিশোর অন্য এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিল। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ওই কিশোরকে স্থানীয় মানুষজন খুঁজে ধরে নিয়ে এসে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে মাধবডিহিতে।

হাইড্রেনের উপর অবৈধ নির্মাণ ভাঙল পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের হকার্স কর্নার এলাকায় হাইড্রেনের ওপর নির্মিত একটি অবৈধ ঘর ভেঙে দিল পুর প্রশাসন। শুক্রবার সকালে পুরনিগমের তরফে পুলিশ বাহিনী নিয়ে অভিযান চালানো হয়। ভাঙচুর চলাকালীন বাধা দিতে গেলে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ একজনকে আটক করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাইড্রেনের উপর নির্মাণ ঘরটি অনেকদিন ধরেই গড়ে উঠছিল। অভিযোগ, নির্মাণকাজ চলাকালীন স্থানীয় কাউন্সিলরকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। এমনকি কাউন্সিলরের তরফে একাধিক প্রতিনিধি এসে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এদিন সকালে পুরনিগমের বিশেষ দল ও পুলিশ এসে হাইড্রেনের ওপর নির্মাণ ভেঙে দেয়। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘরটি ভাঙার আগে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। পুরনিগমের এক আধিকারিক জানান, হাইড্রেনের উপর নির্মাণের ফলে নিকাশি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হচ্ছিল। তাই বিধিমতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বাসিন্দাদের দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং কাউন্সিলরের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হোক।

NOTICE

Seller 1) Smt. Gouri Banik W/o Sri Pran Kanta Banik. Baman Para, Jal., 2) Smt. Madhuchhanda Chawdhuri, W/o sri Pulak Chowdhuri, Newtown Para, Jal., 3) Smt, Keya Sarkar, W/o Sri Tapas Sarkar, Baman para, Jal,, 4) Smt. Sharmisttha Sarkar W/o Sri Krishnakanta Sarkar, Baman para. Jal., 5) Sri Palash Roy S/o. Lt. Debendra Nath Roy, Congress Para. Jal. 6) Sri Kamal Sutradhar S/o Lt. Fulchand Sutradhar, Gomasta para, Jal., 7) Sri Ashok Chakraborti S/o.Lt. Kshitish Chakraborti, Panpara, Jal., 8) Smt. Ruma Roy chowdhury w/o.sri, Debu Roy Chowdhury, Newton Para, Jal. As constituted Power of attorney. 1) Sri Prankanta Banik S/0.Lt. Narayan ch. Banik, Bamon Para, Jal., 2) Sri Pulak chowdhury S/o Lt. Suresh Ch. Chowdhury, Newtown Para, Jal. Mouza;-Kharia, Sheet no. 61, J.L. NO:- 07, L.R.Khatian No.188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 187, L. R Plot No:-

শপিং মলের ফুড কোর্টে পাউরুটিতে ফাঙ্গাস, চিলি ফ্লেক্সে আরশোলা! খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের বড়সড় অভিযান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির এক নামী শপিং মলের ফুড কোর্টে মিলল একের পর এক খাদ্য অনিয়ম। সেভক রোডে অবস্থিত ওই শপিং মলে শুক্রবার অভিযান চালায় রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, শিলিগুড়ি পৌর নিগম এবং দমকল বিভাগের একটি যৌথ দল। অভিযানে ফুড কোর্টের বেশ কয়েকটি নামীদামি খাবারের দোকানের রান্নাঘরের বেহাল চিত্র সামনে আসে। একটি বেকারির পাউরুটিতে ফাঙ্গাস পাওয়া যায়। একটি আইসক্রিমের দোকানে দেখা যায় আরশোলা ঘোরাফেরা করছে। এমনকি চিলি ফ্লেক্সের কৌটায় ছোট ছোট আরশোলাও মেলে। এই চিত্র দেখে কার্যত চমকে গেছেন অফিসারেরা। খাবারের দোকানগুলির রন্ধন প্রক্রিয়া, স্টোরেজ এবং স্বাস্থ্যবিধি যাচাই করতে গিয়ে উঠে আসে একাধিক গাফিলতির চিত্র। কোথাও খাবার ঢেকে রাখা হয়নি, কোথাও আবার রান্নাঘরের ভিতরেই স্তূপ করে রাখা হয়েছে আবর্জনা। শুধু তাই নয় ফায়ার সেফটি নিয়েও রয়েছে একাধিক অনিয়ম, ফায়ার সেফটি ব্যবস্থায় যা রাখা হয়েছে তা অনেকদিনের পুরনো এবং এক্সপায়ার। খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের তরফে একাধিক দোকানকে আইনি নোটিস ধরানো হয়েছে। বেশ কিছু দোকানকে ৭ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ মানা না হলে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আধিকারিকেরা। এই ঘটনার পর ফুড কোর্টে খাবার খেতে আসা সাধারণ মানুষের মনে দানা বাঁধছে আশঙ্কা। প্রশ্ন উঠছে, নামী দামী শপিং মলেও যদি এমন অবস্থা হয়, তবে নিরাপদ খাবারের নিশ্চয়তা কোথায়?

ডিফু স্টেশনে ১৭ জুলাই থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস-এর স্টপেজ চালু

মালিগাঁও, ১৮ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ডিফু রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১২৪২৪ / ১২৪২৩ (ডিব্রুগড় - নতুন দিল্লি - ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস-এর একটি নতুন স্টপেজ চালু করার কথা আনন্দের সাথে ঘোষণা করেছে। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্টপেজ অসমের ডিফু এবং সংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য উন্নত রেল সংযোগের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে। এই উপলক্ষে, ১৭ জুলাই তারিখে ডাউন / আপ রাজধানী এক্সপ্রেসের

আগমন / প্রস্থানের আগে কার্বি আংলং স্বায়ত্ব পরিষদ-এর মুখ্য কার্যবাহী সদস্য ড. তুলিরাম রংহাং, সাংসদ শ্রী অমরসিং টিসো এবং রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ডিফু রেলওয়ে স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুটি ট্রেনই ডিফু রেলওয়ে স্টেশনে দুই মিনিটের জন্য থামবে। এই নতুন কৌশলগত সংযোজন ডিফু, কার্বি আংলং এবং আশ-পাশের অঞ্চলের বাসিন্দাদের ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবার সরাসরি অ্যাক্সেস প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগের সাথে, এই অঞ্চলের যাত্রীরা এখন নতুন দিল্লি যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলিতে দ্রুত এবং আরও আরামে ভ্রমণ করতে পারবেন, যার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই অংশে গতিশীলতা, আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং আর্থ-সামাজিক বিকাশ বৃদ্ধি পাবে। ডিব্রুগড় - নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস প্রতিদিন চলাচল করে এবং এর গতি এবং সুবিধার জন্য সুপরিচিত, যা প্রায় ৩৭ ঘন্টা সময়ে ২,৪০০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করে। ডিফু স্টেশনকে স্টপেজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবাগুলিকে সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলগুলির কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি অঞ্চলে রেল যোগাযোগ উন্নত করার প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/221 (1st call)
Name of work : **Repairing of road at Beerpara Lane (In Patches), Tarasankar Sarani (In Patches) & surrounding areas under Br-I.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,93,946.19**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00**. Period of Completion: **180 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.08.2025 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **23.07.2025 (12 noon)** in the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (E), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/ELY/ESTM-41/25-26 (1st call)
Name of work : **Operation & maintenance of CCTV system at Entally Market and Municipal Service Commission under KMC**. Estimated Amount : **Rs. 2,20,972.50**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **365 Days**.
2. NIT No. : KMC/ELY/ESTM-173R/24-25 (2nd call)
Name of work : **AMC for EPABX System at different places in KMC area**. Estimated Amount : **Rs. 4,09,481.60**. Earnest Money: **Rs. 8,200.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **30.07.2025, 4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **22.07.2025, 4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website **http://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/029/25-26 (2nd call)
Name of work: **Protection of road and road side areas by bullah pilling on swage cannel and beautification at East Rajapur 'D' Block adjacent to Sri Sri Sitala Mandir at Ward No.:109, Br-XII, KMC**. Estimated Cost : **Rs. 1,99,998.92**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **100 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/18/25-26
Name of work: **Development of drainage system from C1-Birnagar to 31/4-Deshbandhu Road in Ward No.:101**. Estimated Cost : **Rs. 2,98,885.03**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/102/18/25-26
Name of work: **Development of the U/G drainage system near Prem. No. J/91 to J/88A Baghajatin Road in Ward-102, Br-XII**. Estimated Cost : **Rs. 2,49,269.47**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/102/22/25-26
Name of work: **Maintenance of road by providing hot mix near Baghajatin J Block, Shivaji Road etc. in Ward No.-102, Br-XII**. Estimated Cost : **Rs. 1,49,741.35**. Earnest Money : **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/48/25-26
Name of work: **Painting of kerb & divider from 91 Prantick Pally to B/3 R.D. Nabapally & from Meghalaya House to Vivanta along R.B. Connector, R.D. Main Rd in Ward-107, Br-XII**. Estimated Cost : **Rs. 2,90,986.54**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/28/25-26/UTTARAN (2nd call)
Name of work: **Installation of uttaran signage board at Entry Point of various uttaran location etc in Ward-107, Br-XII**. Estimated Cost : **Rs. 2,20,637.79**. Earnest Money : **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **60 Days**.
7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/053/25-26
Name of work: **Construction of U/G drainage system along with development of road near Premises No. 185/1 Purbachal Main Road in Ward No. 106**. Estimated Cost : **Rs. 4,55,500.41**. Earnest Money : **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **28.07.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 7). Date and time of opening of bid : **30.07.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

The **Executive Engineer (E)/Lighting Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :
1. NIT No. : LTG/363/WD-12/BR-II/Z-I/23-24
Name of work : **Installation of electrical wiring & all accessories for Urban Health & Wellness Centre (U-H&WC) at C.I.T. Park in Ward No.-12 under Br-II**. Estimated Amount : **Rs. 4,95,638.15**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **50 Days**. Last date of submission of bid: **31.07.2025** at **5 p.m.**
2. NIT No. : LTG/140/WD-17/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work : **Installation of ACP glow sinage board at Bidhan Sarani, Aurobinda Sarani and diff. places in Ward No.-17**. Estimated Amount : **Rs. 2,98,802.95**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.
3. NIT No. : LTG/139/WD-16/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work : **Electrical wiring and power arrangement New Constructed Hall Room at Sahitya Parisad Street in Ward No.-16**. Estimated Amount : **Rs. 1,74,833.02**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Period of Completion: **20 Days**.
4. NIT No. : LTG/144/WD-16/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work : **Improvement of street light arrangement at Gorachand Bose Lane, Iswar Mill Lane and diff. places in Ward No.-16**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,630.99**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.
5. NIT No. : LTG/141/WD-17/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work : **Improvement of street light arrangement at Masjid Bari Street, Beadon Row and diff. places in Ward No.-17**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,484.87**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date of submission of bid: **28.07.2025 (12 noon)** (for sl. no. 2 to 5).
6. NIT No. : LTG/170/WD-14/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing and replacement work of street light LED fittings at Satkari Mitro Lane and other places in Ward No.-14 under Br-III**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,748.18**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date of submission of bid: **29.07.2025 (1 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **19.07.2025** at **5 p.m.** (for sl. no. 1) **/ 18.07.2025 (12 noon)** (for sl. no. 2 to 5) and **18.07.2025 (4 p.m.)** (for sl. no. 6). The website : **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 6).
7. NIT No. : LTG/160/WD-34/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing & replacement work of road side garden lighting arrangement at Beleghata Main Road and other places in Ward No.-34**. Estimated Amount : **Rs. 1,85,320.33**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
8. NIT No. : LTG/203/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing and replacement of electrical accessories of Sir Gurudas Municipal Market in Ward No.-30 under Br-III**. Estimated Amount : **Rs. 1,62,969.98**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Period of Completion: **30 Days**.
9. NIT No. : LTG/161/WD-30/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing & replacement work of road side garden lighting arrangement at Manicktala Main Road and other places in Ward No.-30**. Estimated Amount : **Rs. 1,88,593.42**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
10. NIT No. : LTG/86/WD-34/BR-III/Z-I/25-26 (2nd call)
Name of the work : **Supply and delivery of LED light fittings at Beleghata Main Road and other places in Wd No.-34**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,468.23**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date of submission of bid: **29.07.2025 (1 p.m.)** (for sl. no. 7 to 10). The bid forms and other details are available on & from **18.07.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. (for sl. no. 7 to 10). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 7 to 10).

688/25-26

চাষবাস

বৃষ্টি নেই, প্রখর রোদে মাঠে উড়ছে ধুলো, চাষের সঙ্কট বাড়ছে উত্তরে

আমন ধানের বীজতলা রোদে তাপে ঝলসে হলুদ হয়েছে। ধান চারার আকাল চেহারা নিয়েছে উত্তরের গ্রামগুলি। এদিকে সেচের জল দিয়ে যারা চারা বুনেছিলেন তাদেরও খেতের মাটি প্রখর রোদের তাপে শুকিয়ে গিয়েছে। কৃষিকর্তারা বলছেন, এবার আমন ধানের উৎপাদন উদ্বেগজনকভাবে কমতে পারছেন না চাষিরা। নিচু জমিতেও জলের টান ধরেছে। কিছু চাষি ঘন্টায় দুশো টাকা খরচ করে সেচের জলে নিচু জমিতে ধানের চারা বুনেছিলেন। সেখানেও খরার মতো মাটি ফুটিফাটা হয়েছে। ধানের বীজতলা ঝলসে হলুদ হয়েছে। নতুন করে বুনবেন সেই চারা মিলছে না গ্রামে। এমন পরিস্থিতিতেও ভারী বর্ষণের সুখবর গিয়েছে। গত জুন মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত এই জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি ছিল। ২৫ জুন পর্যন্ত ৯৪ শতাংশের অধিক বৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে রবিবার সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত জেলায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ৩১.২৩ মিলিমিটার।

পুরুলিয়ার উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) আদিত্য দুয়ারি বলেন, উপরে থাকার কারণে পাখিরাও খেয়ে ফেলে। যারা বৃষ্টির মধ্যেই বীজতলা ফেলেছিলেন তারা এখন সমস্যায় পড়েছেন। দ্বিতীয় নিম্নচাপের বৃষ্টিতে জল জমে যাওয়ায় তা রীতিমতো ফেলতে হচ্ছে কৃষকদের। ফলে ভীষণই সমস্যায় তারা। গতবছর দেরিতে বর্ষা আসে। কিন্তু তারপরেও

পারে। উঁচুজমিতে এখনও ধান বোনা সম্ভব না হওয়ায় মার খেতে পারে পুজোর সবজি উৎপাদন। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর জানান, এই সময় ৬০ শতাংশ জমিতে ধানচারা রোপণের কাজ শেষ হয়ে যায়। এবার মাত্র ৪০ শতাংশ জমিতে ধান বোনা হয়েছে। জলের অভাবে সেটার অবস্থাও উদ্বেগজনক। বৃষ্টি ছাড়া পরিস্থিতি মোকাবিলার বিকল্প কোনও পথ নেই। ধান সঠিক পরিমাণে উপাদন না হলে কত টাকার ক্ষতি হতে পারে? সেই প্রশ্নও উঠছে। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হলে কতটা সময় আমন ধান চাষে সময় পাওয়া যাবে? সেই প্রশ্নও উঠছে। ভরা বর্ষায় প্রখর রোদের দাপট। অসহ্য গরম। রবিবার তাপমাত্রার পারদ চড়েছে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। রাতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হলেও কাজে লাগেনি। মাঠে জল জল দাঁড়ায়নি। জলের অভাবে উঁচু জমিতে ধান চারা বুনতে দিতে পারছেন না আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা। তারা জানিয়েছেন, আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত একই পরিস্থিতি চলতে পারে। কৃষিদপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, তেমন হলে এবার ধানের ফলন উদ্বেগজনকভাবে মার খাবে। শুধু তাই নয়। উঁচু জমিতে ধান কেটে নেওয়ার পর শুরু হয় পুজোর সবজি চাষ। এবার সেটাও মার খাবে। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর মাধবডাঙা গ্রামের এক ধান চাষি বলেন, জলের অভাবে গ্রামের প্রত্যেকের ধানখেতের মাটি শুকিয়েছে। ধানচারা হলুদ হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

রোদ ঝলমলে নীল আকাশ না পাওয়ায় সমগ্র পুরুলিয়া জুড়ে বীজতলার কাজ ব্যাপকভাবে মার খাচ্ছে। গত শনিবার সন্ধ্যা থেকে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে বৃষ্টি চলছেই জেলায়। ফলে জনজীবন থমকে 'বৃষ্টির কারণেই বীজতলার কাজ করা যাচ্ছে না। তবে সময় এখন আছে।'' আগের নিম্ন চাপের বর্ষণে এই জেলার কৃষকরা আশা করেছিলেন এবার হয়তো গত ২ বছরের মত পরিস্থিতি হবে না। একেবারে সময়মতো বীজতলার কাজ শেষ করা যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি হয়ে গেল উল্টো। আবার একটি নিম্নচাপের বৃষ্টি। তাছাড়া দুই নিম্নচাপের মাঝখানে যে সাত দিন ছিল সেইকটা দিনও খামখেযালিপনা আবহাওয়া কৃষকরা বীজ ফেলতে পারেননি।

সাধারণভাবে প্রথমে কিছুটা বৃষ্টিতে জমি ভেজা। তারপর শুকনো আবহাওয়ায় বীজ তলার কাজ হলে ফলন ভালো হয়। এছাড়া কাদামাটিতেও বীজতলার কাজ হয। তবে পরবর্তীকালে প্রচুর জলের প্রয়োজন পড়ে। পর্যাপ্ত জল না মিললে সেই বীজ বার হয় না। মাটি শুকিয়ে গেলে বিপদের মুখে পড়েন কৃষকরা। কাদা মাটিতে বীজগুলো অতিবৃষ্টি। ফলে আমন ধানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। আর তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২৩-এ বৃষ্টি না হওয়ায় ফলন ব্যাপক মার খায়। তুম্বা ঝালদা গ্রামের কৃষক চিত্তরঞ্জন মাহাতো, আহা।রা গ্রামের কৃষক অক্ষয় মাহাতো বলেন, ' জেলায় রীতি রয়েছে ১৩ জ্যৈষ্ঠ রহিন পরব থেকে বীজ বপনের কাজ শুরু করেন কৃষকরা। কিন্তু সেইসময় বৃষ্টি না হওয়ায় বীজতলার কাজ করা যায়নি। তারপর নিম্নচাপের বৃষ্টির পর ভেবেছিলাম রোদ বার হলে ভালোভাবে বীজতলার কাজ হবে। কিন্তু আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বীজতলার কাজ হয়নি। আর তার মধ্যে আবার নিম্নচাপ। জানি না এবার কি হবে।'' অর্থাৎ বর্ষা আগে এসেও শান্তি নেই। বীজতলার কাজ না হওয়ায় চারা কবে রোপণ হবে তা বুঝতে পারছেন না কৃষকরা। এদিকে দেরিতে চারা রোপন হলে ফলনে মার খাবে।

জামবনীর মহিলারা এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে গোবিন্দভোগ ধানের সবুজ বিপ্লব ঘটান

জমিতে নেমে তাঁরাই তৈরি করেন বীজতলা। রোপন করেন ধান। জমির নিড়ানি, ধান কাটা থেকে ধান ঝাড়া। সবটাই করেন তারা। তারা কারা, জঙ্গলমহল ঝাড়গ্রামের জামবনি ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলারা। যারা গোবিন্দভোগ ধানের চাষ করে সুগন্ধি ছড়িয়েছেন বনমহলে। আর তা প্যাকেটবন্দি করে রাজ্যের আনন্দধারা প্রকল্পে নানান গ্রামীণ মেলার মধ্য দিয়ে পৌঁছছে বাংলার বিভিন্ন জায়গায়। ফলে যে মহিলারা শুধুমাত্র আমন চাষ করে কাজের অভাবে বর্ধমান এমনকী পেটের টানে বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিতেন। তারা এখন সুগন্ধি ধানের চাষ করে এই বনমহলে আক্ষরিক অর্থেই সবুজ বিপ্লব ঘটিযেছেন।

কিন্তু এই কাজটা সহজ ছিল না। ঝাড়খণ্ড ছুঁয়ে থাকা পশ্চিমাঞ্চলের এই রুখা মাটিতে ওই পিছিয়ে পড়া মহিলাদেরকে একত্রিত করেছে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের রনবহাল গ্রামের একটি আধ্যাত্মিক সংস্থা শময়িতা মঠ। তাদের সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড রুরাল এন্ড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট-র আওতায় এই গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ চলছে সমগ্র জঙ্গলমহল পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম-সহ ওড়িশাতেও। তারাই জামবনীর মহিলাদের এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে উৎপাদক দল তৈরি করেন। তাঁরাই মাঠে নেমে গোবিন্দভোগ ধানের সবুজ বিপ্লব

ঘটান!এই ব্লকের মোট ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ধড়সা, পড়িহাটি, কাপগাড়ি, গিধনি, চিল্কিগড় দুবড়াতে একবারই চাষ হয়। লালবাগ ও জামবনিতে ধানের সঙ্গে সরষে হলেও বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে তা হয় না। তাই সেখানকার মহিলারা আমন চাষ শেষ করে ফি বছর পেটের টানে পুবে খাটতে যেতেন। কিন্তু ওই মঠ তাঁদের জীবন যেন বদলে দিয়েছে! বদলে গিয়েছে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। জামবনির বিডিও দেবব্রত জানা বলেন, এখানকার মহিলারা গোবিন্দভোগের চাষ করে আক্ষরিক অর্থেই নজর কেড়েছেন। তাঁদের কাজ দেখে আরও অন্যান্য মহিলারাও এগিয়ে আসবেন।ওই আটটি পঞ্চায়েতের ১৮টি উৎপাদক দলের ৬০০০ মহিলা প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে সুগন্ধী ধানের চাষ করেন। স্বর্ণ, ললাট ধান চাষ করে যেখানে তারা কুইন্টাল পিছু ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা পান। সেখানে এই সুগন্ধি ধানের চাষ করে প্রতি কুইন্টালে পান ৫ হাজার টাকা। প্রায় ২০টনের বেশি ধান বিক্রি করে গত এক বছরে সাড়ে ৬ লাখ টাকা লক্ষ্মীলাভ করেন। আর এবার স্বপ্ন আরও বড়।জামবনির মোট ৩০ টি উৎপাদক দল তাদের প্রায়ই মোট ৬০০ থেকে ৭০০ বিঘা জমিতে এই চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। যার কাজ শুরু করে দিয়েছেন গিধনীর শালবনীর দুলালী টুডু, ধড়সার কাপূরমনি মান্ডি। তাঁদের কথায়, আমরা গোবিন্দভোগ ধান বিক্রি করে যেমন হাতে অর্থ পেয়েছি। তেমনই প্রক্রিয়াকরনের মধ্য দিয়ে গোবিন্দভাগ চাল বিক্রি করে ১০০ টাকা কেজি প্রতি হিসাবে দ্বিগুণ লাভ পেয়েছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে এখন আমাদের চালের অর্ডার আসছে। অনলাইনেও যাতে বাজারজাতকরণ করা যায় সেই চেষ্টাও চলছে। শময়িতা মঠের এক্সিকিউটিভ কৌশিক মুদি বলেন, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছর থেকে আমরা এ কাজ করছি। তবে গত বছর থেকে ফলন ভালো হচ্ছে। প্রায় এক বছর ধরে প্রক্রিয়াকরণে দিদিদের হাতে অর্থ এসেছে। এই সুগন্ধি ধান বর্ধমান, খড়গপুরের পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশেও পাঠানো গিয়েছে। এর চাল আনন্দধারা প্রকল্পে গ্রামীণ মেলার মধ্য দিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। আর এবার আরও বেশি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ওই মহিলারা মাঠে নামছেন।

পহেলগাঁও হামলার নেপথ্যে থাকা টিআরএফকে জঙ্গি সংগঠন বলে ঘোষণা করল আমেরিকা

১৮ জুলাই ঃ পহেলগাঁও হামলার নেপথ্যে থাকা টিআরএফকে জঙ্গি সংগঠন বলে ঘোষণা করল আমেরিকা। বৃহস্পতিবার মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও জানান, দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, টিআরএফকে জঙ্গি তালিকাভুক্ত করার প্রতিবাদে একাধিকবার সুর চড়িয়েছে পাকিস্তান। তবে এবার টিআরএফের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল ওয়াশিংটন। ২২ এপ্রিলের নরসংহারের পর দায় স্বীকার করে লস্করের ছায়া সংগঠন ' রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট'। কিন্তু কয়েকঘন্টার মধ্যেই তা প্রত্যাহারও করে দেয় টিআরএফ। তবে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর প্রথমে টিআরএফের তরফে দায় স্বীকার করা ও পরে তা অস্বীকার করার নেপথ্যেও পাকিস্তানের হাত দেখছেন তদন্তকারীরা। এবং পুরোটাই হয়েছে পরিকল্পিত ছকে। তারপরে পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র নিন্দ জানিয়ে নিন্দাপ্রস্তাব প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। তবে সেই প্রস্তাবে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন টিআরএফের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

এদিকে পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার দু'টি পাক সংবাদমাধ্যম দাবি করে লে, সেপ্টেম্বরে সেদেশে যাবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই জিও নিউজ এবং এআরওয়াই নিউজের তরফে ক্ষমা চেয়ে জানানো হয়, এখনই ট্রাম্পের পাক সফরের কোনও সম্ভাবনা নেই।জানা গিয়েছে, ইসলামাবাদের দু'টি সংবাদমাধ্যম দাবি করে, সেপ্টেম্বর মাসেই পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও পাকিস্তানের তরফে সরকারিভাবে এবিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। রাত বাড়তেই ভুল স্বীকার করে দুই সংবাদসংস্থা। ক্ষমা চেয়ে তারা জানায়, বিদেশমন্ত্রকের থেকে নিশ্চিত না করেই খবরটি প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু পাক বিদেশমন্ত্রক পরে জানিয়েছে আপাতত ট্রাম্পের সফরের পরিকল্পনা নেই।বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছে হোয়াইট হাউসও। এক মার্কিন অধিকারিক জানিয়েছেন, পাক সফর নিয়ে এবার কোনও দিনক্ষণ ঠিক করা হয়নি। ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসও জানিয়েছে ট্রাম্পের পাক সফর নিয়ে কিছু বলার নেই। একই মন্তব্য পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র শফাকত আলি খানেরও।প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ পাকিস্তানের মাটিতে পা রেখেছিলেন। তারপর থেকে আর কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টই পাক সফরে যাননি। পহেলগাঁও কাণ্ড এবং অপারেশন সিঁদুরের পর ট্রাম্প এবং পাকিস্তানের সখ্য একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বরাবর বলে এসেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত তিনিই থামিয়েছেন। বাণিজ্য বন্ধের হুমকি দিয়ে দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে সংঘাত রুখে দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া উচিত বলে দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

জমি কেলেঙ্কারিতে রবার্ট বঢরার বিরুদ্ধে নতুন চার্জশিট ইডির, সরব রাহুলগান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ আরও বিপাকে সোনিয়া গান্ধীর জামাই ও সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর স্বামী রবার্ট বঢরা। তাঁর বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতি মামলায় অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বঢরার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি ও জমির নথি জালের অভিযোগ এনেছে তদন্তকারী সংস্থাটি। এই জমি কেলেঙ্কারিতে প্রিয়াঙ্কার স্বামী প্রায় ৫১ কোটি টাকা মুনাফা তুলেছে বলে দাবি ইডির। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা-সহ আরও বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী। জামাইবাবুর বিরুদ্ধে এই চার্জশিট নিয়ে পাল্টা সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

ইডি শিকোপুর জমি চুক্তি মামলায় বৃহস্পতিবার রবার্ট বঢরা ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে সাপলিমেন্টারি প্রসিকিউশন কমপ্লেইন্ট বা চার্জশিট দাখিল করল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাটি। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে রবার্ট বঢরা, তৎকালীন হরিযানার মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা, রিয়েল এস্টেট সংস্থা ডিএলএফ এবং একজন প্রপার্টি ডিলারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, নথি জাল করা এবং প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। ইডি-র চার্জশিট অনুসারে, ২০০৮ সালে একটি আবাসন প্রকল্প তৈরির জন্য শিকোপুরে ৭.৫ কোটি টাকা দিয়ে ৩.৫৩ একর জমি

কিনেছিল রবার্ট বঢরার মালিকানাধীন সংস্থা, 'স্কাইলাইট হসপিটালিটি'। কিন্তু প্রকল্পটির কোনও কাজ হয়নি। পরে ওই জমিটি স্কাইলাইট হসপিটালিটি ৫৮ কোটি টাকায় বিক্রি করেছিল ডিএলএফকে। ইডির দাবি, এর মধ্য দিয়ে বড় অঙ্কের তহবিল তছরুপ করেছিল রবার্টের সংস্থা। জমিটি বেচে যে বিরাট মুনাফা করেছিল স্কাইলাইট হসপিটালিটি, সেই অর্থ কোথা থেকে এল, সেই মানি ট্রেইলের সন্ধান করছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি।জামাইবাবুর বিরুদ্ধে এই চার্জশিট নিয়ে পাল্টা সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলছেন, এভাবে ১০ বছর ধরেই প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে। আমার জামাইবাবুর বিরুদ্ধে উইচ হান্টিং চলেছে। রাহুল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আমি প্রিয়াঙ্কা, রবার্ট ও ওদের বাচ্চাদের সঙ্গে আছি। আমার বিশ্বাস ওরা এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো দৃঢ়চেতা ও সাহসী। সত্য প্রকাশ্যে আসবেই।

দিল্লির স্কুলে বোমা হামলার হুমকি, তল্লাশিতে মিললো না কিছুই

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ শুক্রবার দিল্লির ২০টিরও বেশি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ভয়ের আবহে শিক্ষার্থীদের স্কুল প্রাঙ্গন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে চলতি সপ্তাহেই রাজধানীর ৩০টি স্কুলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হল। স্বাভাবিকভাবেই রাজধানীর স্কুলগুলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে একে একে ২০টি স্কুলে বোমা মারার হুমকি দেওয়া হয়। এই নিয়ে চলতি সপ্তাহে ৪ দিনে রাজধানীর ৩০টি স্কুল হুমকি পেল। এদিন যে স্কুলগুলিতে হুমকি দেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে রিচমন্ড গ্লোবাল স্কুল, অভিনব পাবলিক স্কুলের মতো প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটি কলেজেও এদিন বোমা মারার হুমকি দেওয়া হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দিল্লি পুলিশ, বম্ব স্কোযাড়, ডগ স্কোয়াড এবং সাইবার বিশেষজ্ঞ দল। স্কুলগুলি খালি করে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। তবে চিরুনি তল্লাশির পরও সংেদহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। শুক্রবার দিল্লির ২০টিরও বেশি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে একে একে ২০টি স্কুলে বোমা মারার হুমকি দেওয়া হয়। এই নিয়ে চলতি সপ্তাহে ৪ দিনে রাজধানীর ৩০টি স্কুল হুমকি পেল। এই নিয়ে এএপি নেত্রী অতিশী দিল্লি সরকারকে নিশানা করেছেন। বলেছেন, আমাদের শিশুদের নিরাপত্তা বা সুরক্ষা প্রদানে ব্যর্থ দিল্লি সরকার। এক্স বার্তায় অতিশী জানান, আজ ২০টিরও বেশি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে! ভাবুন শিশু, অভিভাবক এবং শিক্ষকরা কতটা কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপি দিল্লির শাসনব্যবস্থার চারটি ইঞ্জিনই নিয়ন্ত্রণ করে, তাও আমাদের শিশুদের কোনও সুরক্ষা দিতে পারছে না! মর্মান্তিক!

আমরা খুবই উদ্বিগ্ন' সিরিয়ায় ইজরায়েলের হামলার পর মন্তব্য মার্কো রুবিওর

১৮ জুলাই ঃ আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। আমরা চাই সংঘাত দ্রুত শেষ হয়ে যাক। সিরিয়ায় ইজরায়েলের হামলার পর এমনই মন্তব্য করলেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। তিনি বলেন, সিরিয়ায় ইজরায়েলি সেনার হামলায় আমরা উদ্বিগ্ন। আমেরিকা গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। আমরা চাই সংঘাত দ্রুত মিটে যাক। আশা করছি শীঘ্রই আমরা ভালো কোনও খবর শুনতে পাবো।

বুধবার সিরিয়ার রাজধানী দামাসকাসে সেনা হেড কোয়ার্টার লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েল। জানা গিয়েছে, দামাসকাসের সেনাঘাঁটির দরজা গুঁড়িয়ে গিয়েছে ইজরায়েলি হানায়। সিরিয়ার জাতীয় মিডিয়ার দপ্তরেও হামলা হয়, তার জেরে সম্প্রচার ছেড়ে পালিয়ে যান সঞ্চালিকা। প্রেসিডেন্টের বাসভবনের কিছু অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মিসাইল আছড়ে পড়ার ভিডিও ধরা পড়েছে সংবাদসংস্থা আল জাজিরার ক্যামেরায়। আপাতত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে, আহত অন্তত ১৮ জন। তেল আভিভের তরফ থেকে জানানো হয়, সিরিয়ার দক্ষিণে দ্রুজদের বিরুদ্ধে সেদেশের প্রশাসন যা পদক্ষেপ করছে সেদিকে নজর রাখছে ইজরায়েলি সেনা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশেই অপারেশন চালানো হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই সিরিয়ার দক্ষিণে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। স্থানীয় দ্রুজদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে সিরিয়ার সেনা। উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পতনের পর বর্তমানে সিরিয়ার মসনদে সুন্নি ইসলামপন্থী নেতৃত্ব। তাদের সঙ্গে বারবার সংঘাতে জ।য়েছে সংখ্যালঘু দ্রুজরা। এহেন পরিস্থিতিতে দ্রুজদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে ইজরায়েল।

ব্রিটেনে ভোটদানের ন্যূনতম বয়স হবে ১৬!

১৮ জুলাই ঃ ভোট দেওয়ার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ১৬ করার প্রস্তাব ব্রিটেনে। গণতন্ত্রে কমবয়সিদের অংশগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতেই এই প্রস্তাব করা হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রেনার। এবার যদি পার্লামেন্টে সেটি পাশ হয়ে যায় তাহলে গোটা ব্রিটেন স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের সঙ্গে একসারিতে বসবে। ওই দুই দেশে যথাক্রমে ১৬ ও ১৭ বছর হল ভোটদানের ন্যূনতম বয়স।

২০২৪ সালে ব্রিটেনের নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৫৯.৭ শতাংশ। যা ২০০১ সাল থেকে ধরলে সর্বনিম্ন। এই পরিসংখ্যান সামনে আসার পরই আশঙ্কার জন্ম হয়। কেন ভোটার সংখ্যা কমছে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন অনেকেই। গবেষণার পর দেখা গিয়েছে, ভোটারের বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ করলে ভোটদানের শতকরা হার বৃদ্ধি পাবে।

একাধিক হোস্টেল পরিদর্শন করলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আমবাসা, ১৮ জুলাই ঃ কিছুদিন পূর্বে ধলাই জেলার নালকাটা এলাকার ৮২ মাইল প্রোপার এসটি বয়েস হোস্টেলে দশম শ্রেণির ছাত্র জেকিম মারাক-এর আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রের আত্মহত্যার সঠিক কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য শুক্রবার হোস্টেলটি পরিদর্শনে যান জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।তাঁর সঙ্গে ছিলেন এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা এবং জনজাতি কল্যাণ দফতরের আধিকারিকরা। মন্ত্রী হোস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং জেকিমের মৃত্যুর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে তা জানতে খোঁজখবর নেন। তিনি ছাত্রের অকালমৃত্যুতে গভীর দু ঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, এই ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে, তার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের আরও সচেতন হতে হবে। ছাত্ররা যেন কোনওরকম নেশাগ্রস্ততার শিকার না হয়, সেদিকে সবাইকে নজর দিতে হবে। এদিন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ৮২ মাইল প্রোপার এসটি গার্লস হোস্টেল এবং ৮২ মাইল রেসিডেন্টিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের হোস্টেলও পরিদর্শন করেন। তিনি হোস্টেলগুলির বিভিন্ন সমস্যা খতিযে দেখেন এবং সমস্যার সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ও জনজাতি কল্যাণ দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মন্ত্রী জানান, শিক্ষার পরিবেশ নিরাপদ ও ইতিবাচক রাখতে হবে। ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। এই পরিদর্শন হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। সকলে আশা করছেন, ভবিষ্যতে যেন এমন মর্মান্তিক ঘটনা আর না ঘটে।

ঝাড়গ্রাম ও সারডিহা স্টেশনের মধ্যে ট্রেনের সঙ্গে হাতির সংঘর্ষের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা

১৮ জুলাই ঃ ২০২৫ সালের ১৮ জুলাই রাতে বনস্তলা ও সারডিহা স্টেশনের মধ্যে ডিএন জন শতাব্দী এক্সপ্রেসের লোকোমোটিভের ধাক্কায় তিনটি হাতির মৃত্যুতে গভীর দু ঃখের সাথে স্বীকার করা হচ্ছে। রেলওয়ে বন্যপ্রাণীর এই মর্মান্তিক ক্ষতির জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করছে। আমরা উদ্বেগের সাথে বন বিভাগের কিছু বিবৃতি লক্ষ্য করেছি যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে এলাকায় হাতির চলাচল সম্পর্কে পূর্বে রেলওয়েকে জানানো হয়েছিল, কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।উপরোক্ত বক্তব্যটি বাস্তবিকভাবে সঠিক এবং বিভ্রান্তিকর নয়। বন কর্তৃপক্ষ হাতির পালের চলাচল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রেল কর্তৃপক্ষকে লিখিত বা টেলিফোনে কোনও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ করেনি। একটি সাধারণ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে যেখানে গভীর রাতে অর্থাৎ রাত ১০.৫৬ মিনিটে এই চলাচল সম্পর্কে একটি বার্তা পোস্ট করা হয়েছিল। কিন্তু, কোনও সাধারণ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের প্রতিটি বার্তা রিয়েল টাইমে এবং তাও মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে পড়ার আশা করা হয .না।বিষয়টি এত গুরুতর প্রকৃতির হওয়ায়, সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তাদের উচিত ছিল রেলওয়ের সাথে লিখিতভাবে বা টেলিফোনে যোগাযোগ নিশ্চিত করা, কোনও ফলো-আপ ব্যবস্থা ছাড়াই কেবল একটি সাধারণ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বার্তা পোস্ট করার পরিবর্তে।অতীতে, বন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করা হত, উদাহরণস্বরূপ ঃ সর্বশেষ এই ধরনের স্মারকলিপি ০৬.০৭.২০২৫ তারিখে সারডিহার স্টেশন ম্যানেজার, মানিকপাড়া রেঞ্জ, ঝাড়গ্রামের ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী গতির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।

৭,০০ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার শিলান্যাস মোদীর

গোরখপুর, ১৮ জুলাই ঃ ৭,০০ কোটি কোটি টাকা থেকে আরও উন্নয়ন পরিকল্পনার শিলান্যাস, উদ্বোধন এবং জাতিসত্তাকে সমর্থন করেছেন। শবনের পবিত্র মাসগুলিতে বাবু সোমেশ্বরনাথের ধাপে শিশ ঝুকাতেং সন্ধ্যায় বিহারের বাসিন্দাদের জীবন সুখ ও সমৃদ্ধির কাজ করা এবং আশীর্বাদ করা। শ্রী মোদীর উপস্থিত জনসমূহকে সংবোধিত করে বলেছে যে এটা চম্পারণের ভূমিকা রয়েছে, এক ধর্মী যার ইতিহাসের কথা। স্বাধীন আন্দোলনের সময়, একই ভূমিতে মহাত্মা গান্ধীকে নয় দিশা দিচ্ছিল। মোদী বলেছেন সে বিপ্লবী অগ্রগতি সাক্ষী হয়ে উঠছে। তিনি বলেন যে, যে-প্রভু কখনও কেবলমাত্র পশ্চিম দেশ কথা, তিনি এখন আগের দেশগুলি দ্বারা শেয়ার করা হচ্ছে, যার অংশীদারি এবং প্রভাব ক্রমাগত বাড়ছে। তারা বলেন, আগে দেশ এখন উন্নয়নের নতুন গতি পাচ্ছে। একই প্রসঙ্গে, পিএম বলেছেন যে যেমন পূর্বে দেশব্যাপী স্তরে অগ্রসর হচ্ছে, একইভাবে ভারতেও আগের রাজ্যগুলির যুগ হচ্ছে। তিনি সরকারের এই সংকল্পের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন যে আগমনের সময় পূর্বে মোতিহারীর অবস্থান পশ্চিমে মুম্বই এর প্রধান স্থান হবে। শ্রী মোদীকে গুরুগ্রামের মতো একই সুযোগ, পাটনা হিসাবে পুণিরূপে শিল্প বিকাশ এবং সংথাল পরগনা সুরত হিসাবে বিকাশ নিশ্চিত করার সংকল্প গ্রহণ করুন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে কি জলপাইগুড়ি এবং জাজপুরে ভ্রমণ জয়পুরের মতো নতুন কির্ত্তিমান ইনস্টল করুন এবং বীরভূমকে লোকে বেঙ্গালুরুকে কীভাবে উন্নতি করবে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ইডি-র হানা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ ছত্তিশগ।রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেলের বাড়িতে ইডি-র হানা। শুক্রবার সকালে তাঁর ছেলে চৈতন্য বাঘেলের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে এই তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। অভিযোগ, এক মদ সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন চৈতন্য। জানা গিয়েছে, ছত্তিশগড়ের ভিলাই শহরে চৈতন্য বাঘেলের যে বাড়িতে তিনি এবং তাঁর বাবা ভূপেশ বাঘেল একসঙ্গে থাকেন, সেই বাড়িতে শুক্রবার তল্লাশি চলে। তদন্তকারীদের দাবি, মামলায় নতুন কিছু তথ্য এবং সেই সংক্রান্ত প্রমাণও তাঁদের হাতে এসেছে।

Name Change

I, Mohammed Shamim (Old Name) S/o Sk Kallu Residing at 261/A Nisar Mistri Lane, Metiabruz, Garden Reach, District - Kolkata, Pin - 700024 West Bengal shall henceforth be known as Sk Md Shamim (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 51/2025 Dated 18-07-2025. Mohammed Shamim (Old Name) and Sk Md Shamim (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Arun Prosad Patra (Old Name) S/o Harisadhan Patra Residing at Chakshibrambati, Shibrambati, P.o - Basubati, District - Hooghly, Pin - 712409 West Bengal shall henceforth be known as Arun Patra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 53/2025 Dated 18-07-2025. Arun Prosad Patra (Old Name) and Arun Patra (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kalpita Chowdhury (Old Name) D/o Siddhartha Choudhury Residing at B/173, Survey Park, Santoshpur District - Kolkata, Pin - 700075 West Bengal shall henceforth be known as Anumegha Chowdhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 54/2025 Dated 18-07-2025. Kalpita Chowdhury (Old Name) and Anumegha Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Murtuza Abbas Ali Sabir (Old Name) S/o Abbas Ali Sabir Residing at Luxuria Heights, 11/1 New Tangra Road, New Tangra, Vtc+P.o - Gobinda Khatick Road, District - Kolkata, Pin - 700046 West Bengal shall henceforth be known as Murtaza Sabir (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 55/2025 Dated 18-07-2025. Murtuza Abbas Ali Sabir (Old Name) and Murtaza Sabir (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Proyojit Mukherjee (Old Name) S/o Ananda Gopal Mukherjee Residing at GR FR, 273 Ashok Garh, Vtc+P.o - E.K.T, District - Kolkata, Pin - 700107, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Priyajit Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 52/2025 Dated 18-07-2025. Proyojit Mukherjee (Old Name) and Priyajit Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sodhen Konai S/o Oramba Konai Residing at Fatepur, P.o+P.s - Mallarpur, District - Birbhum, Pin - 731216, West Bengal India shall henceforth be known as Sadhan Konai. I declare that Sodhen Konai and Sadhan Konai is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-07-2025.

Name Change

I, Jitendranath Paul S/o Late Kalipada Paul Residing at Vill - Shimulpur, P.o - Thakurnagar, P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743287, West Bengal India shall henceforth be known as Jiten Paul. I declare that Jitendranath Paul and Jiten Paul is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-07-2025.

বেনারসের আদলে গঙ্গা আরতি রঘুনাথগঞ্জে, সপ্তাহে দু'দিন বিরাট আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ জুলাই ঃ বাবুঘাট, হুগলির পর এবার মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে শুরু হল কাশীর আদলে গঙ্গা আরতি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের শাখা সংগঠন ধর্ম জাগরণের উদ্যোগে গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জঙ্গিপুর পুরসভার রঘুনাথগঞ্জ শহরের সদর ঘাটে হনুমান মন্দিরের সামনে শুরু হয়েছে গঙ্গা আরতি। এখন সপ্তাহে দু'দিন রবিবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় আরতির আয়োজন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, কাশীর আদলে আরতি হনুমান মন্দিরের সামনে বাঁধানো ঘাটে লোহার কাঠামো দিয়ে তিনটি অস্থায়ী বেদী তৈরি করা হয়েছে। তিনজন পুরোহিত প্রতিদিন দেন। ঘণ্টা গঙ্গা আরতি করবেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ' সপ্তাহে দু-দিন আরতির ব্যবস্থা থাকছে। রঘুনাথগঞ্জের মানুষ চাইলে প্রতিদিন আরতির আয়োজন করা হবে।' এবার থেকে বহু ব্যয় করে বা বহু ক্রোশ ঘুরে বেনারস বা হরিদ্বারে গঙ্গা আরতি দেখতে যেতে হবে না। পর্যটকদের জন্য মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে অনেক আগেই শুরু হয়েছে গঙ্গা আরতি। দশাশ্বমেধে দাঁড়িয়ে নয়, এখানকার সদরঘাটে বসেই দৃষ্টিনন্দন গঙ্গা আরতি দেখবেন সাধারণ মানুষ। কাশীধামে গঙ্গা আরতি দেখতে দেশ বিদেশের মানুষ ভিড় করেন। কাশীর আদলে গঙ্গা আরতির উদ্যোগ নিয়ে বহরমপুর পুরসভা এখনও শুরু করতে পারেনি। জেলা সদর শহর বহরমপুরকে টেক্কা দিয়ে এবার গঙ্গা আরতি শুরু করা হয়েছে রঘুনাথগঞ্জে।

জীবিকা অর্জন, উদয়পুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তৈরি করছেন মা তারার প্রতিকৃতি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ জুলাই ঃ একটা সময় তারাপীঠ লাগোয়া, উদয়পুর গ্রামে গেলেই তাঁত বোনার সেই মাকুর ঘটাঘট শব্দ শোনা যেত।

একটা সময় গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এই তাঁত বুনে তাদের নিজেদের জীবিকা অর্জন করতেন। তবে আপনি জানেন কী এখন বর্তমানে সেইসব অতীত। এখন এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তৈরি করছেন মা তারার প্রতিকৃতি। আঠার ওপর একটা একটা করে ধান আটকে তৈরি হচ্ছে দেবীর অলংকার। সেই সমস্ত অলংকার সুসজ্জিত ভাবে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে কাঁচের ফ্রেমে। তারপরে শেষ হয়ে সেই দেবীর প্রতিকৃতি চলে যাচ্ছে তারাপীঠের পাশাপাশি দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, বিহার, থেকে শুরু করে নেপাল পর্যন্ত। তারাপীঠে বেড়াতে এসে পর্যটকেরা দেবীর প্রতিকৃতি কিনে বাড়ি ফেরেন। তবে অনেকে হয়তো জানেন না এই প্রতিকৃতি কোথায় তৈরি হয়। উদয়পুর গ্রামের ব্যবসায়ীরা লাগোয়া বলরামপুর গ্রামের মহিলাদের দিয়ে আসছেন ধান, আঠা এবং মোটা কাগজ। মহিলারা শুরু কাপড় পরে একের পর এক ধান বসিয়ে তৈরি করছেন বিভিন্ন অলংকার। ইতিমধ্যেই বলরামপুর গ্রামে কুটির শিল্প পরিণত হয়েছে এই শিল্প। এই অলংকার পরে সংগ্রহ করে নিয়ে আসছেন ব্যবসায়ীরা। সেই অলংকার এবং তার সঙ্গে জরিপুট্টি দিয়ে মা তারাকে দেওয়া হচ্ছে অপরূপ রূপ। গ্রামের মহিলাদের বক্তব্য, মা তারার কৃপাতেই তাঁরা আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। তারাপীঠের অদূরেই উদয়পুরে দেবী কালীর মন্দির। যে মন্দির এবং মূর্তিকে ঘিরে জড়িয়ে আছে বামাখ্যাপা এবং বশিষ্ঠ মুনির নাম। তারাপীঠে যেমন তারা মায়ের পুজো হয় ঠিক তেমনি উদয়পুরে পুজো হয় কালী মায়ের। উদয়পুরের কালী মায়ের নামও ছড়িয়ে পড়েছে উদয়কালী হিসাবে। বর্তমানে দেবী তারার নানা সাজের প্রতিকৃতি তৈরি করে উদয়পুর এখন সকলের কাছে এক পরিচিত জায়গা হয়ে গেছে।

থাবা জাপানি এনকেফালাইটিসের! আক্রান্ত দুইজনের মধ্যে মৃত্যু একজনের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ জলপাইগুড়িতে জাপানি এনকেফেলাইটিসের থাবা। আক্রান্ত দুইজনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কিন্তু, মৃত্যুর কারণ এনকেফেলাইটিস কিনা সেই বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, আক্রান্ত দু'জনেই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর ও বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। কিউলেক্স মশা বাহিত এই রোগ দমনে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক জুড়ে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে স্বাস্থ্য দফতর। জানা গেছে, গত ৭ তারিখ আক্রান্ত হন পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা উষা রায়। পরে তার মৃত্যু হয়। এনকেফেলাইটিসেই মৃত্যু কিনা জানতে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের বক্তব্য রিপোর্ট এলেই কারণ স্পষ্ট হবে। অন্যদিকে, গত ১১ তারিখ জ্বরে আক্রান্ত হন বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা রূপলাল হাজরা। তার শরীরেও এনকেফেলাইটিস ধরা পড়ে। বর্তমানে তিনি জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ তে চিকিৎসাধীন। পর পর এই দুটো ঘটনা সামনে আসায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লক জুড়ে চরম সতর্কতা জারি করেছে স্বাস্থ্য দফতর। আক্রান্ত ও মৃতের বাড়ির পাঁচ কিলোমিটার এলাকা হটস্পট ঘোষণা করে সার্চ অপারেশন শুরু হয়েছে। আরও কেউ জ্বরে আক্রান্ত রয়েছেন কিনা, তাঁদের শরীরে এনকেফেলাইটিসের উপসর্গ রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাধারণত শুকর থেকে যেহেতু এই রোগ ছড়ায় তাই এলাকায় তল্লাশি চালাবে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরকেও যুক্ত করেছে স্বাস্থ্য দফতর। জানা গেছে, চিকিৎসাধীন রূপলাল হাজরার বাড়ির আশপাশে শুকরের উপস্থিতি পাওয়া গেলেও মৃত উষা রায়ের বাড়ির আশে পাশে শুকরের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। তাই কিউলেক্স মশা বাহিত এই রোগের উৎস খুঁজতে মেডিক্যাল টিমে পতঙ্গ বিশেষজ্ঞকেও রাখা হয়েছে।

বিশ্বভারতী হেরিটেজ সাইট দেখতে এবার থেকে অনলাইনেও মিলবে টিকিট

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ জুলাই ঃ অফলাইন টিকিটের পাশাপাশি বিশ্বভারতী হেরিটেজ সাইট দেখতে এবার থেকে অনলাইনেও মিলবে টিকিট। পর্যটকদের জন্য সব থেকে খুশির খবর যে প্রায় পাঁচ বছর পর পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে শান্তিনিকেতনে ওয়ার্ল্ড লিভিং হেরিটেজ সাইট তথা বিশ্বভারতীর দরজা। আপাতত ট্রায়াল হিসেবে শুধুমাত্র রবিবার এই সুযোগ পাবেন পর্যটকেরা বলে জানিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। জুলাই মাসের শেষ থেকেই এই ট্রায়াল শুরু করার কথা ভাবছেন তাঁরা। ট্রায়াল সফল হলে নভেম্বর মাস থেকে আরও বড় পরিসরে চলবে এই কর্মকাণ্ড। টিকিট কীরকম বিষয়টি? উপাচার্য জানালেন, প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টার প্যাকেজ থাকবে পর্যটকদের জন্য। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে হবে, একদিনে মোটামুটি চারটি ট্যাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। প্যাকেজের মধ্যে থাকছে পাঠভবন, সিংহসদন, উপাসনা গৃহ, কালো বাড়ি সহ পুরো বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস দেখার সুযোগ। বিশেষ থাকছে সংগীত ভবনের একটি লাইভ পারফরম্যান্স। আপাতত টিকিট মিলবে অফলাইনে। তবে ট্রায়াল সম্পূর্ণ হলে অনলাইনে টিকিট বুকিং করতে পারবেন পর্যটকেরা এবং সেক্ষেত্রে শুধু রবিবার নয় সপ্তাহে চার দিন থেকে পাঁচ দিন এই সুযোগ থাকবে পর্যটকদের জন্য। এই খবরে স্বভাবতই খুশির হাওয়া শান্তিনিকেতনে এবং অবশ্যই পর্যটক মহলে।

ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি জেলার পানিট্যাঙ্কি ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকের নাম মহন্ত বর্মণ। তিনি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা। এসএসবি পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ধৃত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে খড়িবাড়ি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। সূত্র মতে, সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় এসএসবি একজন ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখতে পায়। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়, তার বক্তব্যে অসঙ্গতি দেখা দেয়, তাই এসএসবি তাকে হেফাজতে নেয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে বাংলাদেশি পরিচয়পত্র, ভারতীয় আধার এবং প্যান কার্ড উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তি বাংলাদেশি হয়েও ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং প্রায় ১১ মাস ধরে ভারতে বসবাস করছিলেন। পরে এসএসবি তাকে খড়িবাড়ি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। খড়িবাড়ি পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

দুই শাবক-সহ তিন হাতির মৃত্যু! দ্রুতগামী ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ১০০ মিটার দূরে

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৮ জুলাই ঃ

ঝাড়গ্রামে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রাতের অন্ধকারে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত তিন হাতি। জানা গিয়েছে, রাত ১টা নাগাদ ঝাড়গ্রাম থেকে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস খড়গপুর যাওয়ার সময় বাঁশতলাতে ঘটনাটি ঘটে। বন দফতর ও হুলা পার্টির সদস্যরা ট্রেন চালিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, সেই সময় একটি বয়স্ক হাতি ও দুটি শাবক হাতি বাঁশতলা স্টেশনের পরেই রেল লাইনের উপরে উঠে যায়। যার ফলে ঘটে বিপত্তি, ঘটনাস্থলেই তিনটি হাতির মৃত্যু হয় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় বনদফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও রেল আধিকারিকরা তড়িঘড়ি ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয়। বনদফতরের আধিকারিকরা হাতির মৃতদেহ উদ্ধার কাজ শুরু করে। তবে স্থানীয় মানুষের বক্তব্য সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হুলা পার্টি নিয়োগ না করার ফলে একের পর এক হাতির মৃত্যুর ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। বনদফতরের সেভাবে কোনও ভূমিকাই লক্ষ্য করা যায়নি ঝাড়গ্রাম জেলাতে যা নিয়ে অভিযোগ তুলছেন স্থানীয় সাধারণ মানুষ। কবে হুঁশ ফিরবে বনদফতরের এই প্রশ্ন চিহ্ন উঠেছে ঝাড়গ্রাম জেলাতে। তবে এই ঘটনায় বনদফতরের মুখে কুলুপ এঁটেছে। অন্যদিকে, বনদফতরের সূত্রের খবর, রেলের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। বনদফতর সূত্রের বিস্ফোরক অভিযোগ। অভিযোগ গতকাল রাত ১১টার সময় অ্যালার্ট দেওয়া যে সেখানে হাতি রয়েছে মুভমেন্ট করতে পারে। তা সত্ত্বেও ওই রুটে ট্রেন চলে। ট্রেনের গতিবেগ এতটাই বেশি ছিল যে হাতির দেহাংশ ১০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়েছিল। বনদফতর সূত্রের খবর, ঘটনায় যারা যুক্ত সংশ্লিষ্ট রেলের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। প্রথমে মনে করা হচ্ছিল যে মালগাড়ির ধাক্কাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু রেলের সিনিয়র পিআরও সূত্রে খবর, ১২০২২ হাওড়া-বারবিল জন শতাব্দী এক্সপ্রেসের ধাক্কাতেই মৃত্যু হয় হাতি ৩ টির। রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে ঘটনাটি ঘটে। তিন হাতির মৃত্যুর পরও মর্মান্তিক ছবি। পরিবারের সদস্য বিয়োগের শোক যায়নি এখনও। ঘটনাস্থলে ঠায় দাঁড়িয়ে এখনও তিনটি হাতি। জানা গেছে, রেলকে খবর দেওয়া হয়েছিল রাত ১১টায়। তার পরও এই ঘটনা। জানাল ঝাড়গ্রাম এর ডিএফও উমরইমামা। রেলের তরফে মালগাড়ি বলা হলেও স্থানীয়দের বক্তব্য জনশতাব্দি এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে হাতি গুলির। কার দোষে মৃত্যু বোঝেনা হাতিরা। তারা শুধু বোঝে তাদের পরিবারের সদস্যদের উপর আঘাত হয়েছে। রাতেই তাদের পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। তাই তারা আবার ফিরে এসেছে ওই স্থানে। তাদের সরানো যাচ্ছে না ঘটনাস্থল থেকে। রেললাইনের উপরই ঘুরে বেরাচ্ছে তিনটি হাতি। ডিএফও জানাচ্ছেন এটা হাতির স্বভাব। তাদের পরিবারের সদস্য মারা গেলে হাতি ওই জায়গায় অনেকক্ষণ থাকে। এই সময় তাদের কোনো রকম বিরক্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। অত্যন্ত আস্তে এলাকা পেরোচ্ছে ট্রেন। কিন্তু এই এসওপি যদি গতকাল রাতে মানা হত তাহলে তিনটা হাতির মৃত্যু হত না। রেলের তরফে এখনো কিছু জানা যায়নি। অন্যদিকে, শুক্রবার সকালে নদীর তীর থেকে একটি হাতির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয়রা ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাই জলঢাকা এবং মূর্তি নদীর সঙ্গমস্থলে একটি প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা হাতির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর তড়িঘড়ি বন বিভাগকে বিষয়টি জানানো হয়। খবর পাওয়ার সাথে সাথে বন বিভাগের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বন বিভাগের রামসাই এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের ইনচার্জ ভূপতি শীল জানান, বজ্রপাতে হাতির মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই হাতির মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

বিভীষিকা...! অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত রাস্তাগুলির অবস্থা বেহাল

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৮ জুলাই ঃ অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত রাস্তাগুলির অবস্থা বেহাল। পাহাড়ি পথগুলিতে টানা বর্ষণে একাধিক রাস্তায় নেমেছে ধস, কোথাও জরাজীর্ণ রাস্তায় জমেছে জল। পুরুলিয়ার আড়শা ব্লকের রুগরি, তিলাইট্যাঁড় গোয়ালিকচার মতো জায়গাগুলির রাস্তায় যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটে যাওয়াও ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। অযোধ্যা পাহাড়-লাগোয়া এই সমস্ত পথ দিয়েই পর্যটক থেকে শুরু করে আড়শা এলাকার বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। এই সব পথ ধরেই তাঁরা পাহাড়ের উপর সীতারামপুর এবং অযোধ্যা হিল টপে যাতায়াত করেন। রাস্তার অবস্থা এমনই জরাজীর্ণ যে, চারচাকার যানবাহন যেতে পারে না। ফসত, অ্যাম্বুল্যান্সও পৌঁছাতে পারে না বলে অভিযোগ। এর উপর একাধিক জায়গায় ওই সমস্ত রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে গাড়িগুলি। গত কয়েকদিনে ভারী বর্ষণ শুরু হওয়ার পরেই রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। একের পর এক রাস্তা ভেঙে গেছে। বর্ষাকাল সবে শুরু হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে আরও ভারী বৃষ্টি হলে, রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হবে। এরপর সেই সব ভাঙা রাস্তায় চলা যাবে কি না, তা নিয়েই আশঙ্কায় এলাকার মানুষজনরা। তাই অবিলম্বে এইসব রাস্তা মেরামত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এলাকাবাসীদের

অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে এখানে রাস্তার অরকম ভগ্নদশা। তাঁদের অভিযোগ, সেগুলি মেরামতির কোনো উদ্যোগই নেয়নি প্রশাসন। এবারে বর্ষার জন্যই রাস্তার এই অবস্থা বলে দাবি পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো- র। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার কথা বলেছেন তিনি। তবে, ঠিক কবে নাগাদ এই সব রাস্তা ঠিক হবে, তা নিয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারেননি তিনি এমনই দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের।

আবারও রহস্যমৃত্যু আইআইটি পড়ুয়ার, হস্টেলের রুম থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ১৮ জুলাই ঃ গত ৪ মে-র পর ১৮ জুলাই। মাত্র আড়াই মাসের মধ্যেই ফের আইআইটি খড়্গপুর ক্যাম্পাসে মেধাবী পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। শুক্রবার সকাল ১১টা ২০ নাগাদ আইআইটি খড়্গপুরের রাজেন্দ্র প্রসাদ হলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং- বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিস। আইআইটি খড়্গপুর সূত্রে জানা গেছে, মৃত পড়ুয়ার নাম ঋতম মণ্ডল (২১)। মেধাবী এই পড়ুয়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বাবার নাম উত্তম মণ্ডল। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আইআইটি খড়্গপুর ক্যাম্পাসে। এই নিয়ে চলতি বছরেই মৃত্যু হল চার পড়ুয়ার। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে নিজের রুমের গেট না খোলায় ওই হলের অন্যান্য আবাসিকরা ম্যানেজমেন্টকে খবর দেয়। অন্যদিকে, ছেলেকে বাবা ফোনে না পেয়ে খড়গপুর আইআইটি সিকিউরিটি কন্ট্রোলে ফোন করেন। তারা গিয়ে দেখেন RP হলের ২০৩ নম্বর রুমে ঝুলন্ত দেহ। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলে অনুমান। হল ম্যানেজার পুলিসকে জানালে, পুলিস এসে দরজা খুলে দেখে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে পড়ুয়া। গলায় গামছার ফাঁস। এরপরই দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারে উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হবে বলে সূত্রের খবর । কী কারণে এই অস্বাভাবিক মৃত্যু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আরও জানা গেছে, খড়গপুর আইআইটি-তে ছেলেটির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে সে দুদিন আগেই গরমের ছুটি কাটিয়ে বাড়ি থেকে ক্যাম্পাসে ফিরেছিল। ক্যাম্পাস সূত্রে খবর, যে ছেলেটি যথেষ্ট মেধাবী। তার সিজিপিএ স্কোর ৮-এর ওপরে। ছেলেটির মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল বলেও কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও খবর নেই। ছেলেটির রুমমেট এখনও আসেনি। আইআইটি কর্তৃপক্ষের তরফে এই মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিসের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আইআইটি খড়্গপুরের এক পড়ুয়ার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে।'

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
Notice Inviting E-Tender No. 780/15 th CFC/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_878596, Date: 14.07.2025
The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: 15 th SFC. Date of Start of downloading the documents from **15.07.2025 at 6.30 PM.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **23.07.2025 at 2.30 P.M.** Date of Opening of Technical Bid(Online) on **25.07.2025 at 2.30 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

2nd CORRIGENDUM
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-34/2025-26** Bid Submission closing date (Online)- **25/07/2025** instated of **17/07/2025** and Bid Submission opening date (Online)- **28/07/2025 instated of 21/07/2025** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই–অকশন বিজ্ঞপ্তি
অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন–কমার্শিয়াল পাবলিসিটি, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা–৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএএইচ–পার্সেল–৪৫। **অকশনিং অথোরিটিঃ** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৪০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছেঃ** ১৬.০৭.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০৪ মিনিটে। **ডিসিশন মোডঃ** অটো, **আরপি ডিসপ্লেডঃ** না, **আরপি–র কম পারমিট বিডঃ** হ্যাঁ।
এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, বিবরণ, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময়, টার্নওভার প্রয়োজন নিম্নরূপঃ **এএ/১,** ১৫০৫১–এসএলআর–আর ১–কেওএএ–জিকেপি–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস, ১০৪, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট, ০ টাকা। **এএ/২,** ১২৫১৭–এসএলআর–আর ১–কেওএএ–জিএইচওয়াই–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস, ১০৪, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট, ০ টাকা। **এএ/৩,** ১২২৫৯–এসএলআর–আর ১–এসডিএএইচ–বিকেএন–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস, ৪১৭, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট, ২০০০০০০ টাকা। **এএ/৪,** ১২৩১৩–এসএলআর–আর ১–এসডিএএইচ–এনডিএলএস–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস, ৭৩০, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা, ৫০০০০০০ টাকা। **এএ/৫,** ১২৩৭৭–এসএলআর–আর ১–এসডিএএইচ–এনওকিউ–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস, ৭৩০, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট, ২০০০০০০ টাকা। **এএ/৬,** ১৩১৪৯–এসএলআর–আর ১–এসডিএএইচ–এপিডিজে–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস, ৭৩০, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট, ২০০০০০০ টাকা। **এএ/৭,** ১৩১৪৭–এসএলআর–আর ১–এসডিএএইচ–বিএক্সটি–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস, ৭৩০, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট, ২০০০০০০ টাকা। **এএ/৮,** ১৩১৩৭–এসএলআর–এফ ১–কেওএএ–এএমএইচ–২৪–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ১০৫, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট, ০ টাকা। **এএ/৯,** ১৯৪১৪–এসএলআর–এফ ১–কেওএএ–এডিআই–২৩–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ১০৪, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট, ০ টাকা। **এএ/১০,** ১৫০৪৭–এসএলআর–এফ ১–কেওএএ–জিকেপি–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ৪১৮, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো, ২০০০০০০ টাকা। **এএ/১১,** ১৩১৭৩–এসএলআর–আর ১–এসডিএএইচ–এসবিআরএম–২৪–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ২০৯, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট, ৫০০০০০০ টাকা। **এএ/১২,** ১৩১৭৫–এসএলআর–এফ১–এসডিএএইচ–এসসিএল–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ৩১৩, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.২০ মিনিট, ৫০০০০০০ টাকা। **এএ/১৩,** ১৫২৩৩–এসএলআর–এফ ১–কেওএএ–ডিবিজি–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ২০৯, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট, ০ টাকা। **এএ/১৪,** ১৩১৫৭–এসএলআর–আর১–কেওএএ–এমএফপি–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ১০৫, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.৪০ মিনিট, ০ টাকা। **এএ/১৫,** ১৩১৬৭–এসএলআর–এফ১–কেওএএ–এজিসি–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ১০৪, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.৫০ মিনিট, ০ টাকা। **এএ/১৬,** ১৩১৬৭–এসএলআর–আর১–কেওএএ–এজিসি–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ১০৪, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে, ০ টাকা। **এএ/১৭,** ১৩১৪৫–এসএলআর–আর ১–কেওএএ–আরডিপি–২৫–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ৭৩০, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.১০ মিনিট, ০ টাকা। **এএ/১৮,** ১৩১০৫–এসএলআর–এফ ১–এসডিএএইচ–বিইউআই–২৪–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ৩১২, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.২০ মিনিট, ০ টাকা। **এএ/১৯,** ১৩১০৫–এসএলআর–এফ ২–এসডিএএইচ–বিইউআই–২৪–১ (পার্সেল–এসএলআর), এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস, ৩১২, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট, ০ টাকা। **এবি/১,** ১৩১৮১–১৩১৮২–ভিপি–১–কেওএএ–এসএইচটিটি–২৫–১ (পার্সেল–পার্সেল ভ্যান), পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস, ১০৫, ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৪০ মিনিট, ৫০০০০০০ টাকা।
রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১৯ পর্যন্ত–এর জন্য) এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (ট্যু ওয়ে) (এসইকিউ নং এবি/১–এর জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর. (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটির জন্য)। **ইএমডিঃ** ১০ % (প্রতিটির জন্য)। **লট স্ট্যাটাসঃ** আরপি পেন্ডিং (প্রতিটির জন্য)। SDAH-126/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেটেলিতে পাটখেত থেকে উদ্ধার কিশোরীর মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ পাটখেত থেকে উদ্ধার হল কিশোরীর মৃতদেহ। গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় দেহটি পাওয়া গেছে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মাটিয়ালি ব্লকের বিধানগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বিধাননগর এলাকায় এক নাবালিকার রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। শালবাড়ি সংলগ্ন একটি পাটক্ষেত থেকে উদ্ধার হয় ১৬ বছরের ওই কিশোরীর নিথর দেহ। গলায় ছিল ওড়না পেঁচানো। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকেই নিখোঁজ ছিল কিশোরী। আত্মীয়-প্রতিবেশীরা সারা রাত খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও খোঁজ পাননি। শুক্রবার সকালে বাড়ির খুব কাছেই পাটক্ষেতে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকার মানুষজন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পর প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনও পুলিশ নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এটিকে খুনের ঘটনা বলেই মনে করছেন। ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ ও আতঙ্ক। দ্রুত দোষীর গ্রেফতার এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি -এর কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_টিআরডি_২৯_২৫-২৬; তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ** ইএল_টিআরডি_২৯_২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** "ডালখোলা - ডালখোলা স্টেশনের পণ্য লাইন নং ০৫ -এর উভয় প্রান্ত সংযোগের জন্য অনুমোদিত কাজের সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত কাজ"। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৪৬,৮১,১৯৩.১৯/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৭৩,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৮-০৮-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০৮-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই /টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-সিইউএমএমআইএনএস২৫-২৬-১৩, তারিখ ১৮.০৭.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি)/সাঁতরাগাছি, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সিঙ্গল টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবলমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে যোগ্য কন্ট্রাক্টরদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে কোনো অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট শাখায় আপলোড করা টেন্ডার নথি দেখুন। **কাজের নাম ঃ** সাঁতরাগাছি, শালিমার ও পদ্মপুকুর কোচিং ডিপোতে তিনবছর সময়কালের জন্য ডিজি সেটের রক্ষণাবেক্ষণ সমেত প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণের রেকের পাওয়ার কারে ফিট করা যন্ত্রাংশ সহ বিভিন্ন রেকের পাওয়ার কারে সংস্থাপন করা 'কামিন্স' মেক ডিজি সেটের (৫০০ কেভিএ)-এর প্রহরা সহ সঙ্গে যাওয়া, পরিচালন, 'এ', 'বি' ও 'সি' চেক করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৯,৬৯,১৩,৫০০.৪২ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি ঃ** ১৬,৩৪,৬০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৮.২০২৫, দুপুর ৩টায়। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ দেওয়া আছে। (PR-412)

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/IEE/MED/SNIT-01/2025-26
Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of protection works. Last date & time of application for Tender Form on **22.07.2025 Up to 17.00 Hours**. Details may be seen at the website : **www.wbiwd.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

Chanditala-I Development Block/Chanditala-1 Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY
Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.
NIT No: 2151-BDO/Ch-1/2025 dt: **16.07.25.**
E-Tender ID: 2025_ZPHD_879183_1 to 2025_ZPHD_879183_6
NIT No: 847-PS/CH-1/2025 dt: 18.07.2025
E-Tender ID : 2025_ZPHD_880502_1 to 2025_ZPHD_880502_3
For details Pl. contact Office of the Block Development Officer, Chanditala-I Development Block/ Chanditala-1 Panchayat Samity Mashat, Hooghly.

Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra PS: Purulia (M) Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 04/2025-26/CDGP dated-17/07/2025
e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: **18/07/2025 to 25/07/2025** ii) Last date of submission tender documents: on or before **25/07/2025 upto 3.00 pm.** Date of opening of technical bid: on **28/07/2025 (at 3.00PM onwards).** For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.
Sd/-
Pradhan
Chharra-DumdumiGram Panchayet

NIQs
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/NIQ19/2025-26
Bid submission Start Dates:**21/07/2025 after 10:30 AM** Bid Submission End Dates:**23/07/2025 up to 03.00 PM**
For details,follow **www.pwdwb.in or visit the office.**

ABRIDGED e-TENDER NOTICE
UNDERSIGNED invites e-Tenders, vide **NIT No.- 30/EO/2025-26 dated- 17-07-2025 & NIT No.- 31/EO/2025- 26 dated- 17-07-2025** for construction of **13 nos. AWC, 2 nos. ACR, 4 nos**. Toilet. Last date of application **08.08.2025 upto 5:00 PM.** For details please visit **'wbtenders.gov.in'.**
Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly.

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.
Memo. No. 523/EO/JLD-II Dated: 18/07/2025
Notice
Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-3(e)/EO/JLD-11/2025-26(3rd Call) dt. 18.07.2025**, for 05 nos.scheme **(Tender ID 2025_ZPHD_880280_1 TO 2025_ZPHD_880280_5)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **25.07.2025 up to 4-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT
VILL .& P.O. – CHATUMADA, P.S. - HURA, DIST. - PURULIA
NOTICE FOR INVITING TENDER
E-Tenders are invited by the undersigned from eligible Contractors having 50% Credential of similar type of works for 09 nos. Of schemes (15th FC & 5th SFC) (WB/CGP/NITe-01/2025-26) to be constructed at different places under Chatumadar Panchayat. Both Technical and Financial bid submission closing date (online) **28.07.2025 up to 05-00 pm.** Date of opening of Technical Proposals (online) **30.07.2025 from 11-00 am.** For details the contractors may visit to the office of the Chatumadar Gram Panchayat.
S/D -Pradhan
Chatumadar Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা ঘুটগোড়িয়া অঞ্চলের অর্ন্তগত ইচ্ছুক প্রার্থীদের জানানো যায় যে, অত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারন সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক (**মিটিং নং- ০৩ / ২০২৫-২৬ তারিখ** ০৯.০৬.২০২৫) একজন কর আদায়কারী নিয়োগ করা হইবে। আবেদনকারীকে সাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবে। আবেদন পত্রের সহিত বয়সের, শিক্ষাগত যোগ্যতার ও স্থায়ী বাসিন্দার প্রমানপত্র দিতে হইবে। আবেদন পত্র **আগামী ১৮.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ০১.০৮.২০২৫ তারিখ (ছুটির দিন ব্যতীত) দুপুর ১১ টা হইতে ৩ টা পর্যন্ত** নিম্ন সাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে।
শর্তাবলীঃ
১) আবেদনকারীকে অবশ্যই ঘুটগোড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা হইতে হইবে।
২) পুরুষ ও মহিলা উভয়েই আবেদনের যোগ্য।
৩) **ইং ০১.০৭.২০২৫ (১ জুলাই ২০২৫)** তারিখে প্রার্থীর বয়স ২৫-৪০ বৎসর হইতে হইবে।
৪) শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ন হইতে হইবে।
৫) প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সক্ষম হইতে হইবে এবং অবশ্যই সাইকেল চালাইতে জানিতে হইবে।
৬) সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী কর আদায়ের উপর কমিশন এবং সরকার থেকে প্রাপ্তভাতা কর আদায়কারীকে দেওয়া হইবে।
বিঃদ্রঃ মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হইবে। উপরোক্ত শর্তাবলীর প্রমানপত্র হিসাবে আবেদনের সহিত ফটোকপি জমা দিতে হইবে।
প্রধান
ঘুটগোড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেড
CIN: L21300WB1973PLC028854
নিবন্ধিত অফিসঃ ফলতা এসইজেড, সেক্টর -II, পাম্প হাউস নং ৩ এর কাছে, গ্রাম ও মৌজা-আকালমেঘ, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪
কর্পোরেট অফিসঃ১০ মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০০১-০০৬১ ফ্যাক্সঃ(০৩৩) ২২১৭-২২৬৯
ই-মেইলঃ **investors@iclbelting.com** ওয়েবসাইটঃ **www.iclbelting.com**
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১২৪ (৬) ধারা অনুসারে বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং সুরক্ষা তহবিল (IEPF) অ্যাকাউন্টে ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তর
ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেড (কোম্পানি) এর শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) এবং সংশোধিত বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (হিসাব, নিরীক্ষা, স্থানান্তর এবং ফেরত) বিধি, ২০১৬ অনুসারে (এখন থেকে 'নিয়ম' বলা হবে), কোম্পানির যে ইক্যুইটি শেয়ারের লভ্যাংশ টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপরিশোধিত বা দাবিহীন রয়ে গেছে, সেগুলি বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিলে (IEPF) স্থানান্তরিত করা হবে।
নিয়ম মেনে, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারদের, যারা টানা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি, তাদের নিজ নিজ নিবন্ধিত ঠিকানায়, দাবিহীন লভ্যাংশের বিবরণ প্রদান করে, পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.iclbelting.com-এ বিনিয়োগকারীদের ধারার অধীনে উপলব্ধ করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা যারা বাস্তব আকারে শেয়ার ধারণ করেছেন এবং যাদের শেয়ার IEPF-এ স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তারা মনে রাখবেন যে কোম্পানিটি নিয়ম অনুসারে IEPF-এ স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি করবে এবং এই ইস্যুর ফলে তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং আলোচনার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণকারী এবং যাদের শেয়ার IEPF-এ স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তারা মনে রাখবেন যে শেয়ারগুলি ডিপোজিটরির মাধ্যমে কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে সরাসরি IEPF-এ স্থানান্তরিত হবে।
শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে, এই ধরনের শেয়ারের উপর উদ্ভূত ভবিষ্যতের সমস্ত সুবিধা, লভ্যাংশও IEPF-তে জমা হবে। কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা তথ্যগুলি কোম্পানি কর্তৃক IEPF- তে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে।
এই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ২১ অক্টোবর, ২০২৫ সোমবারের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে পাঠান যাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য অপরিশোধিত লভ্যাংশ দাবি করার অনুরোধ করা হয় যাতে শেয়ারগুলি IEPF-তে স্থানান্তরিত না হয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, যদি কোম্পানি / রেজিস্ট্রার কর্তৃক ২১ অক্টোবর, ২০২৫ সোমবারের মধ্যে কোনও দাবি না পাওয়া যায়, তাহলে কোম্পানি উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোনও নোটিশ ছাড়াই উপরোক্ত শেয়ারগুলি হস্তান্তর করবে।
উল্লেখ্য যে, এই ধরনের স্থানান্তরের পর শেয়ারহোল্ডাররা IEPF কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লভ্যাংশের সাথে হস্তান্তরিত শেয়ার দাবি করতে পারবেন নির্ধারিত ফর্ম IEPF ৫ অনলাইনে আবেদন করে এবং ফর্ম IEPF-৫-এ উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রকৃত কপি কোম্পানির নোডাল অফিসার অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে পাঠিয়ে। আপনাকে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং কোম্পানি বা RTA- তে ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে।
এই বিষয়ে যেকোনো তথ্য / স্পষ্টীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির RTA মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ম তলা, ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০০১ (যোগাযোগ নম্বর- ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮ ইমেল আইডি- **mdpldc@yahoo.com**) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
দীপ্তি শর্মা
কোম্পানি সচিব এবং কপ্লিয়েন্স অফিসার
স্থান- কলকাতা
তারিখ- ১৮ জুলাই ২০২৫

করুন নায়ারের বদলে সাই সুদর্শনকে খেলানোর ইঙ্গিত ভারতীয় কোচের

লন্ডন, ১৮ জুলাইঃ ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে শুভমন গিলরা। সিরিজের চতুর্থ টেস্ট শুরু হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি, এর মধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন ভারতীয় দলের তিন নম্বরে ব্যাটিং করা কর্ণাটকের ব্যাটার করুন নায়ার। তিনটি টেস্টে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ১৩১ রান। এমন পারফরম্যান্সের পর আগামী ম্যাচে নায়ারের বদলে ২৩ বছর বয়সী সাই সুদর্শনকে দেখা যেতে পারে দলেটে। এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডেসক্যাট। প্রসঙ্গত, লিডস, এজবাস্টন ও লর্ডস টেস্টে সুযোগ পেয়ে করুন মোট ২৪৯ বল মোকাবিলা করেছেন। যদিও তিনি একেবারে বেখাপ্পা মনে হননি, কিন্তু ইংল্যান্ডের পেস ও সিম মুভমেন্ট সামলাতে গিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছেন। দীর্ঘ আট বছর পর ভারতের টেস্ট দলে ফিরলেও এই প্রত্যাবর্তনকে এখন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে এই পারফরম্যান্স। রায়ান টেন ডেসক্যাট জানিয়েছেন, ''করুনের রিদম ও টেম্পো ভালো। আমরা অবশ্যই চাই আরও রান আসুক। তবে সব ব্যাটারই কিছু কিছু ইনিংসে ভালো ব্যাট করেছে। আমাদের বার্তাই হচ্ছে ভালো দিকগুলোয় ফোকাস করো, আর ছোটখাটো ভুলগুলো শুধরে নাও।'' সিরিজের প্রথম টেস্টে অভিষেক হওয়া সাই সুদর্শন যদিও খুব খারাপ খেলেননি। তবে তাঁকে একাদশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল ব্যাটিং লাইনআপে বাড়তি একজন অল-রাউন্ডার আনার জন্য। সুদর্শনের ব্যাটিং স্টাইল এবং লেফট-হ্যান্ড অপশন হিসেবে তাঁর ভূমিকা টিম কম্বিনেশনে বৈচিত্র আনতে পারে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় দলের ব্যাটিং লাইনআপে তিন নম্বর স্থানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টপ অর্ডারে ধৈর্য ও টেকনিক্যাল দক্ষতা প্রয়োজন যেখানে করুন এখনও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। অন্যদিকে, সুদর্শন ইতিমধ্যেই ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএলে ধারাবাহিক পারফর্মার হিসেবে নিজের ছাপ রেখেছেন। দলের মধ্যে মনোবল নিয়ে টেন ডেসক্যাট বলেন, ''হয়তো সিরিজে পিছিয়ে রয়েছি, কিন্তু দলের মনোভাব ভালো। সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। লর্ডস ও হেডিংলির মতো ম্যাচগুলোতে হঠাৎ উইকেট পড়ে যাওয়াই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।'' ২৩ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্ট। এই ম্যাচে ভারত দলে বড় কোনো পরিবর্তন না হলেও, করুন নায়ারের পরিবর্তে সাই সুদর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে একমাত্র পরিবর্তন। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা একজন ব্যাটারের কাছ থেকে যা চাওয়া হয়, কর্ণাটকের ক্রিকেটার এখনও তা দিতে পারেননি।

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে বড় ধাক্কা, আঙুলে চোট তারকা পেসারের

লন্ডন, ১৮ জুলাইঃ ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ চলছে। লিডসে হার দিয়ে শুরু করেছিল ভারত। দ্বিতীয় টেস্টেই অবশ্য দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এজবাস্টনে ঐতিহাসিক জয়ের পর ভারতীয় দলকে নিয়ে প্রত্যাশাও বেড়েছিল। লর্ডসে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে অল্পের জন্য হার। মাত্র ২২ রানের ব্যবধানেই আটকে যায় ভারতীয় দল। ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্ট। দলে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা। পরিকল্পনায় বদলের ইঙ্গিতও ছিল। কিন্তু বড় ধাক্কা ভারতীয় দলের পেসারের চোটে। লর্ডস টেস্ট জিতলে সিরিজে ২-১ এগিয়ে থাকত ভারত। সেক্ষেত্রে কম্বিনেশন নিয়ে খুব বেশি হয়তো ভাবা হত না। পরিবর্তনের সম্ভাবনা বলতে, জসপ্রীত বুমরাকে হয়তো বিশ্রাম দেওয়া হত। কিন্তু লর্ডসের হারে সিরিজ এখন মরণ বাঁচন জায়গায়। বুমরাকে বিশ্রামের পরিকল্পনা থেকে সরতে হয়েছে। এখনও অবধি যা খবর জসপ্রীত বুমরা ম্যাঞ্চেস্টারে খেলবেন। তেমনই পরিকল্পনা চলছিল করুণ নায়ার এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্তে সাই সুদর্শন কিংবা অভিমন্যু ঈশ্বরণকে

খেলানোর। ওয়াশিংটন সুন্দরের জায়গায় স্পেশালিস্ট স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদব, আর পেস সহায়ক পিচ হলে বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপ সিংকে খেলানোর প্রবল ছিল। দ্বিতীয় অপশনেই বড় ধাক্কা খেল। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে চোট অর্শদীপ সিংয়ের। প্রথম বার টেস্ট টিমে ডাক পেয়েছিলেন অর্শদীপ। ম্যাঞ্চেস্টারে খেলার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। কিন্তু তাঁর চোটের যা পরিস্থিতি, এই টেস্টে অর্শদীপকে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। একদিন আগেই অর্শদীপ ও কুলদীপের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছিল। উচ্ছ্বাস দেখে মনে হয়েছিল, ইতিবাচক বার্তাই দেওয়া হয়েছিল তাঁদের।

চুক্তি দ্বন্দ্বে অনিশ্চিত আইএসএল! কোন পথে ভারতীয় ফুটবল?

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাইঃ ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ ঘিরে তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা। কারণ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ নিয়ে সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থা এবং ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড মধ্যে চুক্তি শেষ হচ্ছে ৮ ডিসেম্বর। ১৫ বছরের পুরনো মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে তেমন কোন আলোচনা হয়নি। তাই আইএসএলের ভবিষ্যৎ কি? সেই নিয়ে চিন্তা বাড়ছে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। গত কয়েক মাস ধরে ফেডারেশন ও এফএসডিএল নিজেদের আলাদা

প্রস্তাব পেশ করেছে। কিন্তু উভয় পক্ষের মতামত কার্যত বিপরীতমুখী। এফএসডিএল, যা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ পরিচালনা করে। তারা প্রস্তাব দিয়েছে একটি নতুন হোল্ডিং কোম্পানি গঠনের, যেখানে লিগ, ক্লাব, ফেডারেশন এবং এফএসডিএল শেয়ারহোল্ডার হবে। অন্যদিকে, সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থা চায় সরাসরি নগদ চুক্তি, যেখানে বছরে ৫০ কোটি টাকার গ্যারান্টি থাকবে এবং প্রতি বছর পাঁচ শতাংশ করে বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে ফেডারেশনে কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন কমিটি স্পষ্টভাবে আগেই জানিয়েছিল তারা এফএসডিএলকে লিগ পরিচালনার ১০ বছরের অনুমোদন দিতে প্রস্তুত এবং পূর্ণ বাণিজ্যিক স্বাধীনতা দিতে রাজি। তবে এই প্রস্তাবে শুধু শীর্ষ স্তরের লিগের রাইটস অন্তর্ভুক্ত, জাতীয় দল বা অন্যান্য টুর্নামেন্ট নয়। এই অবস্থানকে এফএসডিএল অগ্রহণযোগ্য বলেই জানিয়েছে। তাদের তরফে বলা হয়েছে, ''একটি স্থায়ী ও টেকসই লিগ কাঠামো তৈরি না হলে ভারতীয় ফুটবলের দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা অসম্ভব। বিশ্বমানের লিগ গভার্ন্যান্স স্ট্রাকচারের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকলে ক্লাবগুলির বিনিয়োগ সুরক্ষিত থাকবে না।'' এফএসডিএল দাবি করেছে, তারা ইতিমধ্যে ৫০০০ কোটির বেশি বিনিযোগে করেছে ফুটবল ইকোসিস্টেমে, কিন্তু তার কোনও আর্থিক রিটার্ন তারা পায়নি। এমন পরিস্থিতিতে ফেডারেশনের প্রস্তাব তাদের পক্ষে আর্থিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, ''সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থার প্রস্তাবে আইএসএল ছাড়া অন্য সব ফুটবল সম্পত্তির (জাতীয় দল, বাকি প্রতিযোগিতা) রাইটস তারা নিজের কাছে রাখছে।'' ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষ সংস্থা আরও দাবি করেছে, ভবিষ্যতে কোনও দল বিক্রি হলে বা লিগ সম্প্রসারণ হলে তার মুনাফার পাঁচ শতাংশ অংশ তাদের দিতে হবে। এই অনিশ্চয়তার মাঝেই দেশজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। জাতীয় দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, ''বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলের যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক। পুরো ফুটবল ইকোসিস্টেম এখন হতাশ, আঘাতপ্রাপ্ত এবং আতঙ্কিত।'' বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দ্বন্দ্ব দ্রুত মিটতে না পারলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়ন রীতিমতো থমকে যাবে। ক্লাবগুলোর দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ প্রশ্নের মুখে পড়বে এবং খেলোয়াড়দের ক্যারিয়ারও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

শুক্রবার ভোর রাতে শহরে পা রাখলেন দিমি সহ দলের নতুন সহকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ নয়া মরসুমের জন্য বহু আগে থেকেই ঘর গোছাতে শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। বিশেষ করে ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকে আরও বেড়ে যায় সেই সক্রিয়তা। বিভিন্ন মাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছিল যে আসন্ন ফুটবল মরসুমের কথা মাথায় রেখে দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক বিদেশি ফুটবলারদের ও দলে চূড়ান্ত করে

ফেলেছে ময়দানের এই প্রধান। শুধুমাত্র সরকারি শিলমোহর পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল সকলে। গত কয়েক দিন ধরে সেই নিয়েই সকলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিল ইস্টবেঙ্গল। এক্ষেত্রে নতুন ফুটবলারের পাশাপাশি পূর্বে দলের এক বিদেশি ফুটবলারকে ও রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ম্যানেজমেন্টের তরফে। তিনি দিমিত্রিওস ডায়মান্তাকস। গতবছর যথেষ্ট হতাশ করলেও এই সিজনে তাঁর উপরেই ভরসা রাখছে ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু তিনি একানন। শোনা যাচ্ছে, তার পাশেই থাকবেন আরেক বিদেশি ফরোয়ার্ড। অর্থাৎ দুই বিদেশিকে সামনে রেখেই সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্যে এগোতে চাইছে মশাল ব্রিগেড। অবশেষে ১৮ই জুলাই ভোর রাতের দিকে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন এই গ্রীক ফরোয়ার্ড। গতবারের হতাশা ভুলে এবার নিজের সেরাটা দিতে মরিয়া এই তারকা ফুটবলার। কিন্তু দিমি একাননা। একইসাথে শহরে এসে পৌঁছান লাল-হলুদ কোচ তথা অস্কার ব্রুজনের নয়া বিদেশি সহকারী আদ্রিয়ান। বিমানবন্দরে দিমির পাশাপাশি পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেন দলের কর্মী সমর্থকরা। তাঁর দিকে ও এবার বাড়তি নজর থাকবে আপামোর ইস্টবেঙ্গল জনতার। এই দুই হাইপ্রোফাইলের আসার কিছু ঘণ্টা আগেই কলকাতায় পা রেখেছিলেন মশাল ব্রিগেডের নতুন বিদেশি ফুটবলার মহম্মদ রাশিদ। তাঁকে নিয়ে ও ব্যাপক উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে।

মহম্মদ সিরাজের মুখোমুখি হতে এবার ব্যাটারদের বুক কাঁপবে

রানা সেনগুপ্ত

সাত বা আটের দশকের প্রবাদ ছিল, গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ যে টেস্টে সেঞ্চুরি করেন, সে ম্যাচে ভারত হারে না। এখন আর একটা প্রবাদ ক্রিকেট প্রেমীদের মুখে মুখে ফিরছে, মুহম্মদ সিরাজ যে টেস্টে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেন, সে ম্যাচে ভারত জেতে। অন্তত হারে না। ক্রিকেট প্রেমীদের নানা ওয়েবসাইট, ফেসবুক গ্রুপে এমন উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে নেই নেই করে চারটি। ২০২১-র ব্রিসবেন। সিরাজ এই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৩ রানের বিনিময়ে দখল করেন ৫ উইকেট। ভারত, অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল ৩ উইকেটে। প্রথম ইনিংসে সিরাজের অবদান ৭৭-১। ২০২৩-র পোর্ট অব স্পেন। সিরাজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে ৬০ রানে ৫ উইকেট দখল করেন। টেস্ট ড্র। ২০২৪-র কেপটাউনে মাত্র ৯ ওভার বল করে সিরাজ মার্করাম, অধিনায়ক এলগারের উইকেট সহ ৬ উইকেট দখল করেন। দিয়েছিলেন মাত্র ১৫ রান! চলতি বছর এজবাস্টনে, কোন এশীয় দল ৬৩ তম বছরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই প্রথম টেস্ট জিতল। সিরাজ তাদের প্রথম ইনিংসে নেন ৭০ রানের বিনিময়ে ৬ উইকেট।

তার এই অসাধারণ পারফরম্যান্সেই ভারত প্রথম ইনিংসে ১৮০ রানের বিপুল ব্যবধান পায়। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসেও সিরাজি প্রথম আঘাত হানেন ওপেনার জ্যাক ক্রোলিকে আউট করে। ভারতের জয় ৩৩৬ রানে। ২০২১-র লর্ডসে ভারতীয় দল জেতে। দুই ইনিংসে সিরাজ দখল করেন চারটি করে মোট আটটি উইকেট। বিভিন্ন টেস্টে সিরাজ বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অবস্থায়, ক্রিজে শিকড় নামিয়ে ফেলা বিপক্ষের ব্যাটারকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়েছেন, কতবার টেস্টের নানা ইনিংসে তিন থেকে চার উইকেট দখল করেছেন, তার হিসেব দিতে গেলে পূবের কলমের স্পোর্টস পেজের সবটা লেগে যাবে। আর ঘরের মাঠের চেয়ে বিদেশে তিনি যেন বেশি জ্বলে ওঠেন। তাঁর সম্পর্কে দেশের বা বিদেশের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞেরা এক বাক্যে কবুল করেন, সিরাজ তাঁর হৃদয়, শরীর, মস্তিষ্কের সমস্তকিছু কাজে লাগিয়ে বল করেন। কিন্তু সিরাজের নামের পাশে 'ভাগ্যহীন' শব্দটা যেন ক্রমে চেপে বসছে! কত ক্যাচ তাঁর বলে পড়েছে, কোনো হিসেব নেই। এবারের লর্ডসেই তো, সিরাজের বলে তোলা, ইংল্যান্ডের উইকেট রক্ষক ও মারকুটে ব্যাটার জেমি স্মিথের সহজ ক্যাচ স্লিপে দাঁড়ানো রাহুল ফেলে দেন। স্মিথ তখন মাত্র ৫ রানে। 'প্রাণ' পেয়ে স্মিথ প্রথম ইনিংসে ৫১ করে যান। এমন ক্যাচ ধরতে না পারায়, সিরাজ কত উইকেটবঞ্চিত, তার হিসেবও নেই। তবু সিরাজ প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের দুই অর্ধশত করা ব্যাপারকে আউট করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও দু উইকেট নিয়েছেন। এই দুর্ভাগ্য, উইকেট বঞ্চিত থাকা তাঁকে আরোও তাতিয়ে দেয়। তাই তাঁর ক্রোধ আছড়ে পড়ে ব্যাটারদের ওপর। অনেক সময় জরিমানার মুখে পড়তে হয়। তবু সিরাজ অদম্য। তারপর সিরাজের আউট হবার ঘটনাটাই ভাবুন। ৫৪ টেস্টে সিরাজের মোট রান ১৪৬। সর্বোচ্চ ১৬। মানে তিনি আদৌ ব্যাটিং করতে পারেন না। কিন্তু জাদেজার সঙ্গে শেষ উইকেটে এই না-ব্যাটার দাঁড়িয়ে গেলেন। খেললেনও ৩০টা বল। তারপর শোয়েব বসিরের বলটা ডিফেন্সিভ খেললেনও। কিন্তু উইকেটের 'রাফে' পড়ে সেই বল গড়িয়ে বের ফেলে দিল! সিরাজ ভাগ্যহীন নয় তো কি? তবে সিরাজ ফিরবেন। সমস্ত ক্লান্তি, হতাশা ও দুর্ভাগ্য ঝেড়ে ফেলে বল হাতে দৌড় শুরু করবেন। লর্ডসের হার তাঁকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলবে। তাতিয়ে তুলবে। বিপক্ষের ব্যাটারেরা সাবধান। ভবিষ্যতে আপনারা ক্রুদ্ধ সিংহের মুখোমুখি হতে চলেছেন!

বিতর্কের শেষ আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার কাশী, বিশাল আর্থিক জরিমানার মুখে ফেডারশন

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাইঃ দীর্ঘ বিতর্ক এবং প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ইন্টার কাশীকে ২০২৪-২৫ মরসুমের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত। শুক্রবার দেওয়া ঐতিহাসিক রায়ে ইন্টার কাশীর পক্ষেই সিদ্ধান্ত দিয়েছে কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস। এর ফলে, নামধারী এফসি এবং চার্চিল ব্রাদার্সকে পিছনে ফেলে শীর্ষে উঠে আসে ইন্টার কাশী। মূলত দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। প্রথমত, নামধারী এফসির বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার ক্লেডসন দ্য সিলভা, যিনি আগেই চারটি হলুদ কার্ড দেখে ম্যাচে খেলার অনুপযুক্ত ছিলেন। এই ম্যাচে ইন্টার কাশী ০-১ গোলে পরাজিত হয়। পরে তারা অভিযোগ দায়ের করে ফেডারেশনের কাছে। ফেডারেশনের আপিল কমিটি সেই অভিযোগ খারিজ করে দেয়, কিন্তু ইন্টার কাশী সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে আপিল করে। আদালতের রায়ে প্রমাণ হয়, ক্লেডসন দ্য সিলভা নিষিদ্ধ থাকাকালীনই খেলেছেন, যার ফলে ইন্টার কাশীকে ঐ ম্যাচের তিন পয়েন্ট ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্প্যানিশ স্ট্রাইকার মারিও বারকোকে ঘিরে। সিজন শুরুর আগে তাকে সাইন করে কাশী, কিন্তু ডিসেম্বর মাসে চোট পেলে বদলি হিসেবে সই করানো হয় মাতিজা বাবোভিচকে। পরে ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎই আবার বারকোকে নতুন করে রেজিস্টার করে ক্লাব, এক অপর বিদেশি ফুটবলারের (হুয়ান পেরেজ ডেল পিনো) জায়গায়, যার চুক্তি আগেই বাতিল হয়েছিল। সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থা আয়োজিত প্রতিযোগিতা কমিটি এই দ্বিতীয়বার রেজিস্ট্রেশনকে বৈধ মানতে অস্বীকার করে। তাদের যুক্তি ছিল, একই মরসুমে এক ফুটবলারকে দ্বিতীয়বার রেজিস্ট্রেশন নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু সিএএস জানিয়ে দেয়, আই লিগের ধারা ৬.৫.৭ অনুযায়ী এমন রেজিস্ট্রেশন বৈধ, কারণ এটি একটি মিউচুয়্যাল টারমিনেশন-এর পরে করা হয়েছে, এবং এর ফলে কাশী কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করেনি। এই দুই মামলায় জয় লাভের ফলে ইন্টার কাশীর পয়েন্ট দাঁড়ায় ৪২, যা চার্চিল ব্রাদার্সের সমান হলেও গোল পার্থক্যে কাশী এগিয়ে থাকে এবং তারাই শিরোপা জিতে নেয়। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেন, ''কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসের রায় সর্বোচ্চ আদালতের মত, আমরা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই। ইন্টার কাশীকে অভিনন্দন জানাই আই লিগ জয়ের জন্য।'' রায়ের পরেই ফেডারেশনকে বড় অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে ক্রীড়া আদালতের তরফে। পাশাপাশি, চার্চিল ব্রাদার্স, নামধারী এফসি, এবং রিয়াল কাশ্মীরকেও জরিমানা গুনতে হবে নিয়মভঙ্গ, দলীয় দায়িত্বহীনতা ও খেলোয়াড় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ত্রুটির জন্য।

২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে পাল্টে যেতে পারে পেনাল্টির নিয়ম

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পেনাল্টিতে নেওয়া শট গোলকিপার ফিরিয়ে দিলে কিংবা ক্রসবার অথবা পোস্টে লেগে ফিরে এলে আবারও শট নেওয়া যাবে না। তাৎক্ষণিকভাবে সেটা গোল কিক হবে। ২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে এমন নিয়ম প্রচলনের কথা ভাবছেন ফুটবলের আইনপ্রণেতারা। ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি) ফুটবলের আইনপ্রণয়নকারী স্বাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই প্রস্তাব আইএফএবিতে আলোচিত হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্য সান।' তারা জানিয়েছে, পেনাল্টি শট মিস করার পর ফিরতি বলে কেউ শট নিতে পারবে না, সেটা গোলকিক হবে-এ নিয়ম চালু করা নিয়ে ভাবছে আইএফএবি। উদাহরণ হিসেবে ২০২০ ইউরোর সেমিফাইনালে ডেনমার্কের বিপক্ষে ইংল্যান্ড তারকা হ্যারি কেইনের পেনাল্টি থেকে করা গোলটির কথা বলা যায়। কেইনের শট ডেনিশ গোলকিপার ক্যাসপার স্মাইকেল রুখে দিলেও ফিরতি বলে নেওয়া শটে গোল করেন কেইন। নতুন এ নিয়ম চালু করা হলে প্রথম শটে মিস করার পর আর শট নিতে পারবেন না কেইন, অর্থাৎ নতুন নিয়ম চালু করা হলে পেনাল্টিতে একবারই শট নেওয়া যাবে। মেইল অনলাইন জানিয়েছে, হকির মতো ফুটবলেও পেনাল্টিতে একবারই শট নেওয়া যাবে-এ ভাবনা থেকে নিয়মটি চালু করার আলোচনা উঠেছে। পেনাল্টিতে শট নেওয়ার পর খেলা বন্ধ হবে। গোল হলে খেলা মাঝমাঠ থেকে আবার শুরু হবে। গোল না হলে গোলকিক পাবে পেনাল্টি ঠেকানো দল। কোনো কর্নার কিংবা দ্বিতীয় সুযোগ নেই। অফিশিয়ালরা মনে করেন, নিয়মটি চালু হলে পেনাল্টি পাওয়া দল অন্যায় সুবিধা পাবে না। পেনাল্টির সময় গোলকিপারের একটি পা গোললাইনের ওপরে কিংবা পেছনে থাকতে হয়। ফিরতি বলে আবারও শট নেওয়াকে পেনাল্টি ঠেকানো দলের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি বলে মনে করেন কেউ কেউ। ফুটবলকে আরও আধুনিক করে তুলতে যেসব সংস্কারের কথা ভাবা হচ্ছে, পেনাল্টিতে এক কিকের নিয়ম তারই অংশ। বিশেষ করে ৪৮ দল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় আগামী বছর শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপকে সামনে রেখে পেনাল্টির এ নিয়ম পাল্টানোর কথা ভাবা হচ্ছে। তবে সে জন্য আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়মটি পাস করতে হবে। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) কার্যপরিধি আরও বাড়ানোর কথা ভাবছে আইএফএবি। কর্নার ও খেলোয়াড়দের দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিএআর প্রযুক্তির হস্তক্ষেপের কথা ভাবা হচ্ছে। তবে এসব ক্ষেত্রে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দেহ হলে শুধু তখনই ভিএআর ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। মেইল অনলাইন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ক্লাব বিশ্বকাপ চলাকালীন আইএফএবির এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সিনিয়র কয়েকজন অফিশিয়াল নিয়মগুলো পাল্টানোর বিষয়ে ইতিবাচক সাড়াও দিয়েছেন।

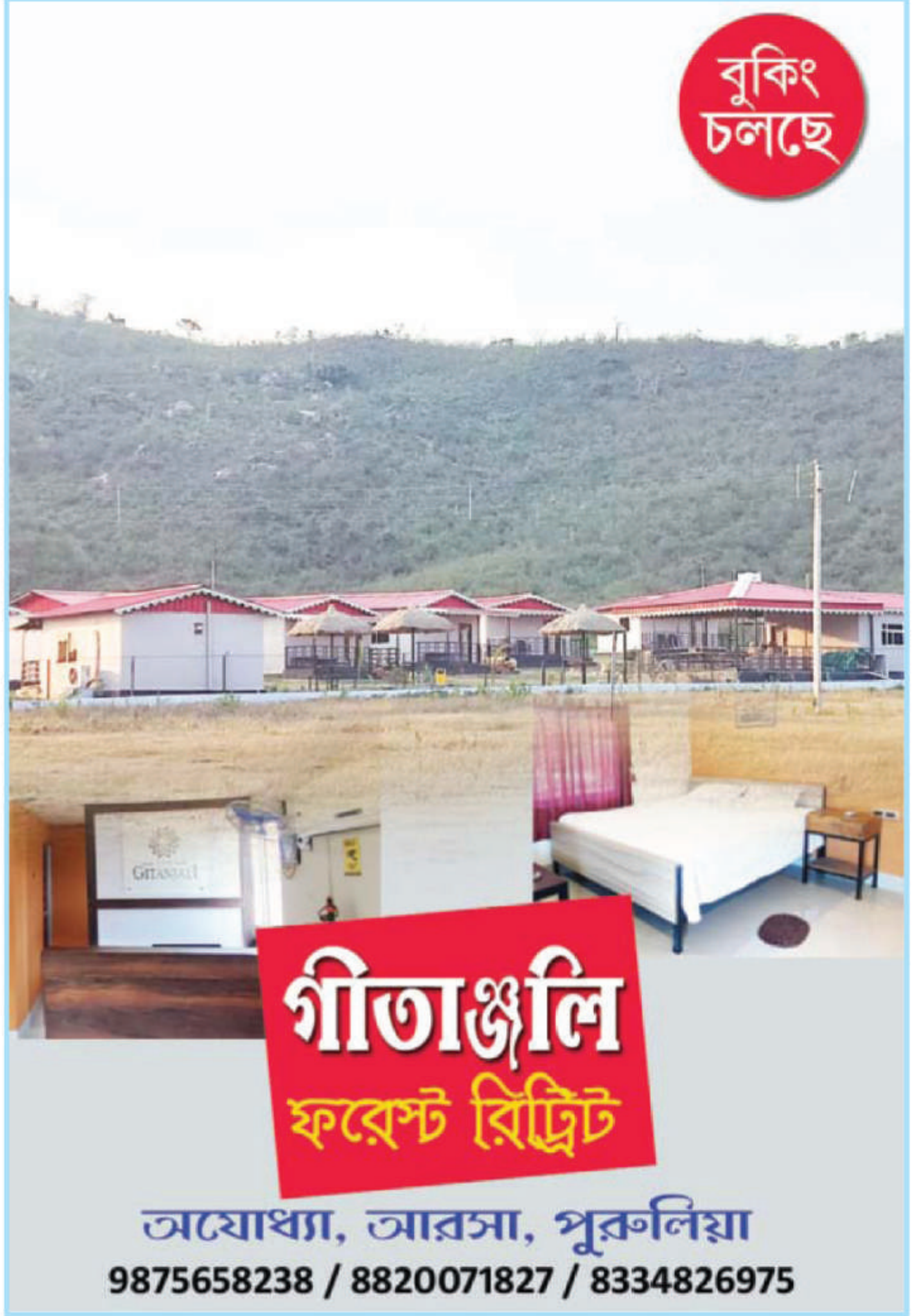

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com